উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

বাংলাদেশের সঙ্গে ৭১-এর জট কেটে গিয়েছে

▸▸ ৭

শাশ্বত ভীতু, কটাক্ষ বিবেক-পত্নীর

অভিনেতা শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়কে ভীতু বলে কটাক্ষ করলেন বিতর্কিত 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' সিনেমার সহ প্রযোজক পল্লবী যোশি। তিনি বলেন, 'শাশ্বতর কাছ থেকে এটা আশা করা যায় না।'

▸▸ ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩২°	২৬°	৩৩°	২৭°	৩৩°	২৭°	৩৩°	২৬°

আমার মনে হয় হনুমানই প্রথম মহাকাশচারী

▸▸ ৭

৮ ভাদ্র ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 25 August 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 98

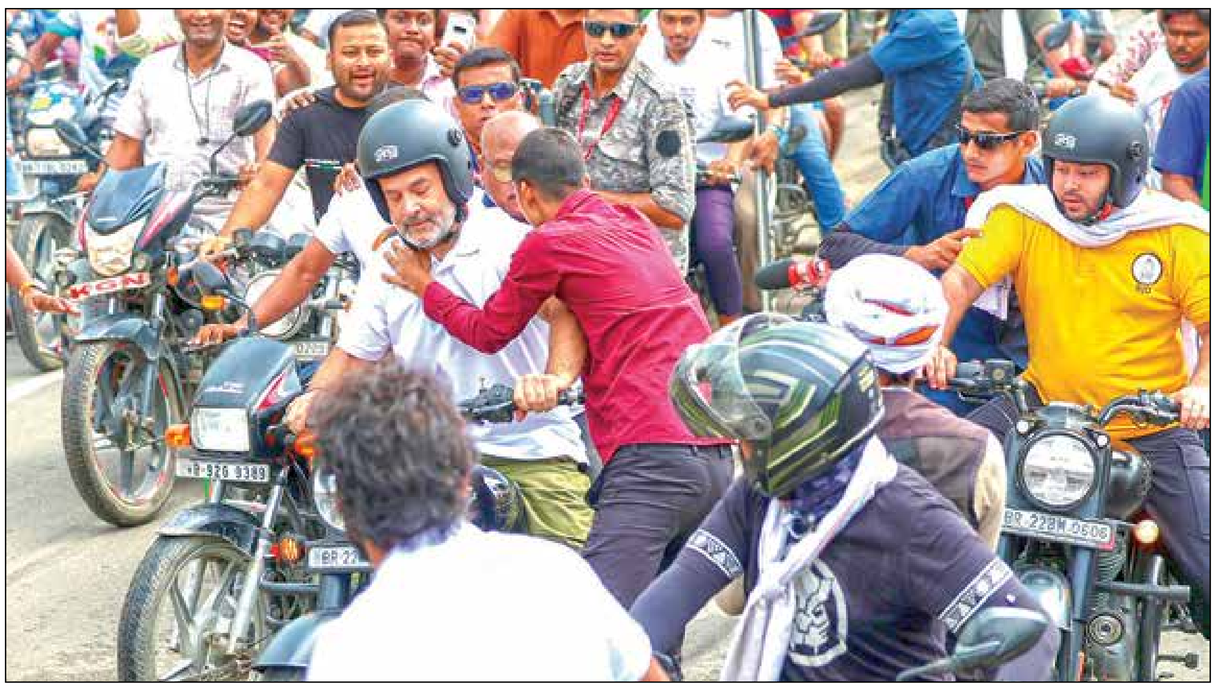

নিরাপত্তার বিপদ... রাহুল গান্ধিকে আলিঙ্গনের চেষ্টা এক সমর্থকের। রবিবার বিহারে ভোটার অধিকার যাত্রায়। -পিটিআই

ধামাচাপা দিতে মরিয়া সমবায় ব্যাংক

কেলেঙ্কারি অনেক, নেই শুধু পদক্ষেপ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

কোচবিহারের সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাংক।

উত্তরবঙ্গ এক্সক্লুসিভ সংবাদ

শিলিগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : কখনও ব্যাংকের ম্যানেজার, কখনও ক্যাশিয়ার, বিভিন্ন সময় সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ দু'হাতে লুটেছেন ব্যাংকের আধিকারিকরা। একের পর কেলেঙ্কারি ধরা পড়লেও আজ পর্যন্ত কোনও ক্ষেত্রেই কড়া পদক্ষেপ হয়নি। দুর্নীতির আঁতুড়ে পরিণত হয়েছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত কোচবিহার সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাংক। অভিযোগ, ব্যাংকের বোর্ড অফ ডিরেক্টর এবং সমবায় দপ্তরের আধিকারিকদের একাংশের মদতেই রমরমা হয়েছে দুর্নীতির। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি রাজনৈতিক কারণেই বারে বারে ধামাচাপা দেওয়া হচ্ছে কেলেঙ্কারি?

গত তিন বছরেই ব্যাংকের বিভিন্ন শাখায় বড় বড় কেলেঙ্কারি ধরা পড়েছে। সম্প্রতি জামালদহ এবং হলদিবাড়ি শাখার দুর্নীতি ছাড়াও ২০২২-এ ব্যাংকের মূল শাখা কোচবিহারে ৮৪ লক্ষ টাকার তছরুপ ধরা পড়ে। তাতে অভিযুক্ত ছিলেন ক্যাশিয়ার চুমকি দত্ত। সেই সময়ও প্রথমে চুমকির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ না করে টাকা ফেরত নিয়ে দুর্নীতি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। ব্যাংক সূত্রের খবর, চুমকি লিখিতভাবে সব টাকা ফেরতের প্রতিশ্রুতি দিলেও মাত্র ১৫ লক্ষ টাকা দেন। কর্তৃপক্ষ তাঁর কাছ থেকে আজও বাকি টাকা উদ্ধার করতে পারেনি। চাপের মুখে কেলেঙ্কারি ধরা পড়ার অনেক পরে চুমকির বিরুদ্ধে এফআইআর করে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এবং পরবর্তীতে তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়। নিয়ম অনুসারে চুমকির বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত করে পদক্ষেপ করার কথা সমবায় দপ্তরের। তবে তিন বছর হতে চললেও আজও সেই তদন্ত হয়নি। কেন তদন্ত হল না তার উত্তর নেই সমবায় আধিকারিকদের কাছে।

এরপর দশের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

ফের ক্যামেরায় ব্ল্যাক প্যান্থার

▸▸ *দুইয়ের পাতায়*

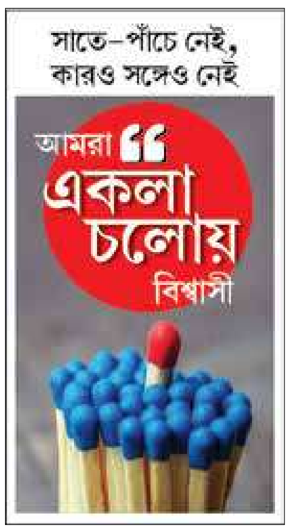

সাতে-পাঁচে নেই, কারও সঙ্গেও নেই

শহরে ফের ডেঙ্গি আক্রান্তের হদিস

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : পুরসভা এলাকায় ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে ডেঙ্গিতে আক্রান্তের সংখ্যা। রবিবার পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের স্টেশন বাজার এলাকায় নতুন করে ডেঙ্গিতে আক্রান্ত এক মহিলার সন্ধান মিলেছে। তাঁকে নিয়ে চলতি বছর সরকারি হিসেবেই জলপাইগুড়ি পুর এলাকায় ১৯ জন আক্রান্ত। শহরে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাওয়ায় তা উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে পুর কর্তৃপক্ষের কাছে। পুরসভার তরফে আক্রান্তের বাড়ি এবং স্টেশনবাজার এলাকায় ডেঙ্গি প্রতিরোধক স্প্রে এবং ফগিং করা হয়। শুধু পুর এলাকা নয়, জেলার অন্যত্রও ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। চলতি বছর এখনও পর্যন্ত জেলায় ৪৪৪ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন। গত বছরের অগাস্ট মাসের তুলনায় চলতি বছর জেলায় ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে বলে মনে করছেন চিকিৎসকরা। জেলার মধ্যে নাগরাকাটা ব্লকের পরিস্থিতি কার্যত উদ্বেগজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ব্লকে ১৭৮ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত। জলপাইগুড়ির মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদারের বক্তব্য, 'গত বছরের তুলনায় জেলায় ডেঙ্গিতে আক্রান্তের সংখ্যা সামান্য বেশি থাকলেও, ভয়ের তেমন কোনও কারণ নেই। নাগরাকাটা ব্লকে আক্রান্তের সংখ্যা তুলনায় একটু বেশি রয়েছে। তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। জ্বরের সঙ্গে উপসর্গ দেখা দিলেই রক্ত পরীক্ষার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।'

প্রথম চার মাসে অর্থাৎ এপ্রিল পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা দুই থাকলেও, পরবর্তী প্রায় চার মাসে জলপাইগুড়ি পুর এলাকায় আক্রান্তের সংখ্যা ১৭। সরকারি হিসেব অনুযায়ী গত বছর জলপাইগুড়ি পুর এলাকায় ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন ২৩ জন। সেখানে রবিবার পর্যন্ত আক্রান্ত ১৯ জন। সাধারণত এই অঞ্চলে অক্টোবর পর্যন্ত ডেঙ্গির প্রকোপ থাকে। ফলে আক্রান্তের সংখ্যা কোথায় গিয়ে পৌঁছাবে, তা নিয়ে চিন্তায় পুর কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর্তারা।

এরপর দশের পাতায়

উন্নয়নের কোপে ৫০টি গাছ

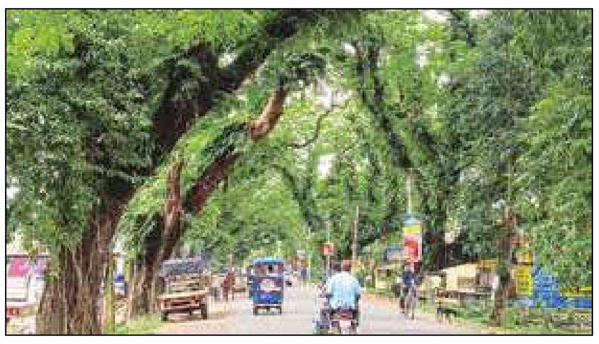

জাতীয় সড়কের উপর গাছের চাঁদোয়া। ময়নাগুড়িতে।

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : ময়নাগুড়ি শহরের বুক চিরে গিয়েছে মালবাজার থেকে ময়নাগুড়ি হয়ে ধূপগুড়িগামী ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক। সেই এক কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তার দু'পাশজুড়ে অন্তত ৫০টি বিশাল গাছ। প্রত্যেকটির বয়স ১০০ বছরের বেশি। যেন বনবীথি। জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণে ময়নাগুড়ি শহরের এমন গর্বের সম্পদ কাটা পড়ার সমূহ সম্ভাবনা। তাহলে কেবল সবুজ উধাও হয়ে যাবে না, ঠিকানা হারাবে কয়েক হাজার শামুকখোল ও অন্যান্য পাখি।

উদ্বেগ

- ময়নাগুড়ির নতুন বাজার থেকে বিডিও মোড় পর্যন্ত সেই রাস্তা
- রাস্তার দু'পাশ জুড়ে অন্তত ৫০টি বিশাল গাছ
- প্রত্যেকটির বয়স ১০০ বছরের বেশি
- রাস্তার ধারে থাকা এই গাছগুলো পরিযায়ী পাখিদের বসবাসের ঠিকানা

ময়নাগুড়ির নতুন বাজার থেকে বিডিও মোড় পর্যন্ত সেই রাস্তা নাগরিক কোলাহলের মাঝেও যেন শান্তি আর স্নিগ্ধতার স্পর্শে ভরা। প্রখর রোদের মধ্যেও ছায়ায় ঢাকা গোটা পথটাই যেন বাতানুকূল। রাস্তার ধারে থাকা এই গাছগুলো পরিযায়ী পাখিদের বসবাসের ঠিকানা। কিন্তু তা আর কতদিন? কারণ, চালসা থেকে ময়নাগুড়ি বিডিও অফিস মোড় পর্যন্ত মোট ৩৭ কিলোমিটার সড়ক চওড়া করার জন্য ডিপিআর তৈরি করার কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে।

বিশাল বিশাল গাছের ডালপালা এখানে রাস্তাকে ঢেকে রেখেছে। রাস্তার দু'ধারে ঘন জনবসতি। কিন্তু সেই বসতবাড়িগুলি যেন শান্তির নীড়। এই রাস্তার পাশেই বাড়ি রেখা রায়ের। পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রেখা গাছ নিয়ে রীতিমতো আবেগপ্রবণ। বললেন, 'আমার প্রায় ৭০ বছর বয়স। ছোট থেকেই এই গাছগুলি দেখছি। সড়ক সম্প্রসারণ করতে গেলে গাছগুলি কাটা হতে পারে শুনে খুব কষ্ট পেলাম।' আরেক বাসিন্দা খুকু রায় দাসের কথায়, 'এই গাছগুলি হেরিটেজ স্বীকৃতি পাওয়ার দাবিদার।'

এরপর দশের পাতায়

সময়ের কথা

অনাদরের ধুলোয় ঢাকা পড়ছে দুই দিনাজপুর

শুভ্রশঙ্কর নাগ

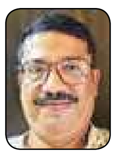

উত্তরবঙ্গের বঞ্চনার কথা মহাভারত সমান। কিন্তু সেই উত্তরবঙ্গের ভেতরেই আছে আরও এক বঞ্চিত উত্তরবঙ্গ। সেই উত্তরবঙ্গ নিয়ে কারও কোনও হেলদোল নেই, ভাবনাচিন্তা নেই। যুগের পর যুগ ধরে উত্তরবঙ্গের ভেতরে থাকা দুয়োরানি দুই দিনাজপুরের কান্না শোনার লোক নেই। কেন্দ্র, রাজ্য দুই সরকারই ব্রাত্য করে রেখেছে উত্তরের দুই প্রাচীন জনপদকে।

১৯৯২ সালে উত্তর এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ভাগ হলেও আজও উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি। গোটা উত্তরবঙ্গজুড়ে কোথাও না কোথাও হয়তো একটু উন্নয়নের ছোঁয়া ইদানীংকালে দেখতে পাওয়া যায়। তবে সেই উন্নয়ন মূলত শিলিগুড়ি ও মালদা কেন্দ্রিক। ওই এলাকায় যেভাবে উন্নয়নের আলো পড়েছে তার ছিটেফোঁটাও পড়েনি দুই দিনাজপুরে। নতুন করে কোথাও কোনও কর্মসংস্থান নেই, কোনও শিল্প নেই। রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হলেও তার ফলাফল খুব হতাশাজনক। সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল ও জেলা হাসপাতালকে মেডিকেল কলেজ করা হয়েছে, কিন্তু সেখানে এখনও কোনও কার্ডিওলজি, নেফ্রোলজি বিভাগ নেই। বড় কোনও সমস্যা হলে জেলায় চিকিৎসার কোনও সুবিধাও মেলে না। সাধারণ সমস্যা নিয়েও সবসময় জেলাবাসীদের ছুটতে হচ্ছে কলকাতা, চেন্নাই বা অন্যান্য জায়গায়। চিকিৎসা পরিষেবায় আমরা বিশবাঁও জলে। অথচ যেটা মানুষের অন্যতম প্রয়োজনীয় বিষয়।

এবার পরিবহণের কথা বলা যাক। একমাত্র রেল পরিষেবা কিছুটা উন্নত হলেও রায়গঞ্জের বাসিন্দাদের দূরপাল্লার যাত্রার জন্য ট্রেন ধরতে যেতে হয় পাশের রাজ্য বিহারের বারসই স্টেশনে। শিলিগুড়ি ও কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগের দুটি মাত্র ট্রেন। কলকাতাগামী ট্রেনের পরিষেবা ভালো বলা যেতে পারে, কিন্তু সেটা বাদ দিলে বাকিটা হতাশার। তুলাইপাঞ্জি চাল এবং বিঘোরের বেগুন,

এরপর দশের পাতায়

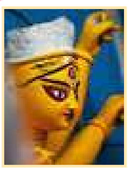

মা আসছেন

৩৪

দিন পর

স্ট্যাম্প পেপারে খাসজমি বিক্রি

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : খাসজমির 'দাম' কোথাও ৭ লক্ষ, কোথাও আবার ১৫ লক্ষ। ৫০-১০০ টাকার স্ট্যাম্প পেপারে লাটাগুড়িজুড়ে এমন খাসজমি দিব্যি বিক্রি হয়েছে। নেপথ্যে দালালরা। সেই দালালদের মাধ্যমে কোথাও নদী, আবার কোথাও নদীর চর দখল করে তৈরি হয়েছে একের পর এক রিসর্ট। আবার গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস থেকে নাকি সেসব তৈরির অনুমতিও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কীভাবে খাসজমিতে রিসর্ট তৈরির অনুমতি দেওয়া হল? এ প্রশ্নের জবাব নেই। অনেকে আবার সেই অনুমতিটুকুও নেয়নি।

এখন এইসব রিসর্টের ভবিষ্যৎ কী? তা নিয়ে জল্পনা চলছে। মাল ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিক সমীরকুমার দাস অবশ্য বলেন, 'কোনও জমি এভাবে কেনাবেচা হওয়ার কথা নয়। এই বিষয়ে কোনও নথি থাকলে সেটা দেখেই এই বিষয়ে কিছু বলা সম্ভব।'

দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে গরুমারাকে কেন্দ্র করে লাটাগুড়ির আলাদা পরিচিতি। দিনকে দিন যেমন পর্যটকদের আগমন বেড়েছে লাটাগুড়িতে, তেমনি বেড়েছে রিসর্টের সংখ্যাও। বর্তমানে প্রায় ৭০টি রিসর্ট রয়েছে। আর রিসর্টের সংখ্যা বাড়ার পাশাপাশি লাটাগুড়িতে বেড়েছে জমির চাহিদাও। সেই সুযোগকে কাজে লাগাতে ছাড়েনি দালালদের একাংশ। তাদের প্রথম টার্গেটই ছিল দখল করা খাসজমি। সেই দালালরাই স্থানীয় দরিদ্র মানুষকে টাকার লোভ দেখিয়ে তাঁদের দখল করা জমি কম টাকায় কিনে চড়া দামে বিক্রি করেছেন বাইরের ব্যবসায়ীদের হাতে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে যাঁদের দখলে জমিগুলো রয়েছে, এমন দরিদ্র মানুষগুলোকে আগামীতে রিসর্টে কাজ দেওয়ার প্রলোভনও দেখানো হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এই চক্র সক্রিয় থাকলেও প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি বলে অভিযোগ।

দখলদারি

- রিসর্টের সংখ্যা বাড়ার পাশাপাশি লাটাগুড়িতে বেড়েছে জমির চাহিদাও
- সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েছে দালালদের একাংশ
- তাদের প্রথম টার্গেটে ছিল দখল করা খাসজমি

শুধু খাসজমি নয়, নেওড়া নদীর চর দখল করেও বিক্রি হয়েছে বলে অভিযোগ। নেওড়া ব্রিজ পার করেই বাঁ হাতে বছর ছয়েক আগে জায়গা কিনে রিসর্ট তৈরি করেছেন দক্ষিণবঙ্গের বাসিন্দা সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়।

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

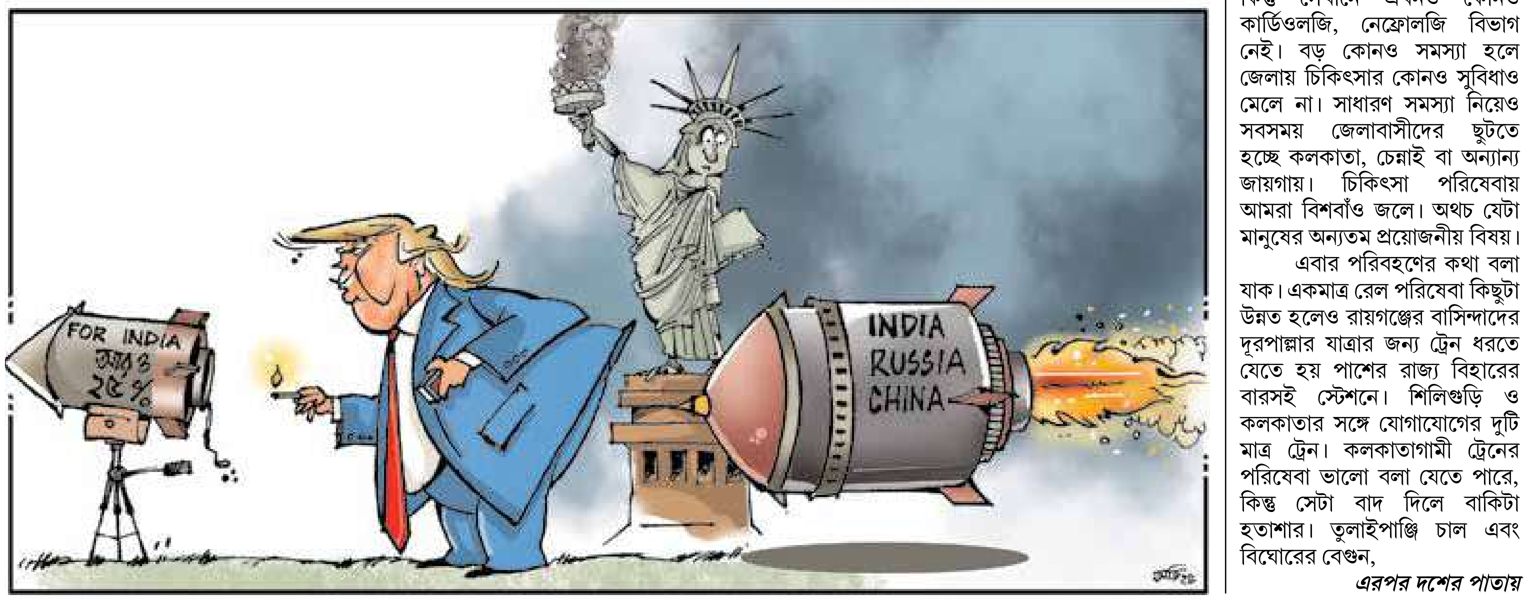

যদি ট্যাটুতে লেখো... সম্পর্কের অঙ্কে বদলায় নাম

প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে প্রিয় মানুষের নামের ট্যাটু করান অনেকেই। কিন্তু সম্পর্ক যখন ভাঙে, তখন বিপাকে পড়েন তাঁরা। মুছতে কিংবা তার ওপর নতুন নকশার ট্যাটু বানাতে গচ্চা যায় টাকা। অভিনেতা থেকে আমআদমি, বিপাকে পড়ছেন সবাই।

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : 'যদি কাগজে লেখো নাম কাগজ ছিঁড়ে যাবে, পাথরে লেখো নাম পাথর ক্ষয়ে যাবে, হৃদয়ে লেখো নাম সে নাম রয়ে যাবে...' মান্না দে না হয় অনায়াসে বলতে পারেন হৃদয়ে নাম রয়ে যাবে। কিন্তু বর্তমান কি আর প্রাক্তনের নামের ট্যাটু দেখে চুপটি করে থাকবেন! পারবেন মেনে নিতে? একবার ইষ্টের নাম নিয়ে জিজ্ঞেস করেই দেখুন না প্রেমিক-প্রেমিকা বা সহধর্মিণীকে। আহত হলে লেখক দায়ী নয় কিন্তু।

ট্যাটুর চল আজকের নয়। উলকির সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির সম্পর্ক দীর্ঘকালের। বিশ্বেও এর বহুলপ্রচলন। নয়ের দশকে নৃবিজ্ঞানী ডানিয়েল আঁতোনি যে মিশরীয় মমিটি পেয়েছিলেন, তার পিঠে ও বাহুতে দেখা গিয়েছিল বিশেষ কিছু চিহ্ন। মমিটি ৩৩৫১-৩০১৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দের এক মানুষের ছিল। গবেষণায় উঠে এসেছে মিশর, সিন্ধু সভ্যতা, জাপান, চিন ইত্যাদি বিভিন্ন দেশে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ট্যাটুচর্চা চলে আসছে। মধ্যযুগীয় সভ্যতায় দাস, যোদ্ধা, ফ্যারাও, নাবিক গোষ্ঠীর মানুষ নির্দিষ্ট ঘরানার প্রতীক ট্যাটু হিসেবে ব্যবহার করতেন। আজও এই প্রথা ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে কিছু জনজাতি ও আদিবাসীদের মধ্যে রয়েছে।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

অভিনেতা, খেলোয়াড় থেকে আমজনতার মধ্যে প্রিয় মানুষের নামে ট্যাটু করানোর প্রবণতা রয়েছে। সেই যে 'চিরদিনই তুমি যে আমার' সিনেমায় রাহুল নিজের নিখাদ ভালোবাসা বোঝাতে বুকে প্রিয়াংকার নাম লিখিয়েছিলেন। এমন কত রাহুল-প্রিয়াংকার দেখা মেলে আমাদের আশপাশে। কিন্তু যখন সেই সম্পর্ক ভাঙে, নানা কারণে তাদের আর একসঙ্গে থাকা হয় না- তখন বিপাকে পড়েন নাম লেখানো মানুষটি। কেউ অভিমানে, কেউবা নতুন সম্পর্কে জড়ানোর পর মুছতে বাধ্য হন সেটা। ছুটতে হয় ট্যাটু আর্টিস্ট বা ডার্মাটোলজিস্টের কাছে।

দীপিকা পাড়ুকোনকে 'আরকে' (প্রাক্তনের নাম ও পদবির আদ্যক্ষর), হৃত্বিক রোশনকে প্রাক্তন স্ত্রীর নামের ট্যাটুর কারণে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছিল। তাঁদের মতোই অভিজ্ঞতা হয়েছে নিউ জলপাইগুড়ির বাসিন্দা অমিতের।

সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচয়, তারপর সেই মেয়ের প্রেমে হাবুডুবু খাওয়া। দেখাসাক্ষাৎ না হলেও দিনরাত ফোনে কথা হত। কল্পনাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে তাঁর সঙ্গে জীবন কাটিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা সেরে ফেলেছিলেন অমিত।

এরপর দশের পাতায়

উমিদ মাহালি ও রাজীব মিঞ্জ। । -সংবাদচিত্র

রাজ্য ক্যারাটেতে বানারহাটের দুই

নাগরাকাটা, ২৪ অগাস্ট : রাজ্য স্তরে খেলার জন্য জলপাইগুড়ি জেলার ক্যারাটে দলে সুযোগ পেল বানারহাট হাইস্কুলের দুই ছাত্র। তারা দুজনেই চা বাগানের শ্রমিক পরিবারের ছেলে। ষষ্ঠ শ্রেণির উমিদ মাহালির বাড়ি গ্যান্দ্রাপাড়া চা বাগানে। সে অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগের জন্য মনোনীত হয়েছে।

অন্যদিকে, নিউ ডুয়ার্স চা বাগানের রাজীব মিঞ্জ সুযোগ পেয়েছে অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে। রাজীব দশম শ্রেণির পড়ুয়া। বানারহাট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুকল্যাণ ভট্টাচার্য বলেন, 'এই প্রথম ক্যারাটেতে আমাদের স্কুল থেকে জেলার দলে কেউ সুযোগ পেল। অত্যন্ত গর্বের মুহূর্ত। আশা করি, রাজ্য স্তরের খেলায় ওরা জেলা ও স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করবে। উমিদ ও রাজীবের মাধ্যমে অন্য পড়ুয়ারাও ক্যারাটের প্রতি আগ্রহী হবে বলে মনে করি।'

জানা গিয়েছে, স্কুলের দুই ক্রীড়াশিক্ষক দিবাকর বিশ্বাস ও মহাদেব রায় আগাগোড়া ওই দুই ছাত্রকে প্রেরণা জুগিয়ে এসেছেন। রাজীব জানিয়েছে, সে ৫৮ কিলোগ্রাম বিভাগে জেলা দলের হয়ে প্রতিযোগিতা করবে। অন্যদিকে, উমিদ লড়বে ৩৫ কিলোগ্রাম বিভাগে।

দুই পড়ুয়াই ক্যারাটেকে ঘিরে এখন নতুন স্বপ্ন দেখছে। ওদের কৃতিত্বে গ্যান্দ্রাপাড়া ও নিউ ডুয়ার্স বাগানে খুশির হাওয়া। বাগান দুটি থেকে এই প্রথম কেউ রাজ্য স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় খেলতে যাবে। রাজীবের বাবা শিবশংকর মিঞ্জ বলেন, 'ছোট থেকে ছেলের ক্যারাটের প্রতি ঝোঁক। বাগানে শিবিরে প্রথম হাতেখড়ি। আমি চাই ও আরও এগিয়ে যাক।' অন্যদিকে, উমিদের বাবা বাবলু মাহালি বলেন, 'বাগান থেকে স্কুল বেশ দূরে। পড়াশোনা করে ক্যারাটে চালিয়ে যাওয়ার অদম্য ইচ্ছে ওর বরাবর।'

দুজনেই বানারহাটের 'ডুয়ার্স ক্যারাটে অ্যাকাডেমি'র প্রশিক্ষক শাহিদ আনসারির কাছে ক্যারাটে শিখছে। এলাকার শ্রমিক নেতা তবারক আলি বলেন, 'চা বাগানে খেলাধুলোর ক্ষেত্রে প্রতিভার অন্ত নেই। সুযোগ পেলে শুধু ক্যারাটেতেই নয়, অন্য খেলার বড় মঞ্চেও ছেলেমেয়েরা সফল হবে।'

আজ টিভিতে

স্পেশাল ইনভেস্টিগেটিভ টিম (SIT) রাত ৮.৩০

দশ দিনে দশ লাখ
রাত ৯.০০

অনুষ্ঠান দুটি দেখুন জি বাংলা সোনার-এ

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ কেঁচো খুঁড়তে কেউটে, দুপুর ১.০০ তুলকালাম, বিকেল ৪.০০ শুভদৃষ্টি, সন্ধে ৭.০০ বিধিলিপি, রাত ১০.০০ দুই পৃথিবী

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৪৫ জামাই আমি হিট, দুপুর ১.৩০ মন মানে না, বিকেল ৪.৩০ রাখী পূর্ণিমা, সন্ধে ৭.৩০ যোদ্ধা, রাত ১০.৩০ পাওয়ার

জি বাংলা সোনার : বেলা ১১.৩০ একাই একশো, দুপুর ২.০০ জীবন যুদ্ধ, বিকেল ৪.০০ অগ্নিপথ, রাত ১১.০০ সঞ্জীবনী

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সোনার সংসার

স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : দুপুর ১২.৩৫ গুডলাক জেরি, ২.৩৬ পটনা শুক্লা, বিকেল ৪.৪৩ গেস্ট ইন লন্ডন, সন্ধে ৬.৫৬ দ্য গাজি অ্যাটাক, রাত ৯.০০ আ জেন্টলম্যান-সুন্দর, সুশীল, রিস্কি, ১১.১৬ তলওয়ার

অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : বেলা ১১.৪৩ ধমাল, বিকেল ৪.০৯ সিরি ভিনেলা, ৫.৫৪ বড়ে মিয়াঁ ছোটে মিয়াঁ, রাত ৮.০০ নাচ লাকি নাচ, ১০.১৮ অন্তিম : দ্য ফাইনাল ট্রুথ

কম্পাস সন্ধে ৬.০০
স্টার জলসা

অন্তিম : দ্য ফাইনাল ট্রুথ রাত ১০.১৮ অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১.৫১ বরেলি কি বরফি, বিকেল ৩.৫৫ মর্দ কো দর্দ নেহি হোতা, সন্ধে ৬.১৫ তুফান, রাত ১১.১৭ দ্য তাসখন্দ ফাইলস

তুলকালাম দুপুর ১.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

জাতীয় স্তরে কিকবক্সিংয়ে ময়নাগুড়ির ছাত্র

ময়নাগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : রাজ্যের হয়ে জাতীয় স্তরে কিকবক্সিং প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে চলেছে ময়নাগুড়ি দেবাকেশ রায়। সে আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বেতগাড়া এলাকার বাসিন্দা। ফুলবাড়ি নারায়ণা স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র দেবাকেশ। আগামী ২৭ অগাস্ট থেকে ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত চেন্নাইয়ে জাতীয় কিকবক্সিং প্রতিযোগিতা আয়োজিত হবে। সেই খেলায় দেবাকেশ অংশ নেবে। স্কুল স্তরের কিকবক্সিংয়ে জয়ী হওয়ার পর রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল ওই পড়ুয়া। সেখানেই জাতীয় স্তরে খেলার জন্য সে নির্বাচিত হয়।

দেবাকেশের বাবা ভিনরাজ্যে কাজ করেন। মা রিনা রায় বাড়িতেই থাকেন। দেবাকেশ এ নিয়ে বলল, 'জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় সাফল্য পাওয়াই এখন আমার প্রধান লক্ষ্য। আগামীতে কিকবক্সিং প্রতিযোগিতার আন্তর্জাতিক স্তরে খেলার ইচ্ছা রয়েছে।' এদিকে, তার জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার খবর পেয়ে রবিবার ওই পড়ুয়ার বাড়িতে পৌঁছোন জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি রামমোহন রায়।

ফের ক্যামেরায় ব্ল্যাক প্যান্থার

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : কার্সিয়াং বন বিভাগের একাধিক রেঞ্জে লেপার্ড এবং ব্ল্যাক প্যান্থারের দেখা মিলতেই নজরদারি বাড়াতে শুরু করেছে বন দপ্তর। নিয়মিত নাইট পেট্রলিং করার পাশাপাশি বন সংলগ্ন গ্রামগুলির বাসিন্দাদের এনিয়ে সচেতন করা হচ্ছে। পাশাপাশি প্রতি সপ্তাহে ট্র্যাপ ক্যামেরার ফুটেজ দেখে নির্দিষ্ট জায়গাগুলিকে চিহ্নিত করছেন কার্সিয়াং বন বিভাগের আধিকারিকরা।

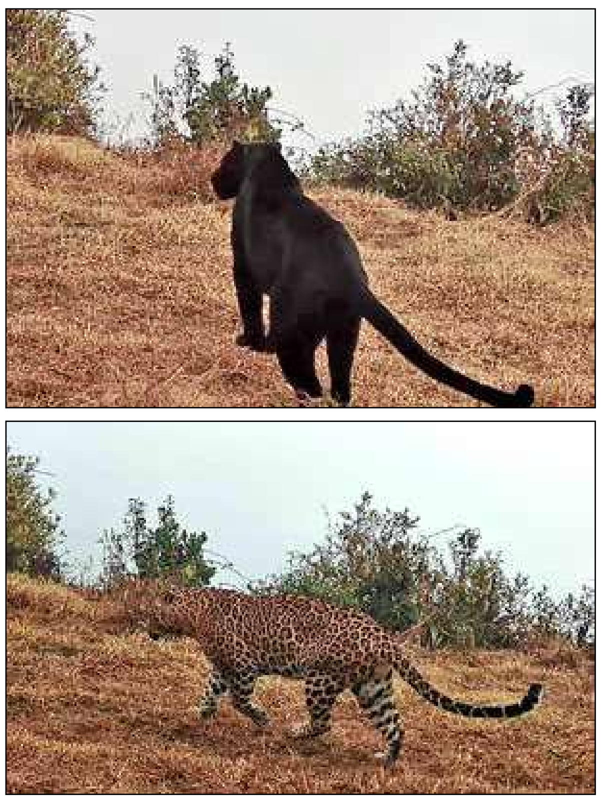

ধোবিঝোরা ফরেস্টে ট্র্যাপ ক্যামেরায় ধরা পড়ল ব্ল্যাক প্যান্থার ও লেপার্ড।

এক বছর ধরে লেপার্ড ও ব্ল্যাক প্যান্থারের সংরক্ষণের উপর বিশেষ জোর দিয়েছে কার্সিয়াং বন বিভাগ। চলতি বছরের একাধিকবার ট্র্যাপ ক্যামেরায় ধরা পড়েছে এই দুই বন্যপ্রাণীর বিচরণের ছবি। বিশেষ করে কার্সিয়াং বন বিভাগের কার্সিয়াং, বাগোরা ও বামনপুখরি এই তিনটি রেঞ্জে বেশ কয়েকবার দেখা মিলছে এই শিডিউল-১'এর বন্যপ্রাণীর। তারপর থেকেই নিয়মিত নাইট পেট্রলিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে কার্সিয়াং রেঞ্জের ডাওহিল ও শিবখোলা, বাগোরা রেঞ্জের বাগোরা, মজুয়া, গৌরীগাঁও এবং বামনপুখরি রেঞ্জের লামা গুম্বা বিট এলাকায়।

লেপার্ড ও ব্ল্যাক প্যান্থারের সংরক্ষণের দিকে নজর দিয়ে যে এলাকাগুলোতে সাইটিং বেশি হচ্ছে সেখানে রাতে যাতে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কেউ বাড়ির বাইরে না বের হন, গবাদিপশু যেখানে রয়েছে সেখানে ফিনাইল, ব্লিচিং ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং উচ্ছিষ্ট যাতে নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলা হয় সেজন্য মাইকিং করা হচ্ছে। কার্সিয়াং ডিভিশনের ডিএফও দেবেশ পান্ডে জানান, ব্ল্যাক প্যান্থার ও লেপার্ড সংরক্ষণের উপর বিশেষ নজর দিয়েই নিয়মিত নাইট পেট্রলিং চালু করা হয়েছে।

বন দপ্তরের নজর

- কার্সিয়াং বন বিভাগের একাধিক রেঞ্জে লেপার্ড এবং ব্ল্যাক প্যান্থারের সংখ্যা বেড়েছে
- চলতি বছরে একাধিকবার ট্র্যাপ ক্যামেরায় ধরা পড়েছে এই দুই বন্যপ্রাণীর ছবি
- কার্সিয়াং বন বিভাগের কার্সিয়াং, বাগোরা ও বামনপুখরি রেঞ্জে বেশ কয়েকবার দেখা মিলেছে
- তারপর থেকেই নিয়মিত নাইট পেট্রলিংয়ের ব্যবস্থা করেছেন কার্সিয়াং বন বিভাগের আধিকারিকরা

বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, গত এক বছরে এই তিন রেঞ্জে ব্ল্যাক প্যান্থার ও লেপার্ড সাধারণ মানুষের উপর আক্রমণ করেনি। এদিকে, ব্ল্যাক প্যান্থার ও লেপার্ডের সাইটিং বেশি হওয়ায় খুশি বন দপ্তরও। নিয়মিত নাইট পেট্রলিং করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বামনপুখরি রেঞ্জ অফিসার সিদ্ধার্থ গুরুং। বন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, কার্সিয়াং রেঞ্জে প্রতিদিনই দেখা মিলছে ব্ল্যাক প্যান্থার ও লেপার্ডের। এমনকি চলাফেরা করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের চোখে পড়ছে এই দুই বন্যপ্রাণী।

এছাড়াও বাগোরা রেঞ্জেও মজুয়া, গৌরীগাঁও এলাকাতেও একদিন পরপর দেখা মিলছে এই দুই প্রাণীর। বামনপুখরি রেঞ্জের লামা গুম্বার জঙ্গলেও দেখা মিলছে লেপার্ড ও ব্ল্যাক প্যান্থারের। কার্সিয়াং রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সংবর্ত সাধু বলেন, 'লেপার্ড ও ব্ল্যাক প্যান্থারের সাইটিং অনেকটাই বেড়েছে। যার ফলে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে।' নাইট পেট্রলিংয়ের ফলে বহু মানুষ এব্যাপারে সচেতন হয়েছেন বলেও জানান তিনি।

এখন যে এলাকাগুলোতে ঘনঘন এই দুই বন্যপ্রাণীর দেখা মিলছে, এক বছর আগেও তেমন দেখা যেত না বলে জানিয়েছেন বন আধিকারিকরা। বিষয়টি নিয়ে বন দপ্তরও বেশ সজাগ। এখনও কোনও দুর্ঘটনা না ঘটলেও, এই দুই বন্যপ্রাণীর আক্রমণে যাতে কোনও সাধারণ মানুষ আহত না হন, সে বিষয়ে নজর রাখছেন বন আধিকারিকরা।

চার ইয়ারি কথা

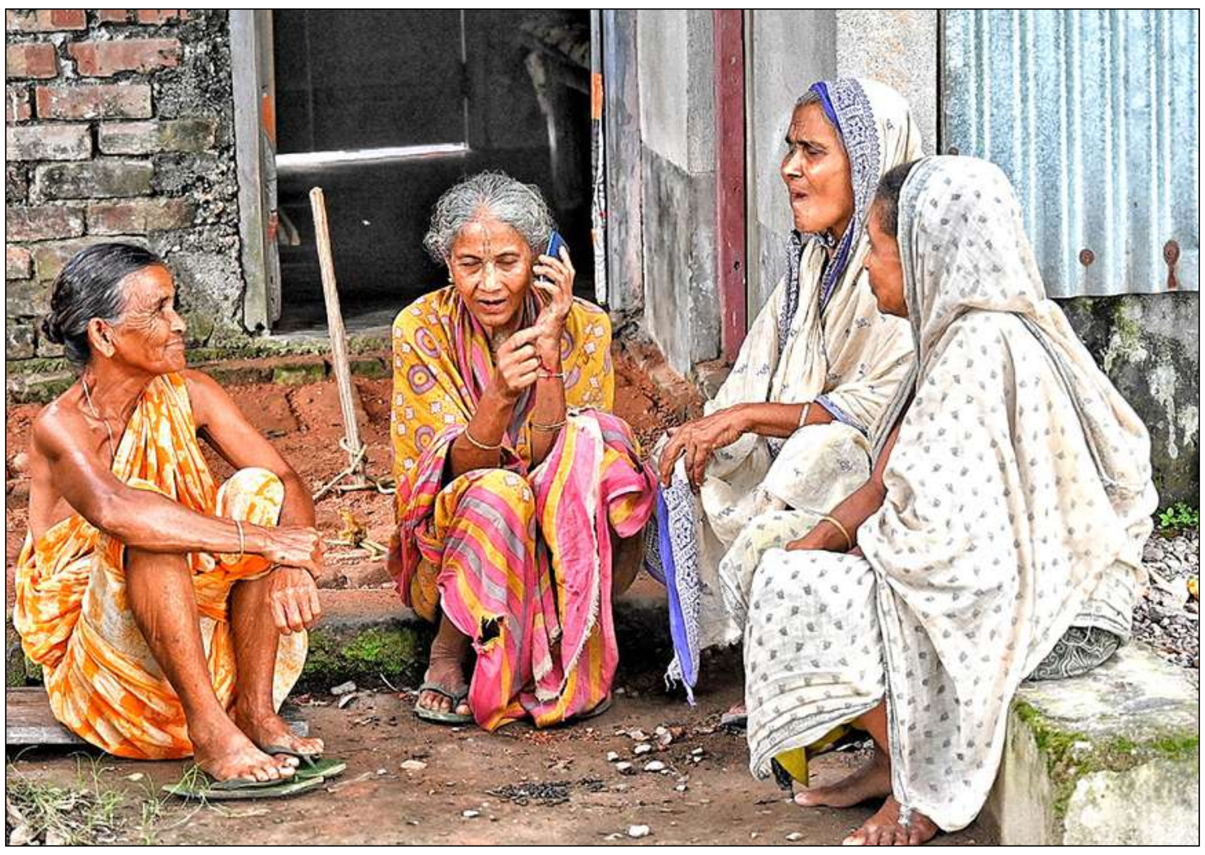

কোচবিহার মারুগঞ্জ কার্জিপাড়ায় অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

স্বপ্ননগরী ছোঁয়ার গল্প

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : সালটা ২০১৭-'১৮। কামাখ্যাগুড়ির ছেলেটার প্রথম একটা গান যখন সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হল, তখনও কে জানত সেই ছেলেটাই একদিন স্বপ্ননগরী মুম্বইতে পাড়ি দেবে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। কামাখ্যাগুড়ির রাকেশের জীবনটা ঠিক এরকমই। পদার্থবিদ্যায় অনার্স পাশ করলেও এর মধ্যেই তিনি সুরের সাধনায় ব্রতী হয়েছেন। মুম্বইয়ের একাধিক ওয়েব সিরিজে মিউজিক ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করে ফেলেছেন রাকেশ।

প্রথাগতভাবে তিনি ২০১৭ সাল থেকেই মিউজিক নিয়ে চর্চা শুরু করেছিলেন। তার আগে মায়ের কাছেই তাঁর গানের হাতেখড়ি। তারপর অপরাধী নামের বাংলা গানের হিন্দি ভার্সন তৈরি করেন রাকেশ। সেটি ব্যাপকভাবে ভাইরাল হয়। ওই গান ভাইরাল হওয়ার পর থেকেই ধীরে ধীরে তাঁর জীবনের মানচিত্রে বদল শুরু হয়। বিভিন্ন জায়গায় তিনি আরও কাজ করতে থাকেন।

রাকেশ সূত্রধর। -ফাইল চিত্র

এরপরে রাকেশের আরও একটি হিন্দি গান 'তুহি হে নেহি রাজি' গানটিও বেশ ভাইরাল হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিচিত হতেই উত্তরবঙ্গের এই রত্নটিকে আর ঘুরে তাকাতে হয়নি। মুম্বইয়ের একটি ওয়েব সিরিজে গান করার প্রস্তাব আসে। পরিচালক সুরজ মুলেকারের সিরিজটির নাম 'হাফ কমিটেড'। সিরিজে সুরকার, গীতিকার ও গায়ক হিসাবে রাকেশ নিজেই ছিলেন। এরপর মুম্বইয়ে একাধিক মিউজিক অ্যালবামের কাজ করতে করতে ২০২৪-এর শেষে আরও একটি শর্ট ফিল্মে মিউজিক ডিরেক্টর হিসাবে কাজ শুরু করেন। ফিল্মটির নাম দৃষ্টি।

নিজের প্রতিভার জোরে সাফল্য ছুঁলেও রাকেশের আক্ষেপও যে নেই তা নয়। নিজের আনন্দের মুহূর্ত ভাগ করে নিতে নিতেই বললেন, ''২০২৪-এ বাবা মারণ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তাঁকে বাঁচাতে পারিনি। আমার চড়াই উতরাইয়ে বাবার অভাবটা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি। তবে কাজ থেমে থাকেনি। এখন আমি 'মোর সনম' ও 'আদিবাসী গার্ল' নামে আরও দুটি আদিবাসী সিনেমায় মিউজিক ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করছি। 'আদিবাসী গার্ল ২'এর কাজও চলছে এবং পুজোয় রিলিজ হবে।'' অন্যদিকে রাকেশের ইউটিউব চ্যানেলে এক লক্ষ আট হাজার সাবস্ক্রাইবার। তাঁর বহু গান লক্ষ লক্ষ দর্শক দেখেন। নেটিজেনদের কাছে যথেষ্ট প্রশংসিতও তিনি।

রাকেশের কথায়, 'আমার আপ্রাণ চেষ্টা, একজন সফল মিউজিক ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার। কামাখ্যাগুড়ির মতো একটা প্রত্যন্ত এলাকা থেকে মুম্বইয়ের বিভিন্ন প্রোজেক্টে কাজ করা আমার কাছে অলীক স্বপ্ন। আমার মা আমাকে প্রতিনিয়ত মানসিক শক্তি জোগায়।'

রাকেশের মা রমা সূত্রধরের কথায়, 'আমার ছেলে তার নিজের ইচ্ছাশক্তির জোরে গান করছে। সে-ই এই মুহূর্তে পরিবারে একমাত্র উপার্জনকারী।' এদিকে রাকেশের বন্ধু কামাখ্যাগুড়ির আরেক সংগীতশিল্পী উৎসব দত্ত জানান, রাকেশের অধ্যবসায়ই তাঁকে এই জায়গায় এনে দিয়েছে। বন্ধুবান্ধবরাও তাঁকে প্রতিনিয়ত উৎসাহ দেন।

ঠিক হল আলো

কোচবিহার, ২৪ অগাস্ট : অবশেষে ঠিক করা হল কোচবিহারের ওয়েলকাম গেট বা স্বাগত তোরণের আলো। গত ২৯ জুলাই উত্তরবঙ্গ সংবাদের খবরের জেরে বিষয়টি নজরে আসে বলে জানিয়েছিলেন পূর্ত দপ্তরের আওতাধীন ইলেক্ট্রিক্যাল দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার কৌশিক দেব। তারপরই আলোকসজ্জা ঠিক করার উদ্যোগ নেয় পিডব্লিউডির ইলেক্ট্রিক্যাল দপ্তর। রবিবার সন্ধ্যায় হেরিটেজ গেট আবার আগের মতো আলোকসজ্জায় সেজে ওঠাতে স্বভাবতই খুশি কোচবিহারবাসী।

কর্মখালি

শিলিগুড়িতে একজন Accountant চাই (থাকা ও খাওয়া ফ্রি) M : 9733110555. (C/117898)

•

এপার্টমেন্ট ও মল- এর জন্য সিকিউরিটি গার্ড লাগবে। থাকা-খাওয়া মেসে, বেতন- 10,500/-M- 9933119446 (C/117899)

বিক্রয়

শিলিগুড়িতে বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্ট লাগোয়া মনোরম পরিবেশে ৬ কাঠা জমি (খতিয়ান ও LR- ভুক্ত) সুলভ মূল্যে বিক্রয় হবে। (দালাল নিষ্প্রয়োজন). 7908987319. (C/117925)

ভাড়া

Shop for rent 150sq ft. oppt. Kiran Ch Bhawan. M- 8116203723. (C/117895)

•

হাকিমপাড়ায় 1BHK ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ 76797-87613. (C/117896)

অ্যাফিডেভিট

ভোটার কার্ড নং WB/01/005/180510 আমার নাম ভুল থাকায় গত 22/8/25 J.M 1st Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে আমি Rajjak Miya এবং Ajjad Ali এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। কামিনীর হাট, টাকাগাছ, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/117168)

•

আমি Malay Roy, S/o Late Lakshi Kanta Roy, গ্রাম - দেবীপুর, পো: রাজীবপুর, থানা- গঙ্গারামপুর, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর, আমার ভোটার কার্ডে (যার নং WB/06/035/447424) আমার নাম ও বাবার নাম ভুল থাকায় গত 24/07/25 তারিখে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর এটি বুনিয়াদপুর ১ম শ্রেণি J.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট (যার নং 3076) বলে আমি Roy Samaru থেকে Malay Roy ও বাবা Lakshi kanta থেকে Lakshi Kanta Roy করা হইল। (C/117897)

আজ ও কাল
ময়নাগুড়ি
২৭/২৮ ধূপগুড়ি
২৯/৩০ ফালাকাটা
৩১/০১ আলিপুরদুয়ার
৩৫০ বছরের বংশ পরম্পরায় জ্যোতিষী ও ...
শ্রীদেবাচার্য্য
9434317391/9163667741

NOTICE

This is to inform all concern that we Sri Pradyut Kumar Das and Sri Tapan Kumar Das, both are sons of Late Haripada Das of Aurobindapally, P.O. Rabindra Sarani, P.S, Siliguri, Dist. Darjeeling, executed a General Power of Attorney favouring Sri Asim Haldar, S/o Sri Gour Gopal Haldar of Shibrampally, P.O. Haiderpara, P.S. Bhaktinagar, Dist. Jalpaiguri, on 16.08.2016, registered at A.D.S.R, Siliguri, to do all acts & deeds in respect of our vacant Land situated at Mouza- Sannyasikata, Sheet No: 6, P.S. Rajganj, Dist. Jalpaiguri (W.B.)

We the Principals jointly decided to revoke the above said General Power of Attorney and thus have revoked it with effect from 07.08.2025 and the above said Attorney Holder shall have no power to do any acts and deeds in respect our Land as stated in the said power of Attorney and the said General Power of Attorney have no effect now.

Dated- 24/08/2025.

Sd- Pradyut Kumar Das
Sd- Tapan Kumar Das

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাসস্থান সংক্রান্ত সমস্যার সুরাহা হতে পারে। নতুন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সুফল আশা করা যায়। বৃষ : স্বাস্থ্যের ব্যাপারে প্রচুর খরচের সম্ভাবনা। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিনিয়োগে প্রচুর লাভ করবেন। মিথুন : উচ্চশিক্ষার্থীদের আশানুরূপ সাফল্য মিলবে। লটারি সূত্রে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদেশে যাওয়ার যোগ দেখা যায়। কর্কট : বাবা-মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা থাকবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সফল হবেন। কর্মসূত্রে ভ্রমণের সম্ভাবনা। সিংহ : কোনও আত্মীয়ের পরামর্শে অর্থকরী সংস্থায় টাকা বিনিয়োগ করে ঠকতে পারেন। দাম্পত্যে সামান্য ভুল বোঝাবুঝি। কন্যা : বন্ধুর পরামর্শে ব্যবসায় উন্নতি। প্রভাবশালী ব্যক্তির হস্তক্ষেপে কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি। স্নায়ুঘটিত রোগে ভোগান্তি। তুলা : হারিয়ে যাওয়া কোনও জিনিস ফেরত পেয়ে স্বস্তি। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। বৃশ্চিক : কারিগরি বিষয়ক শিক্ষায় সুফল লাভের সম্ভাবনা। বিকল্প আয়ের পরিকল্পনা বাস্তব হতে পারে। ধনু : পরিবারের সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধে শান্তি ভঙ্গ হতে পারে। ব্যবসায় খুব সতর্কভাবে বিনিয়োগ করলে সুফল পাবেন। মকর : পথেঘাটে চলাফেরায় একটু সাবধান থাকুন। সন্তানের উন্নতিতে শান্তিলাভ ও গর্ব হতে পারে। কুম্ভ : আপনার বুদ্ধিবলে কর্মক্ষেত্রে শত্রুরা গুটিয়ে যাবে। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। মীন : শ্লেষ্মাজনিত সমস্যায় ভোগান্তি বাড়বে। পাওনা অর্থ আদায় হবে এবং একাধিক সূত্রে আয়ের পথ খুলতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৮ ভাদ্র, ১৪৩২, ভাঃ ৩ ভাদ্র, ২৫ অগাস্ট, ২০২৫, ৮ ভাদ, সংবৎ ২ ভাদ্রপদ সুদি, ১ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।১৯, অঃ ৬।০। সোমবার, দ্বিতীয়া দিবা ১১।৫৩। উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র শেষরাত্রি ৪।১৩। সিদ্ধযোগ দিবা ১।৪৪। কৌলবকরণ দিবা ১১।৫৩ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ১১।২৩ গতে গরকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ৯।৭ গতে কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ, শেষরাত্রি ৪।১৩ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, দিবা ১১।৫৩ গতে দ্বিপাদদোষ। শেষরাত্রি ৪।১৩ গতে দোষ নাই। যোগিনী- উত্তরে, দিবা ১১।৫৩ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি- ৬।৫৪ গতে ৮।২৯ মধ্যে ও ২।৫০ গতে ৪।২৫ মধ্যে। কালরাত্রি- ১০।১৫ গতে ১১।৪০ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পূর্বে ও উত্তরে নিষেধ, দিবা ৮।২৯ গতে পশ্চিমেও নিষেধ, দিবা ১১।৫৩ গতে মাত্র পূর্বে ও উত্তরে নিষেধ, শেষরাত্রি ৪।১৩ গতে মাত্র পূর্বে নিষেধ। শুভকর্ম- সাধভক্ষণ নামকরণ নিষ্ক্রমণ মুখ্যান্নপ্রাশন নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বিক্রয় বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপুজো শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান ধান্যনিষ্ক্রমণ কারখানারম্ভ, দিবা ১১।৫৩ গতে দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস (২৫ আগস্ট)। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ১০।১৯ গতে ১১।৪৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২৯ গতে ৮।৪৯ মধ্যে ও ১১।১০ গতে ২।১৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।১৪ গতে ৪।৫৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মাদ্রাসার ভোটে তৃণমূলের জয়

রাজগঞ্জ, ২৪ অগাস্ট : রবিবার সকাল ৯টায় টানটান উত্তেজনায় ভোটদান পর্ব শুরু হয়েছিল সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের বালাবাড়ি এক্রামিয়া হাই মাদ্রাসার পরিচালন সমিতির। দিন শেষে সবক'টি আসনেই জয়লাভ করে তৃণমূল কংগ্রেস।

বালাবাড়ি এক্রামিয়া হাই মাদ্রাসার পরিচালন সমিতির ছয়টি আসনের জন্য ভোট হয়েছে। সব আসনেই তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দিয়েছিল। অন্যদিকে, বিরোধীরা জোট গঠন করে পাঁচটি আসনে প্রার্থী দিলেও একজন প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেন। ভোটপর্ব নির্বিঘ্নেই শেষ হয়েছে।

বিকেলে ভোটগণনা শেষে দেখা যায়, ছয়টি আসনেই জিতেছে তৃণমূল। অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি রৌশান হাবিব বলেন, 'এই জয় সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপির অশুভ আঁতাতের বিরুদ্ধে শুভ শক্তির জয়।'

যক্ষ্মামুক্ত ২ পঞ্চায়েত

জলপাইগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : সদর ব্লকের বাহাদুর এবং খারিজা বেরুবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতকে যক্ষ্মামুক্ত ঘোষণা করল স্বাস্থ্য দপ্তর। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের কাছে যক্ষ্মামুক্ত পঞ্চায়েত হিসেবে এই দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম পাঠিয়েছে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। সদর ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রীতম বসু বলেন, 'আমরা খারিজা বেরুবাড়ি-১ এবং বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েতকে সম্পূর্ণ যক্ষ্মামুক্ত করতে পেরেছি। এই মুহূর্তে সদর ব্লকে একমাত্র এই দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতে আর কোনও যক্ষ্মারোগী নেই। এছাড়া আমরা বাহাদুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ নিয়েছি। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসকের জন্য একটি আলাদা ঘর তৈরি করা হচ্ছে।'

ডেঙ্গি সচেতনতা

চালসা, ২৪ অগাস্ট : মাটিয়ালি ব্লকের লাটাগুড়ি বনাঞ্চল সংলগ্ন বড়দিঘি চা বাগানে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। শনিবার বাগানের আরও দুজন ব্যক্তির ডেঙ্গি আক্রান্তের হদিস পাওয়া যায়। যদিও তাঁরা সুস্থই রয়েছেন। এ নিয়ে বড়দিঘি চা বাগানে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ১৫ হল। শনিবার বাগানের ডেঙ্গি আক্রান্ত দুই ব্যক্তিকে চালসার মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠানো হয়। রবিবার স্বাস্থ্যকর্মী ও গ্রামীণ সম্পদকর্মীরা চা বাগানে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমীক্ষা করার পাশাপাশি মাইকিং করে জনগণকে সচেতন করেন। মাটিয়ালি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক অরিন্দম মাইতি বলেন, 'যে দুজন নতুন করে ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন, তাঁরা সুস্থই আছেন। স্বাস্থ্যকর্মীরা বাগানের বিভিন্ন শ্রমিক মহল্লার বাড়ি বাড়ি গিয়ে সার্ভে করছেন।'

সাধারণ সভা

জলপাইগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : রবিবার 'নেচার অ্যান্ড ট্রেকার্স ক্লাব অফ জলপাইগুড়ি'র বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাবুপাড়ার ক্লাব ভবনে আয়োজিত সভায় ২০২৫-'২৬ বর্ষের নতুন কার্যনির্বাহী সমিতি তৈরি হয়।

সভাপতি, সহ সভাপতি, সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে প্রদোষকুসম দাস, মিহির বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপঙ্কর পুরকায়স্থ এবং অমিত দাস। এছাড়াও ১৩ জনের একটি কার্যনির্বাহী সমিতি গঠন করা হয়।

রক্তদান

জলপাইগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : ব্লাড ব্যাংকের রক্তের সংকট মেটাতে এগিয়ে এল জলপাইগুড়ি শিল্প সমিতিপাড়ার ব্রহ্মাকুমারী সেন্টার। রবিবার সংস্থার তরফে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরের উদ্বোধন করেন সদর বিডিও মিহির কর্মকার। মোট ৭৯ জন রক্তদান করেন। সংগৃহীত রক্ত জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে ব্লাড ব্যাংকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

সময়ের অভাবে পাঠক্রমই বুঝতে পারেনি পড়ুয়ারা

সিমেস্টার নিয়ে দুশ্চিন্তা

কৌশিক দাস

চ্যাংমারি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দ্বাদশ শ্রেণির ক্লাস চলছে।

ক্রান্তি, ২৪ অগাস্ট : আগামী ৮ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে প্রথমবারের মতো সিমেস্টার মাধ্যমে উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষা। একাদশের প্রথম এবং দ্বাদশের তৃতীয় সিমেস্টারের এই পরীক্ষা হবে। সামনে পরীক্ষা এলেও এখনও ঠিক করে পাঠক্রমই বুঝে উঠতে পারেনি পড়ুয়ারা। মে মাসের প্রথম দিকে গরমের ছুটির মধ্যে মাধ্যমিকের ফল প্রকাশ হলেও ক্লাস শুরু হয়েছে জুন মাসে। অন্যদিকে, অগাস্ট মাসের অর্ধেক দিন পঞ্চম-নবম শ্রেণির দ্বিতীয় দফার সামেটিভ পরীক্ষা থাকায় ক্লাস বন্ধ ছিল একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির। কার্যত আড়াই মাসের ক্লাস করে ছয় মাসের সিলেবাসের পরীক্ষায় বসতে হচ্ছে উচ্চমাধ্যমিকের পড়ুয়াদের। এই বিষয়টি ভাবাচ্ছে ক্রান্তি ব্লকের পড়ুয়াদের। পরীক্ষায় প্রস্তুতিতে সময় কম পাওয়ায় ফল নিয়ে প্রবল চিন্তিত শিক্ষকরাও।

ক্রান্তি ব্লকের অন্যতম সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চ্যাংমারি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়। পরীক্ষার কথা মাথায় রেখে স্কুল কর্তৃপক্ষ গরমের ছুটির আগে দ্বাদশ শ্রেণির কিছু ক্লাস করিয়েছে। স্কুল থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১৪ অগাস্ট অবধি একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে ক্লাস হয়েছে যথাক্রমে ৫০ ও ৫৮ দিন। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সঞ্জয় রাজভর বলেন, 'আমাদের পড়ুয়াদের একটা বড় অংশই আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া ঘরের। স্কুলের ক্লাসের ওপর অধিক নির্ভরশীল তারা। এই কয়েকটি ক্লাস উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বিপুল সিলেবাসের পক্ষে পড়ুয়াদের জন্য যথেষ্ট নয়। আরও বেশি সময় পেলে ছাত্রছাত্রীরা লাভবান হত।'

সিমেস্টার পদ্ধতি চালু হলেও পর্যাপ্ত সময় ও শিক্ষা দপ্তরের যথাযথ পরিকল্পনার অভাবকে দায়ী করছে অভিভাবক মহল। মূলত উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পঠনপাঠনকে চারটি সিমেস্টারে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ও তৃতীয় সিমেস্টারের পরীক্ষা পুরোপুরি এমসিকিউ প্রশ্নে থাকবে, অন্যদিকে দ্বিতীয় ও চতুর্থ সিমেস্টারের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ৫ নম্বরের বড় প্রশ্নের হবে। ক্রান্তি দেবীঝোরা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এবার উচ্চমাধ্যমিক দিচ্ছে মনোজ মজুমদার। মনোজের কথায়, 'পরীক্ষা প্রস্তুতির সময় খুবই কম পেয়েছি। সিলেবাস বোঝা ও পড়া ঝালিয়ে নেওয়ার জন্য ক্লাস আরও বেশি প্রয়োজন ছিল। সাতরকম পদ্ধতির এমসিকিউ থাকবে। অনেককিছুই বুঝতে পারছি না।'

চলতি বছর ক্রান্তি ব্লকের উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি মিলিয়ে প্রায় দুই হাজার পড়ুয়া পরীক্ষায় বসবে। চা বাগান, বনবস্তির স্কুলগুলিতে গত কয়েক বছরে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের পাশের হার আশাপ্রদ নয়। চলতি বছর পরীক্ষা প্রস্তুতিতে পর্যাপ্ত সময় না পাওয়ায় ফলাফল আরও খারাপ হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

ক্রান্তি দেবীঝোরা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মকসুদ আলমও জানান, ২ জুন থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ক্লাস শুরু হয়েছে। শিক্ষকরা যতটা সম্ভব পড়ুয়াদের জন্য পরিশ্রম করছেন। পড়ুয়াদের মূল্যায়নের জন্য আরেকটু সময় পেলে ভালো হত বলে তাঁর বক্তব্য।

> আমাদের পড়ুয়াদের একটা বড় অংশই আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া ঘরের। স্কুলের ক্লাসের ওপর অধিক নির্ভরশীল তারা। এই কয়েকটি ক্লাস উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বিপুল সিলেবাসের পক্ষে পড়ুয়াদের জন্য যথেষ্ট নয়। আরও বেশি সময় পেলে ছাত্রছাত্রীরা লাভবান হত।
>
> **সঞ্জয় রাজভর**
> ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক

> পরীক্ষা প্রস্তুতির সময় খুবই কম পেয়েছি। সিলেবাস বোঝা ও পড়া ঝালিয়ে নেওয়ার জন্য ক্লাস আরও বেশি প্রয়োজন ছিল। সাতরকম পদ্ধতির এমসিকিউ থাকবে। অনেককিছুই বুঝতে পারছি না।
>
> **মনোজ মজুমদার**
> উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

মধুবনি পার্কের দায়িত্ব নিল জেলা পরিষদ

দুই পঞ্চায়েত সমিতি অসন্তুষ্ট

আব্দুল লতিফ

মধুবনী পার্ক ও রিসর্ট
তত্ত্বাবধানে :- জলপাইগুড়ি জিলা পরিষদ-প.ব.

গয়েরকাটা, ২৪ অগাস্ট : দুই পঞ্চায়েত সমিতির টানাপোড়েনে অবশেষে মধুবনি নেচার পার্ক ও রিসর্টের উন্নয়নের দায়িত্ব নিল জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ। সম্প্রতি জেলা পরিষদের তরফে পার্কের মূল গেটের বাইরে ঝোলানো হয়েছে বোর্ড। যা নিয়ে দুই পঞ্চায়েত সমিতির অভিযোগ, তাদের না জানিয়েই পার্কের দায়িত্ব নিয়েছে জেলা পরিষদ। যদিও জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি সীমা চৌধুরীর দাবি, পার্কটির সৌন্দর্যায়ন করে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলা হবে। পাশাপাশি, পার্কটিকে ঘিরে কর্মসংস্থান হবে এলাকার তরুণ-তরুণীদের।

ধূপগুড়ি ভেঙে বানারহাট ব্লক গঠন হওয়ার পর থেকেই মধুবনি নেচার পার্কের তত্ত্বাবধান নিয়ে চলছিল দুই পঞ্চায়েত সমিতির ঠান্ডা লড়াই। বানারহাট পঞ্চায়েত সমিতি গঠনের তিন বছর কেটে গেলেও বানারহাট ব্লকের আওতাধীন মধুবনি নেচার পার্ক ও রিসর্টের নিয়ন্ত্রণ ছাড়েনি ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতি। বানারহাট পঞ্চায়েত সমিতির দাবি, ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতিকে পার্কটি হস্তান্তরের জন্য একাধিকবার আবেদন করা হলেও তারা নিয়ন্ত্রণ ছাড়েনি। যা নিয়ে চলতে থাকে বিতর্ক।

এ প্রসঙ্গে ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অর্চনা সূত্রধর বলেন, 'বিদ্যুতের বিল পরিশোধ নিয়ে একটি সমস্যা চলছিল, তাই পার্কটি হস্তান্তর করা হয়নি।' অন্যদিকে, বানারহাট পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি অরবিন্দ রায় সরকারের মন্তব্য, 'জেলা পরিষদ আমাদের না জানিয়েই বোর্ডটি লাগিয়েছে। বানারহাট পঞ্চায়েত সমিতির তত্ত্বাবধানে থাকা পার্কটির উন্নয়ন জেলা পরিষদ করতেই পারত, তার জন্য তো পার্কটি নিজেদের তত্ত্বাবধানে নেওয়ার প্রয়োজন ছিল না।'

দেখভালের অভাবে বর্তমানে পার্কের ভেতরের রিসর্টের ঘরগুলির বেহাল দশা। প্রায় ১৫ বছর আগে বাম আমলে গয়েরকাটায় মোরাঘাট জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় চালু হয়েছিল এই সরকারি পার্ক। শুরু থেকেই এটি ধূপগুড়ি পঞ্চায়েতের নিয়ন্ত্রণাধীন। ২০১৪ সালে পর্যটন দপ্তর থেকে কয়েকটি রিসর্ট তৈরি হয় এই পার্কে। তারপর আর কোনও কাজ হয়নি। সেই রিসর্টে কোনও অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নেই। বেশ কয়েকবার হাতির হানায় ভেঙে চুরমার হয়েছে পার্কের প্রাচীর, রিসর্ট, রেস্তোরাঁ, খেলাধুলোর সরঞ্জাম।

পার্ক হস্তান্তর না হওয়ায় বেহাল পরিকাঠামো নিয়ে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে। তাই পার্কটিকে ঢেলে সাজাতে উদ্যোগ নিয়েছে জেলা পরিষদ। জানা গিয়েছে, মধুবনি নদীকে ঘিরে বোটিংয়ের ব্যবস্থাও করা হবে।

এ প্রসঙ্গে অতিরিক্ত জেলা শাসক (জেলা পরিষদ) বলেন, 'জেলা পরিষদের সভায় মধুবনি নেচার পার্কটির উন্নয়নের বিষয়টি পাশ হয়েছে। জেলা পরিষদের হাত ধরে এই পার্কটিকে আগামীদিনে সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে।'

কেন

- আগে ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে ছিল মধুবনি পার্ক
- পরে ব্লক ভেঙে ওই পার্ক বানারহাটে পড়লেও সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতিকে হস্তান্তর করা হয়নি
- তত্ত্বাবধান নিয়ে দুই সমিতিতে টানাপোড়েন চলে দীর্ঘদিন
- এতে পার্কের অবস্থা বেহাল হয়ে পড়ে
- তাই পার্কটিকে ঢেলে সাজাতে উদ্যোগ নিয়েছে জেলা পরিষদ

নেপালি ভাষা দিবসের অনুষ্ঠান

নাগরাকাটা, ২৪ অগাস্ট : ৩৪তম 'নেপালি ভাষা মান্যতা দিবস' উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডুয়ার্সে গোর্খা উন্নয়ন পর্ষদের দাবির কথা উঠে আসে। পাশাপাশি ভাষাগত দিক থেকে নেপালিদের সংখ্যালঘুর মর্যাদা দেওয়ার দাবিতেও সরব হয়েছেন গোর্খা কবি, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা। রবিবার লুকসানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সাহিত্যিক বিরখে খড়কাকে তৃতীয় ডুয়ার্স গৌরব সম্মানে সম্মানিত করা হয়। পাশাপাশি বিশেষ স্বীকৃতি দেওয়া হয় দুঃস্থ ও সহায়সম্বলহীনদের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়া সমাজসেবী চুনিলাল নাগকে।

এদিনের অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিল ডুয়ার্স নেপালি সাহিত্য বিকাশ সমিতি। সহযোগিতা করে লুকসান গ্রামীণ কল্যাণ সোসাইটি ও লুকসান নেপালি প্রাথমিক বিদ্যালয়। অনুষ্ঠান শুরুর আগে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ডুয়ার্স নেপালি সাহিত্য বিকাশ সমিতির সভাপতি অবীর খলিং ও সম্পাদক রবীন খাওয়াস, সংগীতশিল্পী সুবাস সোতাং ও পুস্পেন প্রধান, রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক, সমাজসেবী ললিত ন্যায়াসুর, রাজেশ ছেত্রী, প্রেম ছেত্রী, নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর প্রমুখ।

কার্যালয় উদ্বোধন

ময়নাগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : রবিবার ময়নাগুড়িতে কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে জলপাইগুড়ি জেলা ছাত্র পরিষদের কার্যালয়ের উদ্বোধন হল। উদ্বোধন করেন কংগ্রেস নেত্রী শক্তি চক্রবর্তী। দপ্তর উদ্বোধনের পর ময়নাগুড়ি শহরে একটি মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। ২৮ অগাস্ট ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে 'মহাজাতি সদন চলো' কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে মিছিল সংগঠিত করা হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে জলপাইগুড়ি জেলা ছাত্র পরিষদের সভাপতি অর্জুন সরকার সহ উপস্থিত ছিলেন ক্রান্তি ও মালবাজার ব্লক কংগ্রেস সভাপতি যোগেন সরকার এবং অন্যরা।

পুজোর গন্ধ এসেছে ... রবিবার কোচবিহারের সিঙ্গিজানিতে শ্রীবাস মণ্ডলের ক্যামেরায়।

বর্জ্য প্রকল্পে তালা 'জমি মালিকের'

না জানিয়ে জমি অধিগ্রহণের অভিযোগ

শুভাশিস বসাক

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
ঝাড় শালবাড়িতে প্রকল্পের গেটে তালা ঝোলানো।

ধূপগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : গাদং-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পে আচমকাই তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন এক ব্যক্তি। তাঁর দাবি, তিনিও ওই জমির মালিক। তাঁকে না জানিয়ে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে, তাই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। হঠাৎ প্রকল্প বন্ধ হওয়ায় সমস্যায় গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। জমি বিবাদে প্রকল্পের ভবিষ্যৎই এখন বিশবাঁও জলে। এদিকে, বন্ধ সৌরবিদ্যুৎচালিত এই প্ল্যান্ট থেকে চুরি যাচ্ছে নানা যন্ত্রাংশ। এ নিয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন প্রধান।

গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে খবর, গ্রাম পঞ্চায়েতে গত তৃণমূল কংগ্রেস বোর্ড ঝাড় শালবাড়ি এলাকায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প তৈরির জন্য সুকুমার রায় নামে স্থানীয় এক ব্যক্তির জমি অধিগ্রহণ করেছিল। পরবর্তীতে বিজেপির বোর্ড ক্ষমতায় আসার পর প্রকল্প বাস্তব রূপ পায় এবং গ্রামজুড়ে আবর্জনা সংগ্রহ করে প্রকল্পের শেডে ফেলা হয়। ধাপে ধাপে সেগুলির জৈব প্রক্রিয়াকরণও হচ্ছিল। এরই মধ্যে কৃষ্ণাত ওরাওঁ নামে অপর এক ব্যক্তি নিজেকে জমির মালিক বলে দাবি করে প্রকল্পের শেডের মূল গেটে তালা ঝুলিয়ে দেন। কৃষ্ণাত বলেন, 'কে জমি দান করল, তা জানা নেই। তালা খুলে দেওয়া হবে, কিন্তু আমার দাবি মানতে হবে। আমাদের সঙ্গে কথা না বলেই জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।' এই দাবি প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, জমি ফেরত দিতে না পারলে তাঁকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক।

এদিকে, গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্তমান বোর্ডের প্রধান বারবার জমির মালিককে তালা খুলে দেওয়ার কথা বললেও ব্যর্থ হয়েছেন। বিজেপি পরিচালিত বোর্ডের প্রধান পারমিতা রায় সরকার বলেন, 'আবর্জনা সংগ্রহ এবং সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের প্ল্যান্টে আবর্জনা ফেলা হচ্ছিল। কিন্তু কয়েকজন নিজেদের জমির মালিক বলে জানিয়ে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন। বিগত বোর্ড কী শর্তে জমি নিয়েছিল, সেটাও তারা স্পষ্ট করেনি। এখন একটি সফল প্রকল্প বিশবাঁও জলে।'

বিগত তৃণমূল পরিচালিত বোর্ডে সুশীল রায় প্রধানের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর কথায়, কিছু শর্তের বিনিময়ে সুকুমার রায় জমি দান করেছিলেন। উদ্বোধনের পর প্রকল্প চালু হতেই ওই জমিতে আরও মালিকের হদিস পাওয়া যায় বলে শুনেছি। তাঁরাই সম্ভবত জমির মালিকানা দাবি করছেন। প্রশ্ন উঠেছে, জমি নেওয়ার সময় জমির আসল মালিক কে, তা তৎকালীন বোর্ড যাচাই করেনি? জমির সন্ধান পাওয়ামাত্রই ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর থেকে যাচাই করা উচিত ছিল। মালিকানা কার কার নামে রয়েছে, তা আদতে না জেনেই কীভাবে অধিগ্রহণ করা হল?

> আবর্জনা সংগ্রহ এবং সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের প্ল্যান্টে আবর্জনা ফেলা হচ্ছিল। কিন্তু কয়েকজন নিজেদের জমির মালিক বলে জানিয়ে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন। বিগত বোর্ড কী শর্তে জমি নিয়েছিল, সেটাও তারা স্পষ্ট করেনি। এখন একটি সফল প্রকল্প বিশবাঁও জলে।
>
> **পারমিতা রায় সরকার**
> বোর্ডের প্রধান

টিএমসিপি'র গান প্রকাশ

জলপাইগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন সহ ২৮ অগাস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসকে সামনে রেখে গান তৈরি করলেন জলপাইগুড়ির তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরা। রবিবার সাংবাদিক বৈঠক করে এই গানটির ঘোষণা করেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি গৌরব ঘোষ। গানটি লিখেছেন রাজ্য তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্য দেবজিৎ সরকার। গানটিতে সুর দিয়েছেন শৌভিক মজুমদার। এডিটিংয়ের দায়িত্বে ছিলেন দেবার্ঘ্য রক্ষিত সহ বেশ কয়েকজন সদস্যর ওপর।

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি গৌরব ঘোষ বললেন, 'আমরা মাদার কমিটির সঙ্গেও কথা বলব যাতে দলীয় অনুষ্ঠানে এই গান চালানো হয়। দলীয় সদস্যদের শিল্পসত্তাকে তুলে ধরা মূল উদ্দেশ্য, যার ফলস্বরূপ এই গান। এই গানের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিটি প্রকল্প তুলে ধরা হয়েছে।' এই গানের মধ্য দিয়ে বিজেপিকেও কটাক্ষ করা হয়েছে বেশ কয়েকটি লাইনে।

অমর খুনে তৃণমূল যোগ-চর্চা

পুলিশের জালে আলিপুরদুয়ারের দুই বাসিন্দা। ছবি : জয়দেব দাস

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৪ অগাস্ট : অমর রায় খুনে তৃণমূল-যোগ ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। আর সেইসঙ্গে সেই খুনের সঙ্গে নাম জড়িয়ে গেল প্রতিবেশী আলিপুরদুয়ার জেলারও। এবার সেই খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হল দলেরই এক প্রাক্তন উপপ্রধানের ভাই মিঠুন রায় ও তাঁর সঙ্গী বাঁধন দাস ওরফে কানাইকে। শনিবার রাতে আলিপুরদুয়ার জেলার তপসিখাতা থেকে পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের কাছ থেকে খুনের দিন ব্যবহার করা মোটরবাইকটি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

এদিকে, আগেই গ্রেপ্তার হওয়া নারায়ণ বর্মন ও কিশোর বর্মনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে মরা নদীর কুঠি এলাকা থেকে পুলিশ একটি নাইন এমএম পিস্তল খুঁজে পেয়েছে। সেই পিস্তলের গুলিই অমরের শরীরে লেগেছিল কি না তা জানতে সেটি ফরেন্সিক পরীক্ষায় পাঠানো হবে। তৃণমূলের যুব নেতা অমরের খুনে দলেরই প্রাক্তন উপপ্রধানের ভাই গ্রেপ্তার হওয়ায় দলের অন্দরে চর্চা শুরু হয়েছে।

রবিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেছেন, 'পুরোনো শত্রুতার জেরেই খুনের ঘটনা ঘটেছে। আরও যাঁরা জড়িত রয়েছেন তাঁদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।'

এদিকে, ধৃতদের সঙ্গে তৃণমূলের যোগসূত্র বের হওয়ার প্রসঙ্গে তৃণমূলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় বলেছেন, 'যারা অপরাধ করে তাদের একটাই পরিচয় অপরাধী। অপরাধের সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নেই। পুলিশ তদন্ত করুক। যারা দোষী তারা নিশ্চয়ই শাস্তি পাবে।'

গত ৯ অগাস্ট ডোডেয়ারহাটে বন্ধুদের সঙ্গে মাংস কিনতে গিয়ে প্রকাশ্যে খুন হন তৃণমূলের যুব নেতা অমর রায়। তিনি ডাউয়াগুড়ির তৃণমূলের প্রধান কুন্তলা রায়ের ছোট ছেলে। খুনের ঘটনার পর ১৭ অগাস্ট অসম-বাংলা সীমানা থেকে বিনয় রায় নামে এক সুপারি কিলারকে গ্রেপ্তার করেছিল পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ। এরপর ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশের একটি দল অরুণাচলপ্রদেশে পৌঁছায়। ২১ অগাস্ট রাতে সেখান থেকে নারায়ণ বর্মন ওরফে বিশাল এবং কিশোর বর্মন ওরফে ভোগী নামে দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের বাড়ি পুণ্ডিবাড়ি থানার মরা নদীর কুঠি এলাকায়। নারায়ণদের হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের পর শনিবার রাতে মরা নদীর কুঠি এলাকা থেকে একটি নাইন এমএম পিস্তল ও চারটি কার্তুজ বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। সেই পিস্তল খুনের দিন ব্যবহার করা হয়েছিল।

পুলিশ ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি দল তৈরি করে ভিনজেলা ও ভিনরাজ্যে তল্লাশি চালাচ্ছে।

সর্বস্ব ছিনতাই, ২০ টাকা জোগাড় করে থানায়

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : নাইট শিফটের ডিউটি। রাত সাড়ে দশটা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে অফিস যাওয়ার আগে কিছু সামগ্রী কিনবেন বলে ঠিক করেছিলেন গৌতম মণ্ডল। সেজন্য পায়েল মোড়ে একটি টোটোয় চেপে বসেন তিনি। কলকাতার বাসিন্দা পেশায় একটি বেসরকারি মোবাইল প্রস্তুতকারী সংস্থার ট্রান্সমিশন ইঞ্জিনিয়ার চার মাস আগে এসেছেন শিলিগুড়িতে। শহর খুব একটা চেনা নয়। কোথায় কী পাওয়া যায়, তা জানতে টোটোচালকের ওপর ভরসা রেখেছিলেন। কিন্তু এমন অভিজ্ঞতা যে হবে, তা কল্পনা করতে পারেননি গৌতম। রবিবার সকালে সেই কথা বলতে গিয়ে গলা কাঁপছিল ওই তরুণের।

বলছিলেন, 'আমি বিশ্বাস করে বললাম, যেখানে ওইসব সামগ্রী মেলে, সেখানে নিয়ে চলুন। টোটোতে চালক ছাড়া আরও একজন ছিল। কথাবার্তা শুনে ওরা একে অপরের পরিচিত বলেই মনে হয়েছে।' অভিযোগ, ফাঁকা রাস্তার সুযোগ নিয়ে টোটোচালক গৌতমকে নিয়ে গিয়েছিলেন সেবক রোড সংলগ্ন শিবমঙ্গল রোড এলাকার একটি অন্ধকার গলিতে। এরপর তাঁকে টোটো থেকে নামিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়। ছিনিয়ে নেওয়া হয় ল্যাপটপের ব্যাগ, পকেটে থাকা দুটো মোবাইল ও নগদ অর্থ। কোনওরকমে সেখান থেকে পালিয়ে আসেন গৌতম।

তাঁর বর্ণনায়, 'দৌড়ানোর সময় বারবার পেছনে তাকাচ্ছিলাম। টোটোয় চেপে ওই দুষ্কৃতীরা যদি আবারও এসে আমাকে মারধর করে। মনে হচ্ছিল, বেঁচে ফিরতে পারব না হয়তো। শেষপর্যন্ত সেবক রোডে উঠে একটি চাউমিনের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াই। কিছুটা সাহস জাগে মনে। ওই ব্যবসায়ীর কাছে কাছাকাছি থানার ব্যাপারে খোঁজখবর নিই। তিনি আমাকে কুড়ি টাকা দিয়ে অন্য একটি টোটোতে উঠিয়ে দেন। এরপর ভক্তিনগর থানায় এসে সব কথা খুলে বলি।'

ধৃত অভিযুক্ত বসন্ত পান্ডে। রবিবার।

গৌতমকে কোথা থেকে কোন পথে কোন জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল অভিযুক্ত, তা বোঝার চেষ্টা করে পুলিশ। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটলেও গৌতম শনিবার রাতে ফের ভক্তিনগর থানায় এসে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে নামে পুলিশ। শনিবার রাতেই বসন্ত পান্ডে নামে ওই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতকে রবিবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে চোদ্দোদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। উদ্ধার হয়েছে সেই ল্যাপটপ ব্যাগ ও দুটো মোবাইল সহ সমস্ত সামগ্রী।

শিলিগুড়ি

জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্তকারীরা জানতে পারেন, বসন্ত হায়দরপাড়ার ভোলা চৌহান রোডে একটি বাড়িতে ভাড়া নিয়ে থাকতেন। টোটোয় তাঁর সঙ্গে একটি ষোলো বছরের কিশোর ছিল। ঘটনায় ব্যবহৃত টোটোটি ওই কিশোরের মামার। বসন্ত যে বাড়িতে ভাড়া থাকেন, তার পাশেই কিশোরের মামাবাড়ি। শুক্রবার বসন্ত অ্যাড এজেন্সি সম্পর্কিত কাজের কথা বলে টোটোটি নেন। কিশোরও টোটোতে চেপে বসে। গৌতমকে বসন্ত মারধর করার সময় নাকি সে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। যদিও অভিযুক্তের শাসানিতে ছেলেটি বাড়ির দিকে পালিয়ে যায়। কিশোর ও তার মামাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ। বসন্তকে গ্রেপ্তারের সময় টোটোটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

পুলিশের পক্ষে টোটো চিহ্নিত করা সহজ ছিল না। সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে টোটোর সিট কভার চিহ্নিত করে টোটোটিকে বাজেয়াপ্ত করা হয়।

বেহাল দশা জেলার একাধিক অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের

ছাতা, বালতি বসিয়ে পড়াশোনা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৪ অগাস্ট : বৃষ্টি পড়লে কোথাও ঘরের ভেতর ভরসা ছাতা। কোথাও আবার বসিয়ে রাখতে হয় বালতি। এভাবে আর যাই হোক পঠনপাঠন হয় না। তখন অগত্যা সন্তানদের পড়িমরি করে বাড়িতে নিয়ে যান অভিভাবকরা। বর্তমানে এমনই বেহাল দশা নাগরাকাটার চম্পাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের দুটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের। বর্ষায় পরিষেবা দেওয়াই চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে সেখানকার কর্মীদের।

এই যেমন চম্পাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভগতপুর চা বাগানের বাঁশবাড়ি লাইনের ২৪ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কথাই ধরা যাক। সেখানে কেন্দ্রের কিছু অংশে চাল নেই। যেটুকুতে আছে তাতে শতছিদ্র। রোদ ঝলমলে আবহাওয়া থাকলে সূর্যের আলো ঢুকে অনেকটা টুনিবালব জ্বলে আছে বলে মনে হয়। আর বৃষ্টি পড়লে গোটা ঘর জলে থইথই। তখন ছাতার নীচে দাঁড়িয়ে থাকেন কর্মী ও সহায়িকারা। ওই কেন্দ্রের কর্মী জয়ন্তী বড়ুয়ার কথায়, ‘বৃষ্টি হলে নিজেরা কোথায় দাঁড়াব সেটাই বুঝতে পারি না। তাহলে শিশু বা অন্যদের বসাব কীভাবে। এখানে কাজ করতে গেলেই পরিস্থিতি দেখে মনটা খারাপ হয়ে যায়। আকাশে মেঘ দেখলেই আতঙ্ক লাগে।’

কিছু অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মেরামত অবশ্যই জরুরি বলে মানছেন নাগরাকাটার ব্লক সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক (সিডিপিও) নীলাঙ্ক গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, ‘সবাইকে বলা হয়েছে বর্তমানে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান নামে যে সরকারি কর্মসূচিটি চলছে সেখানে সমস্যার কথা গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরতে। সেক্ষেত্রে দ্রুত মেরামতি হয়ে যাবে।’

তবে শুধু বাঁশবাড়ি লাইনের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নয়, ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের জিতি চা বাগানের ১৫৩ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটিরও শোচনীয় অবস্থা। পাহাড়ি এলাকা হওয়ার কারণে ওই বাগানে এমনিতেই বৃষ্টি বেশি হয়। চলতি বর্ষায় পরিষেবা দিতে গিয়ে হিমসিম দশা কর্মীদের। বালতি বসিয়ে রাখতে হচ্ছে ঘরের ভেতরে।

সেখানকার কর্মী রূপা বিশ্বকর্মা বলেন, ‘এভাবে কাজ করাই দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমস্যার কথা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো আছে।’

এরকম আরও বেশ কিছু কেন্দ্র রয়েছে যেগুলির যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মেরামত প্রয়োজন। এমন হাল দেখে অভিভাবকদের নানা প্রশ্নের মুখেও পড়তে হচ্ছে বলে জানিয়েছেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের সংগঠনের অন্যতম নেত্রী মৌসুমি ভট্টাচার্য।

এ ব্যাপারে নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর বলেন, ‘আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচিতে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির সমস্যাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তাই যে কেন্দ্রগুলোর অবস্থা ভালো নয় সেগুলি এবার ঠিক হয়ে যাবে।’

> আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচিতে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির সমস্যাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তাই যে কেন্দ্রগুলোর অবস্থা ভালো নয় সেগুলি এবার ঠিক হয়ে যাবে।
>
> **সঞ্জয় কুজুর,** *সভাপতি, নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতি*

বৃষ্টি পড়লে জলে থইথই হয়ে ওঠে ভগতপুর চা বাগানের বাঁশবাড়ি লাইনের ২৪ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র।

কল আছে জল নেই। কুর্শামারি এলাকার ৩৬১ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র।

নেই ফ্যান, পানীয় জলের ব্যবস্থা

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : রুগ্নদশায় ধুঁকছে ধূপগুড়ি ব্লকের কুর্শামারি এলাকার ৩৬১ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। বিদ্যুৎ আছে। তবে নেই পাখা। চলে না জল তোলার পাম্প। ফলে নিত্যদিনের সঙ্গী জলকষ্ট। অবস্থা এমন, প্রতিবেশীদের বাড়ি থেকে জল এনে রান্না করতে হয় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে।

কেন্দ্রের কর্মী ও সহায়িকাদের কথায়, মোট ৪৭ জন পড়ুয়া রয়েছে এই কেন্দ্রে। এছাড়া গর্ভবতী এবং সদ্যোজাত সন্তানের মা মিলিয়ে আরও ৭ জন পরিষেবা নেন কেন্দ্রটি থেকে। তবে অভিযোগ, গত চার বছর ধরে বেহাল অবস্থা। কেন্দ্রের সহায়িকা সোনামতি মণ্ডল বললেন, ‘পাম্প চলে না। নলকূপ থাকলেও তা বিকল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কেন্দ্রে কোনও পাখা নেই। এভাবে চলছে কেন্দ্রটি।’ একই কথা বলেছেন আরেক কর্মী দীপ্তি রায়। তিনি জানান, ‘অন্যের বাড়ি থেকে জল আনিয়ে রান্না সহ অন্য কাজ করাতে হয়। এভাবে একটা গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রের কাজ চলতে পারে? এমন হাল হওয়ায় খুব সমস্যায় পড়তে হচ্ছে আমাদের।’

স্থানীয় বাসিন্দা এবং কর্মীদের কথায়, একাধিকবার কেন্দ্রের সমস্যা নিয়ে প্রশাসনকে জানিয়ে কোনও সুরাহা হয়নি। এমনকি, কর্মী ও কেন্দ্রের কথা শোনার কেউ নেই বলেও অভিযোগ। বাধ্য হয়ে বেহাল অবস্থায় দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে পড়ুয়া ও প্রসূতিদের। পুরো বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখার কথা বলেছেন ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অর্চনা সূত্রধর। তিনি জানান, এই বিষয়ে ওই এলাকার পঞ্চায়েত সমিতি সদস্য বা গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ কিছু জানায়নি। না জানালে কীভাবে সুরাহা করা হবে? কর্মী এবং কেন্দ্রের খোঁজ নিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঘটনায় ধূপগুড়ির মহকুমা শাসক পুষ্পা দোলমা লেপচা নিজে বিডিওকে দিয়ে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার কথা বলেছেন। মহকুমা শাসক বলেন, ‘বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে। এরপরই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

সমস্যা যেখানে

- বিদ্যুৎ আছে, নেই পাখা, চলে না জল তোলার পাম্প
- প্রতিবেশীদের বাড়ি থেকে জল এনে রান্না করতে হয়
- একাধিকবার কেন্দ্রের সমস্যা নিয়ে প্রশাসনকে জানিয়ে সুরাহা হয়নি
- দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে পড়ুয়া ও প্রসূতিদের

ধরণীপুর চা বাগানে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলছেন অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের নেতারা।

বাগানে দালালচক্রের হদিসে তৎপরতা

পিএফ দুর্নীতিতে তদন্তে পরিষদ

নাগরাকাটা, ২৪ অগাস্ট : ডুয়ার্স ও তরাইয়ের বিভিন্ন চা বাগানের জীবিত শ্রমিকদের ‘মৃত’ বলে দেখিয়ে ভবিষ্যনিধি বা প্রভিডেন্ট ফান্ড (পিএফ) সহ এমপ্লয়িজ ডিপোজিট লিংক ইনসুরেন্স (ইডিএলআই)-এর টাকা আত্মসাতের চক্র শনাক্ত করতে তথ্যানুসন্ধান দল বা রিসার্চ টিম তৈরির কথা জানাল অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদ। ওই দল একেবারে তৃণমূল স্তরের প্রতারিত চা শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত গোটা চক্রের পর্দা ফাঁস করবে বলে বিকাশ পরিষদের দাবি। রবিবার নাগরাকাটার ধরণীপুর চা বাগানে এসে সংগঠনের আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলা কমিটির নেতারা একথা জানিয়েছেন।

সম্প্রতি ধরণীপুর থেকে বেশকিছু চা শ্রমিককে মৃত দেখিয়ে পিএফ ও ইডিএলআইয়ের টাকা হাতিয়ে নেওয়ার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। তাঁদের মধ্যে দুজন ইতিমধ্যে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন। বিকাশ পরিষদের আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির সভাপতি জয়প্রকাশ টিগ্গা বলেন, ‘এই সমস্যা শুধু ধরণীপুরের নয়। ডুয়ার্স ও তরাইয়ের আরও বাগানে এমন হয়েছে। এর সঙ্গে একটি বড় চক্র জড়িত বলে আমাদের সন্দেহ। এজন্য আমাদের অনুসন্ধান দল তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করেছে। এরপর উপযুক্ত আইনি পদক্ষেপ করা হবে। সমস্ত কিছু প্রশাসনকে জানানো হবে।’

বিকাশ পরিষদের নেতাদের অভিযোগ, ধরণীপুরের পাশাপাশি দলমোড়, বিন্নাগুড়ি, কালচিনি, বীরপাড়া, নাগরাকাটা ও মালবাজারে পিএফের টাকা আত্মসাতের সঙ্গে দালালচক্রের যোগ রয়েছে। ওই দালালরা নকল নথি তৈরি করে শ্রমিকদের কষ্টার্জিত টাকা উধাও করেছে। এদিন ধরণীপুরের বিষয়টি নিয়ে সংগঠনের উত্তরবঙ্গের কোঅর্ডিনেটর জোনাস কেরকেট্টা বলেন, ‘আমরা প্রাথমিকভাবে বেশকিছু সন্দেহভাজন স্থানীয় দালালের নাম জানতে পেরেছি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গোটা চক্রটির কাজকর্মের কথা প্রকাশ্যে আনতে পারব বলে বিশ্বাস করি।’

ধরণীপুরে গিয়ে বিকাশ পরিষদের নেতারা বেশকিছু শ্রমিকের সঙ্গে কথা বলেন। কীভাবে তাঁদের মৃত দেখিয়ে পিএফ ও ইডিএলআই-এর টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে, তা বুঝতে চেষ্টা করেন। ওই দলটিতে অন্য নেতাদের মধ্যে ছিলেন দার্জিলিং জেলা কমিটির রিচার্ড মিঞ্জ, রাজেশ টোপ্পো, অনুপ মিঞ্জ, আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির সঞ্জয় এক্কা, করণ গোপ, জলপাইগুড়ির সুশীল তিরকি প্রমুখ। তাঁরা ধরণীপুরের পঞ্চায়েত সদস্য কৌশল্যা গোপ, আইএনটিটিইউসির ধরণীপুর চা বাগান ইউনিটের সভাপতি অধিরাম কর্মকারের সঙ্গেও বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন।

অভিযোগ

- চা বাগানের জীবিত শ্রমিকদের ‘মৃত’ দেখিয়ে পিএফ এবং ইডিএলআই-এর টাকা আত্মসাতের তদন্ত
- ধরণীপুরেই নয়, আরও বাগানে এমন হয়েছে
- তথ্যানুসন্ধান দল তৈরির কথা জানাল অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদ
- টাকা আত্মসাতের সঙ্গে দালালচক্রের যোগ রয়েছে বলে অনুমান

ক্ষতিগ্রস্ত ধানখেত

মালবাজার, ২৪ অগাস্ট : হাতির ঘনঘন হামলায় অতিষ্ঠ পশ্চিম ডামডিমের বাসিন্দারা। ধান পাকার আগেই ক্ষতির সম্মুখীন সেই এলাকার অন্তত পাঁচজন কৃষক। শনিবার গভীর রাতে প্রবল বৃষ্টির মধ্যে তারঘেরা আপালচাঁদ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পশ্চিম ডামডিমে তাণ্ডব চালায় ১০-১২টি হাতির পাল। হাতির তাণ্ডবে সুশীল ওরাওঁ, হামিদুল ইসলাম, তুলু ইসলাম, সাহেব ইসলামদের কয়েক বিঘা কাঁচা ধান গাছ নষ্ট করে। কৃষকরা জানিয়েছেন, অধিকাংশ জমিতে আমন ধানের চারা রোপণ করা হয়েছিল। ফসল পাকার আগেই এত বড় ক্ষতিতে মাথায় হাত তাঁদের।

সম্মেলন

ময়নাগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : সিটু অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ আশা স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়নের ময়নাগুড়ি ব্লক কমিটির চতুর্থ সম্মেলন রবিবার ময়নাগুড়ি সিপিএম কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল। ছিলেন সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা চুমকি দাস। আশাকর্মীদের স্থায়ীকরণ, অবসরের পর পেনশন চালু, কাজের চাপ কমানো, সরকারি কর্মীর স্বীকৃতির দাবি তোলা হয় এদিনের সম্মেলন থেকে। সভায় ৩৫ জনের নতুন কমিটি গঠন করা হয়। নতুন কমিটির যুগ্ম সভাপতি হয়েছেন স্বপ্না রায়, রথেশ্বরী রায়। যুগ্ম সম্পাদিকা হয়েছেন লক্ষ্মী সরকার ও কবিতা রায় ঠাকুর, কোষাধ্যক্ষ হয়েছেন মিতালি রায়। সম্মেলন শেষে সংগঠনের সদস্যরা ময়নাগুড়ি শহরে মিছিল করেন।

গ্রেপ্তার ১

ময়নাগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : বসতবাড়িতে চলছিল বেআইনি মদের ব্যবসা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হানা দেয় ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। ২০ বোতল দেশি মদ সহ অমূল্য রায় নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শনিবার রাতে ময়নাগুড়ি ব্লকের চূড়াভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ভাঙ্গামালির ঘটনা। ধৃত ব্যক্তি বাড়ি থেকে মদ বিক্রি করতেন বলে অভিযোগ।

প্রতিযোগিতা

ধূপগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : বৈরাতিগুড়ি উচ্চবিদ্যালয়ে রবিবার এবিটিএ-র উদ্যোগে জলপাইগুড়ি জেলা পর্যায়ের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা হয়। সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন জেলা সভাপতি প্রণব দত্ত। উদ্বোধন করেন প্রাক্তন শিক্ষক পূজন চক্রবর্তী। ইউনিট, জোনালের পর মহকুমা স্তরে অংশগ্রহণ করে সফল ১৭৮ জন প্রতিযোগী মোট ২৪টি ইভেন্টে প্রতিযোগিতা করে। ৩৩টি স্কুলের পড়ুয়ারা অংশ নেয়।

ভারতে বিয়ে করে ধৃত বাংলাদেশি

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ২৪ অগাস্ট : প্রেমের টানে কাঁটাতার পেরিয়ে অবশেষে ধরা পড়লেন এক তরুণী। বৈধ কাগজপত্র ছাড়া ভারতে বসবাস করার অভিযোগে শনিবার রাতে গ্রেপ্তার করা হল বাংলাদেশি সেই তরুণীকে। গত প্রায় এক বছর ধরে তিনি এদেশে বসবাস করছিলেন। শীতলকুচি ব্লকের লালবাজার পঞ্চায়েতের নগর লালবাজার গ্রামের সরকারপাড়া এলাকার এক তরুণের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছে। শীতলকুচি থানার পুলিশ জবা সরকার নামে ওই তরুণীর সঙ্গে তাঁর স্বামী দেবাশিস সরকারকেও গ্রেপ্তার করেছে।

এভাবে বাংলাদেশি তরুণীর গ্রেপ্তার হওয়ার ঘটনা কিন্তু শীতলকুচি ব্লকে এই প্রথম নয়। মাস দুয়েক আগে মধ্য শীতলকুচি গ্রাম থেকে এক গর্ভবতী বাংলাদেশি তরুণীকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। এবার ধৃত জবার কাছ থেকে একটি আধার কার্ডও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

শীতলকুচি থানার পুলিশের কথায়, বৈধ ভিসা বা পাসপোর্ট ছাড়াই তিনি সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। মাথাভাঙ্গার অ্যাডিশনাল এসপি সন্দীপ গড়াই জানিয়েছেন, পুলিশ তাঁকে ও তাঁর স্বামীকে গ্রেপ্তার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

জবা জানিয়েছেন, তাঁর বাড়ি লালমণিরহাট জেলার কালীগঞ্জ এলাকায়। বিবাহ সূত্রে তিনি ভারতে থাকছিলেন। প্রায় দেড় বছর আগে এক আত্মীয়ের মাধ্যমে ওই তরুণীর সঙ্গে আলাপ হয় লালবাজারের দেবাশিসের। পরিচয় থেকে শুরু হয় প্রেম। তারপর গাঁটছড়া বাঁধেন দুজনে। তবে বাংলাদেশ থেকে এদেশে এসে বিয়ে করতে গেলে যা যা নিয়ম মানতে হয়, তা তিনি মানেননি বলে অভিযোগ। রবিবার জবা ও তাঁর স্বামীকে মাথাভাঙ্গা মহকুমা আদালতে তোলে পুলিশ। আদালত তাঁদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

সেই মহিলার আসল পরিচয় সামনে আসতে হতবাক গ্রামের অন্য বাসিন্দারা। এতদিন নাকি তাঁরা কিছুই জানতেন না। দেবাশিসের বাড়ির লোকজন বধূর পরিচয় গোপন রেখেছিলেন। তাঁরা প্রতিবেশীদের জানিয়েছিলেন, তাঁদের বৌমার বাপের বাড়ি ধূপগুড়ি এলাকায়। প্রেম করে বিয়ে করায় মেয়ের পরিবারের লোকজন মেনে নেয়নি। তাই তাঁদের কেউ বিয়েতে আসেননি।

তবে এতদিন ধরে সেই তরুণী ভারতে অবৈধভাবে বসবাস করলেও পুলিশের নজর এড়িয়ে গেল কীভাবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে ওয়াকিবহাল মহলে। প্রতি গ্রামেই তো সিভিক ভলান্টিয়ার, ভিলেজ পুলিশরা রয়েছেন। এধরনের খবর তো পুলিশের অজানা থাকার কথা নয়। প্রশ্ন উঠেছে, ওই তরুণী আধার কার্ড বানিয়েছেন কীভাবে? আধার কার্ডটি বৈধ কি না, তা অবশ্য এখনও যাচাই করেনি পুলিশ। বৈধভাবে আধার কার্ড বানাতে গেলে তো স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের পক্ষ থেকে রেসিডেন্ট সার্টিফিকেটের প্রয়োজন হয়। তাহলে বিষয়টি স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের নজরে থাকার কথা। তবে লালবাজার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অনিমেষ রায় দাবি করেছেন, সেই তরুণী তাঁর কাছে আসেননি। কীভাবে আধার কার্ড বানিয়েছেন, তা তাঁর জানা নেই।

পরিণতি

- জবার বাড়ি লালমণিরহাট জেলার কালীগঞ্জ এলাকায়
- প্রায় দেড় বছর আগে আলাপ হয় লালবাজারের দেবাশিসের সঙ্গে
- পরিচয় থেকে শুরু হয় প্রেম
- তারপর গাঁটছড়া বাঁধেন দুজনে
- বিবাহসূত্রে তিনি ভারতে থাকছিলেন

ভোট চুরি স্লোগানকে ঢাল করে মাঠে নামবে কংগ্রেস

জলপাইগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : ‘ভোট চোর, গদি চোর’- বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট কারচুপির অভিযোগকে স্লোগান হিসেবে সামনে রেখে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে ময়দানে নামবে জেলা কংগ্রেস। রবিবার রাজীব ভবনে প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানালেন নবনিযুক্ত জেলা কংগ্রেস সভাপতি অমিত ভট্টাচার্য। পাশাপাশি আসন্ন নির্বাচনে বুথ স্তর শক্তিশালী করাকে ‘পাখির চোখ’ করতে চলেছেন নতুন জেলা সভাপতি, সে কথাও সাফ জানান তিনি। তাঁর কথায়, ‘গত ৪০ বছর আমরা ক্ষমতায় নেই। এক সময় পুরসভা পরিচালনা করলেও, আজ ব্যক্তিগত লাভের আশায় কাউন্সিলাররা অন্য দলে চলে গিয়েছেন। তাই বুথগুলোয় কংগ্রেস সমর্থক থাকলেও সবক্ষেত্রে কর্মী নেই। আমার কাজ হবে, কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে আবার সংগঠিত করা।’ এর সঙ্গে তাঁর সংযোজন, ‘বর্তমান রাজ্য সরকারের বিকল্প কোনও সাম্প্রদায়িক দল হতে পারে না। মানুষকে আমাদের বোঝাতে হবে, বিকল্প শক্তি একমাত্র বিধানচন্দ্র রায়ের সেই কংগ্রেস। এই কাজকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা জনসংযোগ বাড়াব।’

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সহ সভাপতি নির্মল ঘোষ দস্তিদার, নবনিযুক্ত প্রদেশ সম্পাদক অম্লান মুন্সি এবং প্রাক্তন জেলা সভাপতি পিনাকী সেনগুপ্ত।

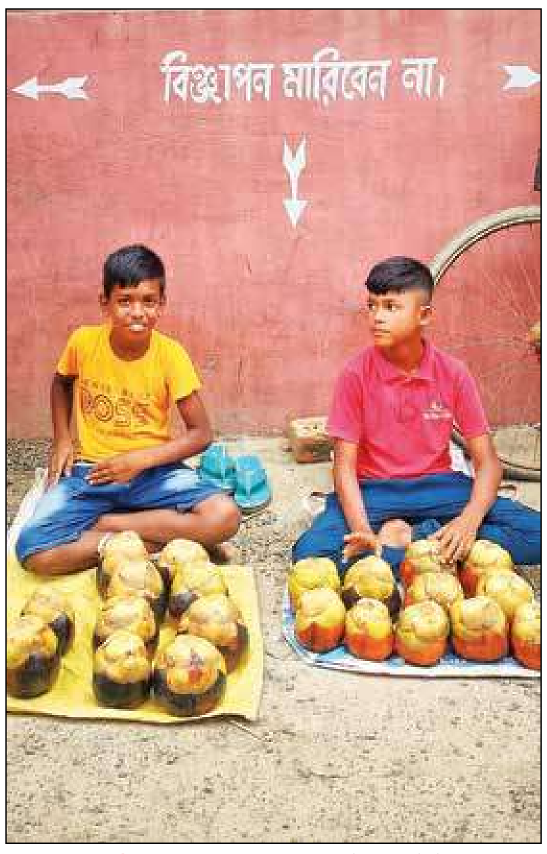
বিজ্ঞাপন মারিবেন না।

খুদে ব্যবসায়ী।। *গঙ্গারামপুরের বোড়ডাঙ্গিতে ছবিটি তুলেছেন ইন্দ্রজিৎ সরকার।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

জ্বর লুকোচ্ছেন স্থানীয়রা

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ২৪ অগাস্ট : রবিবার সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে লেপ্টোস্পাইরোসিস ও হেপাটাইটিস-এ উপসর্গ নিয়ে চেকরমারি এবং কোয়ালিগছ গ্রাম থেকে ৩ জন রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তার মধ্যে চেকরমারির একজন রয়েছেন। রবিবার সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের কোথাও কোনও স্বাস্থ্য শিবির হয়নি। ফলে এই রোগের উপসর্গ নিয়ে জ্বরে আক্রান্তদের থেকে কোনও রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়নি। যাঁদের শারীরিক অবস্থা খারাপ তাঁরা সরাসরি গ্রামীণ হাসপাতালে গিয়েছেন। অন্যদিকে আশাকর্মীরা আক্রান্ত এলাকাগুলিতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ব্লিচিং পাউডার এবং ওআরএস দিয়েছেন।

পেল্কুগছের এক তরুণ বলেন, ‘প্রচুর বাড়িতে জ্বর। আমার নিজেরও জ্বর হয়েছে। এদিন এলাকায় স্বাস্থ্য শিবির হয়নি। সোমবার চেকরমারি স্বাস্থ্য শিবিরে গিয়ে ডাক্তার দেখাব।’ রোগটা ছোঁয়াচে, এই কথা গ্রামগুলিতে ছড়িয়ে যাওয়ায় গ্রামের অনেকে হাসপাতালে বা স্বাস্থ্য শিবিরে গিয়ে রক্ত পরীক্ষা করাতে চাইছেন না। অনেকেই চেষ্টা করছেন বাড়িতে থেকেই ওষুধ খেয়ে রোগ থেকে সেরে উঠতে। স্থানীয়রা বলছেন, কারও লেপ্টোস্পাইরোসিস হয়েছে শুনলে ওই বাড়িতে আশপাশের মানুষজন আর যাচ্ছেন না। এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছেন প্রতিবেশীরাও। সম্ভবত এই ভয় থেকেই অনেকে উপসর্গ থাকলেও পরীক্ষা করাতে চাইছেন না।

কোয়ালিগছের বাসিন্দা জলিল হক পেশায় প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক। তিনি ছোঁয়াচে রোগ নিয়ে গ্রামের মানুষের ভীতির কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। বললেন, ‘জ্বর অনেকেরই হচ্ছে। কিন্তু এখন কেউ আর প্রকাশ্যে বলছে না।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমার স্ত্রী অঙ্গনওয়াড়ির কর্মী। দিন চারেক আগে তাঁর লেপ্টোস্পাইরোসিস পজিটিভ ধরা পড়ে। স্থানীয় স্বাস্থ্য শিবির থেকে ওষুধ নিয়ে এসে খাওয়াতে থাকি। কিন্তু স্বাস্থ্যের অবনতি হয়। শুক্রবার রাতে তাঁকে রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করেছিলাম। গত প্রায় ৪৮ ঘণ্টা ধরে তার স্যালাইন চলছে রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে। এখন কিছুটা সুস্থ।’

রাজগঞ্জ ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক রবিবারও ফোন ধরেননি। মেসেজ করে জানিয়েছেন, এবিষয়ে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে যা বলার বলা হবে।

কর্মশ্রীতে বছরে গড়ে ৩৬ দিন কাজ জলপাইগুড়িতে

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : হাইকোর্টের নির্দেশের পরে কেন্দ্র সরকার এখনও ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প চালুর নির্দেশ দেয়নি। এদিকে, রাজ্য সরকার ১০০ দিনের বিকল্প হিসেবে কর্মশ্রী বা বিকল্প ১০০ দিনের কাজ নিয়ে জেলাগুলিকে চাপ দিচ্ছে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে জেলায় রাজ্যের শাসকদল ও বিরোধী দলগুলি এটিকে বড় ইস্যু করতে চলেছে। এদিকে, জেলায় বিকল্প ১০০ দিনের কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে একমাত্র মাল ব্লক বাদে অপর আটটি ব্লক শতকরা ৫০ শতাংশ কাজ দিতে পারেনি। নয়টি ব্লকের মধ্যে কর্মশ্রী প্রকল্পে মাল, ময়নাগুড়ি ও নাগরাকাটা ভালো কাজ দিতে পারলেও জলপাইগুড়ি সদর, ক্রান্তি ও মেটেলি ব্লক তেমন সাড়া ফেলতে পারেনি। জেলা শাসক শামা পারভিন বলেন, ‘বিকল্প ১০০ দিনের কাজ জেলায় ভালোভাবে চলছে। গড়ে একজন শ্রমিক ৩৬ দিন করে কাজ পেয়েছেন।’

সরকারিভাবে ২০২১ সালের এপ্রিল মাসে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার জেলায় ১০০ দিনের কাজ বন্ধ করে দেয়। এই মুহূর্তে জেলায় চার লক্ষের মতো জব কার্ড হোল্ডার আছেন। কিন্তু ৮৪ হাজার ৬৫৩ জন সক্রিয়ভাবে কাজ করা ব্যক্তির নাম নথিভুক্ত রয়েছে। অথচ ১০০ দিনের কাজ শুরু না হওয়ায় কর্মহীন মানুষের ভরসা বিকল্প ১০০ দিনের কাজ। সক্রিয় কাজের লোকের মধ্যে চলতি বছর এখনও পর্যন্ত মাত্র ১৯ হাজার ৮০০ জন বিকল্প ১০০ দিনের কাজ পেয়েছেন। তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ অভিযোগ করে বলেন, ‘আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ থাকার পরেও কাজ দিচ্ছে না। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে কেন্দ্রীয় সরকারের এই লাগাতার বঞ্চনা নিয়ে বুথ স্তর থেকে তৃণমূল মানুষের মধ্যে প্রচার করবে। রাজ্য সরকার নিজে থেকে যে কর্মশ্রী প্রকল্প চালু করেছে তার প্রচারও করা হবে।’

জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, ১০০ দিনের কাজের বিষয়ে সরকারি কোনও নির্দেশ এখনও আসেনি। কিন্তু সংশ্লিষ্ট অফিসের কর্মীদের হায়দরাবাদ ও কলকাতায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। কারণ কাজ শুরু হলে যাতে কোনও সমস্যায় পড়তে না হয়। বিজেপি নেতা বাপি গোস্বামীর যুক্তি, ‘১০০ দিনের প্রকল্প চালু নিয়ে এখন তৃণমূলের উচ্চবাচ্য নেই। কারণ ১০০ দিনের কাজ শুরু করতে হলে রাজ্য সরকারকে নিজের অংশের ৪০ শতাংশ অর্থবরাদ্দ করতে হবে। সেই টাকা দেবে না বলে তৃণমূল লোকদেখানো বিকল্প ১০০ দিনের কাজ দেখাচ্ছে।’

এদিকে, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের নিজস্ব প্রকল্পের কাজের শ্রমদিবস তৈরি করে সেখানে সক্রিয় জব কার্ড উপভোক্তাদের কর্মশ্রী প্রকল্পে মজুরির কাজ দেওয়া হচ্ছে। ১৮ কোটি টাকার কিছু বেশি মজুরি প্রদান করা হয়েছে। জেলা কংগ্রেস সভাপতি পিনাকী সেনগুপ্তর বক্তব্য, ‘রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার মানুষের কাজের অধিকারকে খণ্ডন করেছে। কাজ চালু নিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্র একে অপরকে দোষারোপ করে দায় এড়াচ্ছে। আমরা এখন থেকে দুই সরকারের কাজ শুরু নিয়ে উদাসীনতার বিরুদ্ধে বুথে বুথে প্রচার শুরু করেছি।’

১০০ দিনের কাজের নির্দেশ আসেনি

> আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ থাকার পরেও কাজ দিচ্ছে না। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে কেন্দ্রীয় সরকারের এই লাগাতার বঞ্চনা নিয়ে বুথ স্তর থেকে তৃণমূল মানুষের মধ্যে প্রচার করবে। রাজ্য সরকার নিজে থেকে যে কর্মশ্রী প্রকল্প চালু করেছে তার প্রচারও করা হবে।
>
> **মহুয়া গোপ,** *সভানেত্রী, জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেস*

থিমে বাঙালি

এবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের থিম ভাষা সন্ত্রাস ও বাঙালি বিদ্বেষ। রবিবার এই কথা জানিয়েছেন তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য।

কমবে বৃষ্টি

দক্ষিণবঙ্গ থেকে সরতে শুরু করেছে নিম্নচাপ। ফলে সোমবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্র বৃষ্টি কমবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। তবে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি চলবে।

বিক্ষোভ

গান্ধি মূর্তির পাদদেশে রবিবার ভাষা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাল তৃণমূলের জয়হিন্দ বাহিনী। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, অরূপ বিশ্বাস, জয়প্রকাশ মজুমদার।

বৃদ্ধের মৃত্যু

হাওড়ার আবাসনে অস্বাভাবিক মৃত্যু বৃদ্ধের। হাত থেকে উধাও হয়েছে চারটি আংটি। খুনের অভিযোগ তুলেছে পরিবার। পাওয়া যায়নি বৃদ্ধের মোবাইল ফোনের হদিসও। তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

সে ছিল একদিন আমাদের যৌবনে কলকাতা..

রবিবার। ছবি : পিটিআই

ধৃত প্রাক্তন পুলিশকর্তা

বাংলাদেশ থেকে উত্তর ২৪ পরগনায় অনুপ্রবেশের চেষ্টা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : দীর্ঘদিন ধরেই বাংলাদেশে গা-ঢাকা দিয়েছিলেন বাংলাদেশ পুলিশের এক উচ্চপদস্থ কর্তা। শনিবার সন্ধ্যায় উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগরের হাকিমপুর সীমান্ত চৌকির কাছে তিনি সোনাই নদী পেরিয়ে এদেশে ঢোকার চেষ্টা করেন। তখনই বিএসএফ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তাঁর নাম আফরুজ্জামান। তিনি হাসিনা জমানায় রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের দায়িত্বে ছিলেন। বিএসএফ-এর জেরার মুখে তিনি দাবি করেছেন, হাসিনা ঘনিষ্ঠ হওয়ার কারণে বর্তমান ইউনূস সরকার তাঁকে বরখাস্ত করে। তাঁর গ্রেপ্তারির সম্ভাবনা তৈরি হওয়ায় তিনি বিভিন্ন জায়গায় গা-ঢাকা দিয়েছিলেন। কয়েকদিন স্বরূপনগরের সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার একটি গ্রামে ছিলেন। কিন্তু সেখানেও বাংলাদেশ পুলিশ তাঁর খোঁজ পেয়ে যায়। তখন প্রবল বৃষ্টির মধ্যে তিনি এদেশে চলে আসার চেষ্টা করেন। বিষয়টি তদন্তের জন্য তাঁকে রাজ্য পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে বিএসএফ। ঘটনার তদন্তও শুরু করেছে রাজ্য পুলিশের এসটিএফ। এদিন বসিরহাট আদালতে তোলা হলে ৭ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের কোনও পুলিশ কর্তার এভাবে এদেশে আসার চেষ্টা করে গ্রেপ্তারির ঘটনা বিরল বলেই বিএসএফ কর্তারা জানিয়েছেন।

বাংলাদেশে অশান্ত পরিবেশ তৈরি হওয়ার পর থেকেই সীমান্ত এলাকায় নজরদারি বাড়িয়েছে বিএসএফ। স্বরূপনগরের হাকিমপুর সীমান্ত এলাকা অনেকটাই অরক্ষিত। এখানে সোনাই নদী পার করে চোরাচালানের ঘটনা ব্যাপক পরিমাণে ঘটত। সেই কারণেই এই এলাকার দিকে বিশেষ নজর রয়েছে বিএসএফ-এর। বিএসএফ কর্তারা জানিয়েছেন, ওই পুলিশকর্তা একাই এদেশে ঢোকার চেষ্টা করেছিলেন। ইউনূস সরকারের চাপে নাকি কোনও চক্রের হয়ে তিনি কাজ করার জন্য এদেশে ঢোকার চেষ্টা করছিলেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে।

রাজ্য পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতের কাছ থেকে বেশকিছু কাগজপত্র উদ্ধার করা হয়েছে। তাতে নিশ্চিত করা গিয়েছে, তিনি বাংলাদেশ পুলিশে কর্মরত ছিলেন। বাংলাদেশে পূর্বতন সরকারের সচিব পদেও কিছুদিন কাজ করেছেন। কিন্তু তিনি হঠাৎ করে একা এদেশে কেন এলেন তা এখনও নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। তাঁর বিষয়ে তথ্য জানতে বিজিবি-র সঙ্গেও সমন্বয় বৈঠক করা হয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশ তাঁর সম্পর্কে তথ্য জানাবে বলেও রাজ্য পুলিশকে জানিয়েছে। সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে অনেকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু উচ্চপদস্থ কোনও কর্তা গ্রেপ্তারের ঘটনা এই প্রথম। সেই কারণেই বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্য পুলিশও। এসটিএফ-এর কর্তারা তাঁকে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করছেন।

একনজরে

- হাকিমপুর সীমান্ত চৌকির কাছে তিনি সোনাই নদী পেরিয়ে এদেশে ঢোকার চেষ্টা
- হাসিনা ঘনিষ্ঠ হওয়ার দাবি
- রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের দায়িত্বে ছিলেন
- ঘটনার তদন্তও শুরু করেছে এসটিএফ
- তিনি হঠাৎ করে একা এদেশে কেন এলেন এখনও নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না

কটাক্ষ বিবেক-পত্নীর

‘শাশ্বত ভীতু’

কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : ‘দ্য বেঙ্গল ফাইলস’ সিনেমা নিয়ে বিতর্কের মাঝেই এবার আসরে নামলেন পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রীর স্ত্রী পল্লবী যোশি। বিবেকের পাশে দাঁড়িয়ে রাজ্যের শাসক দলকে তুলোধোনা করলেন তিনি। এমনকি অভিনেতা শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়কে ‘ভীতু’ বলে কটাক্ষও করেছেন পরিচালক-পত্নী। ‘দ্য বেঙ্গল ফাইলস’-এর ট্রেলার লঞ্চের অনুষ্ঠান থেকে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পল্লবী মন্তব্য করেন, ‘কলকাতার ঘটনা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। প্রতিরোধ হবে অনুমান করেছিলাম। কিন্তু ভাবিনি পুলিশ পাঠানো হবে। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে যখন সিনেমা তৈরি হয়, বিশেষ করে কোনও অঞ্চলের প্রশাসনিক ব্যর্থতার কথা সামনে আসে, তখন অনেকেরই অস্বস্তি হয়। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ করা হয়।’ এই সিনেমার সহ প্রযোজক পল্লবী বলেন, ‘শাশ্বতর সাহস নেই। একজন অভিনেতার কাছ থেকে এটা আশা করা যায় না।’

‘দ্য বেঙ্গল ফাইলস’-এর ট্রেলার সামনে আসতেই বিবেকের বিরুদ্ধে পরিচালক, প্রযোজক, অভিনেতাদের একাংশ মুখ খুলেছিলেন। ট্রেলার প্রকাশে বাধাও দেওয়া হয়। এই বিষয়ে তাঁর সহধর্মিণী বলেন, ‘একজন শিল্পী হিসেবে আমি ভীষণভাবে আঘাতপ্রাপ্ত। ওরা ভয় পাচ্ছে। ছবিটা না দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া ভুল। আমাদের ধারণা, এই ছবির প্রদর্শনও এই রাজ্যে বন্ধ করে দেওয়া হবে। এই ধরনের পদক্ষেপ শুধু শিল্পের স্বাধীনতাকে কেড়ে নেয় না। মানুষের সত্য জানার অধিকারকেও কেড়ে নেয়। রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন জানাই, যেন ছবিটির প্রদর্শন কোনও বাধা ছাড়াই শান্তিপূর্ণভাবে হয়। ছবিটির নাম পরিবর্তনের বিষয়ে অবগত ছিলেন না বলে দাবি করেছিলেন এই ছবিরই অভিনেতা শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়। তা নিয়ে পল্লবী মন্তব্য করেন, ‘শাশ্বতকে সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী ভেবেছিলাম। কিন্তু ওর সাহসের অভাব রয়েছে।’

অচেনা ওয়েবসাইটে জালিয়াতি

ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস টেট উত্তীর্ণদের

কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : ২০২২ সালের টেট পরীক্ষার্থীরা ইন্টারভিউয়ের সুযোগ পাননি এখনও। বছর গড়িয়ে গিয়েছে। এরই মধ্যে যখন ৫০ হাজার শূন্যপদের দাবিতে দফায় দফায় আন্দোলন করছেন চাকরিপ্রার্থীরা, ঠিক তখনই সামনে এল জালিয়াতির তথ্য। ২০২২ সালের প্রায় দেড় লক্ষ টেট উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস হয়ে গিয়েছে একটি অচেনা ওয়েবসাইটে।

প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সূত্রে খবর, এই ঘটনা সম্পর্কে তারা অবগত নয়। চাকরিপ্রার্থীদের প্রশ্ন, সরকারি অনুমোদন ছাড়া একটি ওয়েবসাইট কীভাবে টেট পাশের নথি প্রকাশ্যে আনতে পারে? আইনি পথে হাঁটার আশ্বাস দিয়েছেন পর্ষদ সভাপতি।

শনিবার রাত গড়াতেই হঠাৎ খোঁজ পাওয়া যায় একটি বেসরকারি ওয়েবসাইটের। সেখানে অনায়াসে ডাউনলোড করা যাচ্ছে পরীক্ষার্থীদের টেট পাশের নথি। চাকরিপ্রার্থী পার্থজিৎ বণিক বলেন, ‘এর দায় পর্ষদকেই নিতে হবে। নতুন সভাপতি আসার পর এই নিয়ে দু-বার প্রাথমিক পর্ষদের ওয়েবসাইটকে আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। তারপরেও কীভাবে পর্ষদের তথ্য বাইরে বেরোতে পারে? যে বা যাঁরা এই জালিয়াতির সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের খুঁজে বের করে শাস্তি দেওয়া হোক।’

ভুয়ো ওয়েবসাইটির একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে (সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)। ২০২৩ সালে ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত হয়েছিল টেট-এর ফলাফল। তারপরই পর্ষদের ওয়েবসাইট থেকে চাকরিপ্রার্থীরা নথি ডাউনলোড করেছিলেন। ৬ লক্ষেরও বেশি পরীক্ষার্থী টেট দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে এক লক্ষেরও বেশি উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর তথ্য ফাঁস হয়েছে বলেই অভিযোগ।

নিয়োগের অনিশ্চয়তার মাঝেই এরকম জালিয়াতির সন্ধান পাওয়ায় দুশ্চিন্তায় টেট উত্তীর্ণরা। পর্ষদ সূত্রে খবর, শীঘ্রই এই বিষয়টি নিয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হতে পারে। সাইবার ক্রাইম বিভাগেও অভিযোগ করার সম্ভাবনা রয়েছে। চাকরিপ্রার্থী বিদেশ গাজির প্রশ্ন, ‘সরকারি তথ্য অত্যন্ত সুরক্ষিত থাকার কথা। অন্যের হাতে যায় কী করে?’ এই ঘটনায় মুখ খুলেছেন পর্ষদ সভাপতি গৌতম পাল। তিনি বলেন, ‘আগে সত্যতা যাচাই করব। তারপর যদি প্রয়োজন মনে হয়, তাহলে আইনি পদক্ষেপ করব।’

> এর দায় পর্ষদকেই নিতে হবে। নতুন সভাপতি আসার পর এই নিয়ে দু-বার প্রাথমিক পর্ষদের ওয়েবসাইটকে আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। তারপরেও কীভাবে পর্ষদের তথ্য বাইরে বেরোতে পারে? যে বা যাঁরা এই জালিয়াতির সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের খুঁজে বের করে শাস্তি দেওয়া হোক।
>
> **পার্থজিৎ বণিক**

> আগে সত্যতা যাচাই করব। তারপর যদি প্রয়োজন মনে হয়, তাহলে আইনি পদক্ষেপ করব।
>
> **গৌতম পাল**
> **সভাপতি, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ**

মেডিকেল কলেজে আসন বিক্রি রুখতে নির্দেশিকা

কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : রাজ্যজুড়ে ডাক্তারির আন্ডার গ্র্যাজুয়েটে ভর্তির ক্ষেত্রে অনিয়ম রুখতে চাইছে রাজ্য সরকার। এমবিবিএস ও ডেন্টাল (বিডিএস) স্তরে কলেজগুলিতে ভর্তির জন্য আসন কেনাবেচার অভিযোগ উঠে আসছে। তাই এই বেনিয়ম রুখতে কড়া পদক্ষেপ করছে স্বাস্থ্য দপ্তর।

সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলিতে যাতে সিট কেনাবেচার এই প্রবণতা রোখা যায়, তাই একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করেছেন স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিকর্তা। ভর্তি কাউন্সেলিংয়ের সময় কোনওভাবে যাতে অনিয়ম না হয়, তাই বেশ কিছু নির্দেশ আনা হয়েছে। সেই নির্দেশ অমান্য করলে কড়া শাস্তির কথাও বলা হয়েছে।

জয়েন্টের পরেই ডাক্তারি পড়ুয়াদের মেডিকেল কলেজগুলিতে আসন পাইয়ে দেওয়ার জন্য ৪০ থেকে ৬০ লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। বিশেষ করে বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলি থেকে এই ধরনের অভিযোগ উঠছে। যাদের র‍্যাংক নীচের দিকে তাঁদের এই ধরনের প্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগ।

বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই স্বাস্থ্য ভবন নির্দেশিকা জারি করেছেন, তাতে বলা হয়েছে, কাউন্সেলিংয়ের সময় শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট বেসরকারি মেডিকেল কলেজে নিযুক্ত একজন নোডাল অফিসার ও ২ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি সেন্টারে প্রবেশ করতে পারবেন। তাঁদের কাছে বৈধ পরিচয়পত্র থাকতে হবে। পড়ুয়ারা উপস্থিত থাকবে। একটি কলেজ থেকে তিনজনের বেশি প্রতিনিধি কাউন্সেলিং সেন্টারে প্রবেশ করতে পারবেন না।

বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজগুলিতে ইতিমধ্যেই চিঠি পাঠিয়ে নতুন নির্দেশিকা সম্পর্কে জানানো হয়েছে। স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিকর্তা স্পষ্ট জানিয়েছেন, নিয়ম লঙ্ঘন করলে কড়া ব্যবস্থাও নেওয়া হবে। রাজ্যের ধারণা, এর ফলে নিয়োগে স্বচ্ছতা আসবে।

কলকাতার উন্নয়নের নামে গাছ কাটার প্রতিবাদে পরিবেশপ্রেমীদের প্রতিবাদ কে কে দাস কলেজের সামনে।

প্রতিষ্ঠা দিবসে স্থগিত পরীক্ষা

কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের দিন স্থগিত হল বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা। রাজ্যের সঙ্গে দফায় দফায় সংঘাতের পরও আগামী ২৮ অগাস্টের পরীক্ষার দিন বদলায়নি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে ভিন্ন পথে হাঁটল শিবপুরের বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়। শনিবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছেন, পড়ুয়াদের অনুরোধে ও ২৮ অগাস্ট গণ পরিবহণ স্বাভাবিক না থাকার সম্ভাবনা থাকায় স্নাতকোত্তরের পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পরীক্ষাগুলি নেওয়া হবে আগামী ৩০ অগাস্ট। পরীক্ষার সূচি জানিয়ে দেওয়া হবে পরে।

বিজ্ঞপ্তিতে যদিও উল্লেখ নেই ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের কথা। বিরোধী দলের অভিযোগ, প্রতিষ্ঠা দিবসের উপলক্ষ্যেই পরীক্ষা পিছোনো হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দিলীপ কুমার মাইতি জানিয়েছেন, ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতের যাতে সমস্যা না হয়, তাই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডলের কটাক্ষ, ‘নিয়োগ দুর্নীতি থেকে শুরু করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে পার্টি অফিস বানিয়ে ফেলেছে তৃণমূল।’

অন্তঃসত্ত্বার গর্ভপাত, ১ লক্ষ ক্ষতিপূরণ

বেসরকারি হাসপাতালে তালা কমিশনের

কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : এক চিকিৎসকের শখ ছেলের জন্মদিনে তাঁকে দিয়ে জটিল অপারেশন করাবেন। যথারীতি সেই কাজ করলেন এবং সেই ছবি সমাজমাধ্যমে পোস্টও করে দিলেন। এরপর যখন তা নিয়ে জলঘোলা, কোর্ট কেস হল, তখন সকলের চক্ষু চড়কগাছ। এই ঘটনা দেখা গিয়েছিল আরশাদ ওয়ারসি অভিনীত ‘জলি এলএলবি’ সিনেমায়। এবার কার্যত একই ঘটনা দেখা গেল পশ্চিমবঙ্গে। যদিও এবার চর্চায় এক ভুয়ো চিকিৎসক।

প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে নার্সিংহোমের দ্বারস্থ হয়েছিলেন এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলা। যেতেই অবিনাশ কুমার নামক এক ব্যক্তি নিজেকে আরএমও দাবি করে এগিয়ে আসেন মহিলার দিকে। তারপরই তাঁর শারীরিক পরীক্ষা করে প্রেসক্রিপশন লিখে দেন অবিনাশ। মহিলাকে একটি ইনজেকশনও দেন। তাতে ব্যথা একটু কমলে বাড়ি ফিরে যান মহিলা। তারপরই তাঁর গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যু হয়। এই ভয়ংকর অভিযোগ উঠেছে একবালপুরের এক বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে। অভিযোগ দায়ের করা হয় স্বাস্থ্য কমিশনে। ঘটনার তদন্তের পর ওই হাসপাতালে তালা ঝোলাল কমিশন। ওই পরিবারকে এক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণা করেছে কমিশন।

৬ অগাস্ট স্বাস্থ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন অলোকা রায় নামক ওই মহিলা। তাঁর অভিযোগ, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় যন্ত্রণার কারণেই তিনি হাসপাতালে গিয়েছিলেন। সেখানে নিজেকে আরএমও দাবি করে তাঁর চিকিৎসা করেন ওই হাসপাতালেরই কর্ণধারের সহকারী। তিনি আদতে চিকিৎসকই নন। অভিযোগ, হাসপাতালের কর্ণধার রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী। স্বাস্থ্য কমিশন এই বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিকর্তাকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। কমিশনের চেয়ারপার্সন অসীমকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘যিনি ওই মহিলাকে ওষুধ দিয়েছেন, তিনি চিকিৎসকই নন। হাসপাতালের কর্ণধার স্বীকার করেছেন, তাঁর সহকারী অবিনাশ তাঁর টেবিল থেকে লেটারহেড ব্যবহার করে ওই প্রেসক্রিপশন দিয়েছেন। আমরা হাসপাতাল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’ ইতিমধ্যেই ভর্তি হওয়া রোগীদের অন্যত্র পাঠিয়ে দিয়েছে ওই হাসপাতাল। ইন্ডোরে রোগী ভর্তি বন্ধ রাখা হয়েছে। কমিশনের পরবর্তী নির্দেশ পর্যন্ত তালা ঝুলবে হাসপাতালে।

ছবি : এআই

মন্তব্য বিচারপতির

‘বিচার ব্যবস্থা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন’

রিমি শীল

কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : বিচারব্যবস্থাকে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সময়ের বদলের সঙ্গে অপরাধের ধরনও পাল্টে যাচ্ছে। সেই সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রয়োজন। রবিবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ সাংবাদিকদের একথা বলেন।

এদিন পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় আইন বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘পুলিশ, আইনজীবী, বিচার ব্যবস্থাকে সজাগ থাকতে হবে। ভালো বিচারের জন্য ভালো তদন্তের প্রয়োজন। অনেক সময় তদন্তকারী অফিসারদের ভূমিকা সঠিক থাকছে না। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে তারতম্য থাকছে। এগুলি ওই পর্যায়ে যাচাই করা আদালতের কাজ নয়। ভালো তদন্ত ও বিচারের জন্য সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ।’

এদিন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘অপরাধতত্ত্ব এবং অপরাধ-বিচার’ নামে প্রথম কোর্স চালু হয়। পূর্ব ভারতে প্রথমবার এই ধরনের দু’বছরের স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করা হল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন বিচারপতি ঘোষ ছাড়াও বিচারপতি সুগত মজুমদার, বিচারপতি অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়, ডিআইজি সাইবার ক্রাইম সঞ্জয় সিং সহ অন্যান্য শিক্ষাবিদ।

পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় আইন বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন কোর্স উদ্বোধন।

সম্প্রতি ময়নাতদন্তের রিপোর্টগুলিতে আদালতের যে অসন্তোষ রয়েছে, তা এদিন স্পষ্ট হয় বিচারপতি ঘোষের মন্তব্যে।

তাঁর পর্যবেক্ষণ, ‘দক্ষতার অভাবে বা অন্য কোনও কারণে ময়নাতদন্তের রিপোর্টে গরমিল রয়েছে। ফরেন্সিক রিপোর্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেখানে গরমিল থাকলে বিচার প্রক্রিয়া প্রভাবিত হয়। তাই ভালো তদন্ত ও বিচারের জন্য সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ দরকার।’ সাইবার অপরাধ বর্তমানে সুনামির আকার নিয়েছে বলে মন্তব্য করেন সঞ্জয় সিং।

তিনি বলেন, ‘সাইবার অপরাধ রুখতে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু থামানো যাচ্ছে না। যত অভিযোগ নথিভুক্ত হয়, তার চেয়েও বেশি নথিভুক্ত হয় না।’ বিচারপতি অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘আমাদের দেশে অপরাধ তত্ত্বের বিষয়ে পড়ার আলাদা ব্যবস্থা নেই। এটি একটি আদর্শ পাঠ্যক্রম হতে চলেছে।’

প্রযুক্তিনির্ভর যুগে সঠিক বিচার ও তদন্তের স্বার্থে আইনি পাঠক্রমকে আধুনিক করতে অপরাধ তত্ত্ব, ফরেন্সিক বিজ্ঞান, ভিক্টিমোলজি, সাইবার ক্রাইম প্রযুক্তিতে জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন। এই কোর্সের মাধ্যমে তা সম্ভব বলে মন্তব্য রেখেছেন বিচারপতি ও শিক্ষাবিদরা।

এসআইআর-এ চর্চায় আরএসএসের অ্যাজেন্ডা

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : দেশকে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করাই আরএসএস তথা ভারতীয় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের লক্ষ্য। সংঘের শতবর্ষে সেই লক্ষ্যপূরণেই এগোচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এসআইআর থেকে ডেমোগ্রাফি মিশন সেই অভিন্ন লক্ষ্যের কৌশলগত মাধ্যম ছাড়া কিছু নয়। সংঘের মনোভাব থেকেই তা স্পষ্ট। ভোটার তালিকা নিয়ে কাজ করা বামপন্থী রাজনৈতিক নেতা ও সংবিধান বিশেষজ্ঞদের একাংশ এমনটাই মনে করেন।

বিজেপি ও আরএসএস প্রকাশ্যেই বলে, ধর্মের ভিত্তিতেই দেশভাগ করে এখন সেই মুসলিমরা ভারতবর্ষকে তাদের দেশ বলে দাবি করতে পারে না। সম্প্রতি লালকেল্লা থেকে স্বাধীনতা দিবসের পর বিহার ও দমদমের সভা থেকে মোদি বলেছেন, যে সুবিধা দেশের নাগরিকদের প্রাপ্য তা অনুপ্রবেশকারীদের পেতে দেব না। অনুপ্রবেশকারীদের এক এক করে দেশের বাইরে বের করে দিতে হবে। জনতার কাছে জানতে চান, যে অনুপ্রবেশকারী আপনার রোজগার কাড়ছে, জমি দখল করছে তাকে দেশ থেকে বের করে দেওয়া হবে কি না। জনবিন্যাস বদল রুখতে ডেমোগ্রাফি মিশন করে নাগরিকত্বের পরিচিতি হিসাবে স্মার্ট কার্ড করার নিদান দিয়েছেন মোদি।

এসআইআর বা ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনে যাঁরা বাদ পড়বেন, তাঁরা শুধু ভোটের অধিকারই হারাবেন তাই নয়, বেনাগরিক হয়ে যাবেন। রাষ্ট্রের কাছে তাঁরা অনুপ্রবেশকারী হিসাবেই চিহ্নিত হবেন। আবার পূর্বতন দেশেও (যদি তা আদৌ থেকে থাকে) ফিরে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা থাকবে না। তার সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত বীরভূমের অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি সহ দুটি পরিবার। পুশব্যাক করে বাংলাদেশে পাঠানোর পর সেখানেও তাঁরা অনুপ্রবেশকারী হিসাবে গ্রেপ্তার হয়ে বাংলাদেশের জেলে।

বিহারের পর এরাজ্য সহ গোটা দেশেই পর্যায় ক্রমে এসআইআর শুরু হবে বলে ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। পর্যবেক্ষকদের মতে, কমিশনের বর্তমান নীতির পরিবর্তন না হলে (সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে) দেশে কয়েক কোটি মানুষ বেনাগরিক হয়ে চরম অস্তিত্বের সংকটে পড়বেন।

তবে রাজনীতির মঞ্চ থেকে এই বেনাগরিকদের দেশের বাইরে ছুড়ে ফেলার যতই হুংকার দিন মোদি, অমিত শা বা শুভেন্দু অধিকারীরা, বাস্তবে তা সহজ নয় সেটা জানে বিজেপিও। তাই শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ‘আমরা ভারতীয় মুসলমানদের চলে যেতে বলছি না। কিন্তু কথায় কথায় ওই লালকেল্লাটা আমাদের, ভিক্টোরিয়াটা আমাদের, এই মন্দিরগুলি আমাদের বলে দাবি করা আর মেনে নেওয়া হবে না। অর্থাৎ, এদেশে থাকলে বেনাগরিকের মতো জীবন কাটাতে হবে মুসলিমদের।’

রাজ্যের ভোটার তালিকা নিয়ে রাজনৈতিকভাবে কাজ করা সিপিএমের নেতা রবীন দেব বলেন, ‘লালকেল্লা থেকে এই প্রথম কোনও প্রধানমন্ত্রী আরএসএস-এর ঘোষণাকে সরকারিভাবে ঘোষণা করেছেন। আসলে রোহিঙ্গা, বাংলাদেশি এসব কথা বলে ওরা দেশের মুসলিমদের উৎখাত করে বেনাগরিক করতে চায়। হিন্দু রাষ্ট্র গড়তে এটাই আরএসএস-বিজেপির অভিন্ন অ্যাজেন্ডা।’

আইনজীবী ও বিশেষজ্ঞদের মতে, সিএএ আইনে প্রত্যেক নাগরিককে বাধ্যতামূলকভাবে নাম নথিভুক্ত করা ও নাগরিকত্বের পরিচিতিপত্র দেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হলেও, সিএএ আইনের জটিলতা ও প্রায়োগিক কিছু সমস্যার জন্য সিএএ নিয়ে এগোতে পারেনি কেন্দ্র।

সিএএ চেয়ে আবেদন করা মানেই আপনি নাগরিক নন এটা মেনে নিচ্ছেন। এরপর আপনাকে নাগরিকত্ব দেওয়া না দেওয়াটা কিন্তু ওদের হাতে। সেটা বুঝে সিএএ-র জন্য আবেদন করবেন। ২০২১ ও ২০২৪-এর ভোটে বিজেপির সিএএ-র বিরুদ্ধে এটাই ছিল মমতার বার্তা।

তৃণমূলের মতে, এনআরসি বা সিএএ-র সেই ব্যর্থতা ঢাকতেই কমিশনের মাধ্যমে এসআইআর-কে ঢাল করে সেই লক্ষ্যপূরণ করতে চাইছে বিজেপি।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৯৮ সংখ্যা, সোমবার, ৮ ভাদ্র ১৪৩২

ট্রাম্পকেও চাপ

বৈদেশিক বাণিজ্যে এমন অনিশ্চিত পরিস্থিতি ভারতের আগে কখনও হয়নি। দু'দিন পর ২৭ অগাস্ট থেকে কার্যকর হচ্ছে নয়া মার্কিন বাণিজ্য শুল্ক। ইতিমধ্যে ভারতের ওপর চেপে আছে ৫০ শতাংশ শুল্ক। এর মধ্যে ২৫ শতাংশ শুল্ক বাবদ এবং বাকি ২৫ শতাংশ বারণ করা সত্ত্বেও রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য জরিমানা হিসাবে। শেষমেশ সেটা কার্যকর হলে ভারতীয় অর্থনীতিতে তার প্রভাব হবে যথেষ্ট।

তবে দেরিতে হলেও ভারতের শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে। এতদিন আমেরিকার মুখাপেক্ষী হয়ে থেকে অসম্মান, অবিচার বা বঞ্চনা ছাড়া ভারতের কপালে কিছু জোটেনি। এখন ঠেলায় পড়ে ভারত নিজের মতো করে চেষ্টা করছে। এই তৎপরতা অনেক আগে শুরু করলে সমস্যা কম হত। এখন একদিকে বহু পুরোনো বন্ধু রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করে তুলতে তৎপর দিল্লি, অন্যদিকে, চিনের সঙ্গে তিক্ততা কাটিয়ে ফের বাণিজ্যিক সম্পর্ক তৈরি করছে।

এর বাইরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে উদ্যোগী ভারত। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভারতকে নিয়ে ভাবনাচিন্তা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ মহলেও ধন্দ আছে। রাশিয়ার ওপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ভারতের ওপর তিনি ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপানোর হুমকি দিয়েছেন বলে খোলাখুলি বলছেন ট্রাম্প।

কিন্তু ভারতের বিরুদ্ধে আমেরিকার যে অভিযোগ, সেই একই অভিযোগ থাকা উচিত চিনের বিরুদ্ধেও। কেননা, চিনও রাশিয়ার কাছ থেকে প্রচুর অপরিশোধিত তেল কেনে। তাহলে বেজিংকে জরিমানা নয় কেন? তার সদুত্তর মেলেনি। তবে চিনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কটা এখন ভালো হয়েছে। চিনা বিদেশমন্ত্রী ওয়াং-ই ভারতে এসে মোদিকে চিন সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। গালওয়ান সংঘর্ষের পর দু'দেশ পরস্পরের বিরুদ্ধে যে বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল, তা উভয়ে তুলে নিয়েছে।

রাশিয়াও ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছে। ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপানোর মার্কিন হুমকির তীব্র সমালোচনা করেছে মস্কো। মার্কিন হুমকি অগ্রাহ্য করে তেল কেনার পুরস্কারস্বরূপ রাশিয়া ভারতকে তেলে আরও ৫ শতাংশ ছাড় দেবে বলেছে। প্রয়োজনে ভারতের জন্য তাদের পুরো বাজার খুলে দিতে প্রস্তুত বলেও মস্কো আশ্বাস দিচ্ছে। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল সম্প্রতি রাশিয়া ঘুরে এসেছেন। তারপর বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর মস্কো গিয়ে রুশ বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভের সঙ্গে বৈঠক করেছেন।

ভারতের ওপর আমেরিকার ঈর্ষার মূল কারণ, অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা, মহাকাশ গবেষণা সবেতেই ভারতের উন্নতি। তাছাড়া কৃষিপণ্যের বাজার আমেরিকার জন্য খুলে দিতে না চাওয়াও ভারতের ওপর উষ্মার আরেক কারণ। রাশিয়া থেকে তেল কেনার অভিযোগ তুললেও এটাই আমেরিকার রাগের প্রকৃত কারণ বলে মনে করে হচ্ছে। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের এই জটিলতায় ইতিমধ্যে মার্কিন বাণিজ্য দলের ভারত সফর বাতিল হয়ে গিয়েছে।

শেষপর্যন্ত ট্রাম্প ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক বহাল রাখলে আমেরিকায় ভারতীয় পণ্যের বাজার মার খাবে নিশ্চয়ই। তবে আমেরিকার জন্য ভারত সব দরজা বন্ধ করে দিলে বিরাট ক্ষতি হবে মার্কিন বাণিজ্যেরও। প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত নিকি হ্যালি ইতিমধ্যে ট্রাম্পকে সতর্ক করেছেন, ভারতীয় বাজার হাতছাড়া করা অনুচিত হবে। বাস্তবে আমেরিকা ও ভারত, কেউই দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায় না।

দুই দেশই পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে, বিভিন্ন স্তরে আলোচনাও চালিয়ে যাচ্ছে। ভারত-মার্কিন সম্পর্কে অভিজ্ঞ প্রাক্তন কূটনীতিকদের বিশ্বাস, ভারতের বিরুদ্ধে শুল্কের হার কমানো নিয়ে কথাবার্তা চলছে গোপনে। চেষ্টা চলছে ভারতের ঘাড়ে শুল্ক ১০ শতাংশের বেশি যেন না হয়। আমেরিকায় চিঠি, পার্সেল বন্ধ করে দিয়েছে ভারতীয় ডাক বিভাগ। এটা পালটা কৌশল হিসেবে ট্রাম্পের উদ্দেশে নিশ্চিতভাবে ভারতের বার্তা।

অমৃতধারা

আত্ম-অনুসন্ধান বেদান্তের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে প্রত্যেক বৈদান্তিককে তন্নতন্ন করে, নিজেকে ছিন্নভিন্ন করে, মনকে ব্রহ্মসমুদ্রে ও নিত্য ধ্যানে, বিচারে লীন করতে হবে। হারাতে হবে নিজের সব কিছুকে। সব হারিয়ে সব ফিরে পাওয়া। এ যেন সমুদ্রের গর্ভে বেপরোয়াভাবে মরণঝাঁপ। সমুদ্র ফিরিয়ে দেবে চৈতন্যময় মৃতদেহটি, অমরতার বরে ভরপুর। আত্মা না হওয়া পর্যন্ত আত্মতুষ্টির স্থান নেই এই পথে। চাই বিচার, ভক্তি, বিশ্বাস, সাহস, অদম্য কর্মশক্তি, প্রেম। সর্বসংস্কারমুক্ত মনে কাণ্ডকারখানাই-অবতারতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব। সবার প্রতি আমার শেষ কথা-সবাই সবাইকে ভালোবাসতে শেখ-প্রেম, প্রেম আর শুধুই প্রেম।

- ভগবান

ট্রেড ইউনিয়নের কফিনে সরকারি পেরেক

সরকার কি চায় চা শিল্পে ট্রেড ইউনিয়ন মুছে যাক? সরকারি ঘোষণাই কি শেষকথা? এসব প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

গৌতম সরকার

ক্ষীরটা খেয়ে নিল সরকার। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আঙুল চুষছে ট্রেড ইউনিয়নগুলি। খানিক হতভম্ব কিংবা ভিন্ন কৌশলের পরিকল্পনায় ব্যস্ত মালিকপক্ষ। এককথায়, চা বাগানের এবারের বোনাস ঘোষণার এই তিন মাত্রা ইতিমধ্যে সকলের কাছে স্পষ্ট। তবে এসবের বাইরে সরকারি ঘোষণাটি যে অভিঘাত তৈরি করে দিয়ে গেল, তা চা শিল্পের ট্রেড ইউনিয়নগুলির পক্ষে সামলানো কঠিন।

'ছিন কে লেঙ্গে আজাদি'- তরুণ সমাজের একাংশের রক্তগরম করা জনপ্রিয় স্লোগান। সাড়ে ছয় দশক আগে 'ছিন কে লেঙ্গে বোনাস' তেমনই ছিল চা শ্রমিকের রক্ত-ঘামে ভেজা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উঠে আসা ধ্বনি। উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকরা বোনাস ছিনিয়েই নিয়েছিলেন। বোনাসের দাবিতে ১৮ দিনের ধর্মঘট কাঁপিয়ে দিয়েছিল উত্তরবঙ্গের চা শিল্পকে। সেই ১৯৫৫ সালে। দমনপীড়নের চেষ্টা যে হয়নি, তা নয়। কিন্তু চা শ্রমিকের বোনাসের দাবি স্বীকৃত হয়েছিল।

এখন 'ছিন কে লেঙ্গে আজাদি' ধ্বনিতে দেশদ্রোহিতা খোঁজে রাষ্ট্র। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল ছাত্র উমর খালিদকে জেলে পচতে হয়। বোনাস আন্দোলনে অবশ্য আজ আর কাউকে গ্রেপ্তার হতে হয় না। হবেই বা কেন? আন্দোলনই যে আর হয় না। এতদিন তবু বোনাসের দাবি নিয়ে আলোচনা হত। এবছর তাও করতে দেওয়া হল না। মালিকপক্ষ আলোচনা বৈঠক ডেকেছিল ২৮ অগাস্ট। তার আগেই রাজ্য সরকার ২০ শতাংশ ঘোষণা করে দিল।

মালিকরা তৈরি ছিলেন চায়ের উৎপাদন কম, প্রতিকূল আবহাওয়া, চায়ের আবাদে রোগ-পোকার সংক্রমণ ইত্যাদি কোনও যুক্তি তুলে কম বোনাস দেওয়ার সওয়াল করবেন বলে। ট্রেড ইউনিয়নগুলি প্রস্তুত হচ্ছিল দরকষাকষি করার জন্য। কোনও পক্ষ কোনও সুযোগই পেল না। বোনাস মীমাংসায় ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকাই থাকল না। ভূমিকা যদি না থাকে, তাহলে ট্রেড ইউনিয়ন থেকে কী লাভ? শ্রমিকরাই বা ট্রেড ইউনিয়নকে সমর্থন করবেন কেন?

শ্রমিক আন্দোলন না থাকলে ট্রেড ইউনিয়নের অস্তিত্ব থাকে কী করে? সরকার কি তাহলে চায় চা শিল্প থেকে ট্রেড ইউনিয়ন মুছে যাক? বাগানের যাবতীয় বিষয়ে কি তাহলে সরকারি ঘোষণাই শেষকথা? এসব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার আগে বুঝে নেওয়া যাক, কাগজে-কলমে সরকারি ঘোষণাটি আসলে নির্দেশ নয়, 'অ্যাডভাইজারি' (বাংলায় পরামর্শনামা বলা যেতে পারে)। বাস্তবে সেই 'পরামর্শ' উপেক্ষা করে কোন মালিকের বাপের সাধ্যি!

চা শিল্পে ট্রেড ইউনিয়নের ভবিষ্যৎ তাহলে কী? সেই আলোচনায় অতীতকে একবার দেখে নেওয়া যাক। চা শ্রমিকরা যে নির্বিবাদে এখন বোনাস পাচ্ছেন, তা সম্ভবই হত না 'ছিন কে লেঙ্গে বোনাস'-এর ইতিহাস না থাকলে। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আরেক সাফল্য আটের দশকে নতুন কর্মসংস্থানের (চা বাগানের ভাষায় 'নয়া গিনতি') চুক্তি। সেই শেষ। তারপর আর স্থায়ী নিয়োগ হয়নি চা শিল্পে।

চা শিল্পে বোনাস আন্দোলন ছিল শ্রমিকদের কাছে উৎসবের মতো। সামান্য মজুরির বাইরে খানিকটা বাড়তি টাকা পাওয়ার আনন্দে দাবি আদায়ের উত্তেজনা। বাগানে বাগানে গেট মিটিং, মিছিল, গো স্লো (ধীরগতিতে কাজ) ইত্যাদি। যতটা কম পারা যায়, বোনাস দিতে চাইতেন মালিকরা। শ্রমিকদের লক্ষ্য থাকত, যতটা বাড়ানো যায়। এই দরকষাকষির উত্তাপে চা বাগানে দেবী আবাহনের পরিবেশটাই আর নেই।

বোনাসের হার বাড়ানোয় যে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা যত বেশি, তার কদর তত বেশি, শ্রমিকদের সমর্থন বেশি। সেইসব লড়াইয়ে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করার মধ্যে দিয়ে ট্রেড ইউনিয়নগুলি হয়ে উঠত চা বাগানের প্রভাবশালী শক্তি। আরও পাঁচটা শিল্পে যেমন ছিল। ভোটে যার ফায়দা তুলত ইউনিয়নটির নেপথ্যে থাকা দলটি। শুধু দাবিদাওয়া আদায় নয়, শ্রমিক মহল্লায় বিয়ে, সামাজিক অনুষ্ঠান, বিচারসভা বসিয়ে কাউকে শাস্তি ইত্যাদি সব ছিল ট্রেড ইউনিয়নের লৌহকঠিন নিয়ন্ত্রণে।

নেতাদের অঙ্গুলিহেলন ছাড়া চা বাগানে একটি পাতাও নড়ত না। ট্রেড ইউনিয়নের সেই কঠোর নিয়ন্ত্রণে প্রথম ঘা লেগেছিল আটের দশকে। পাহাড়ে জিএনএলএফ ও সমতলে আদিবাসী বিকাশ পরিষদের ক্রমশ একাধিপত্য ট্রেড ইউনিয়নগুলির সংকট ডেকে এনেছিল। দাপুটে সব রাজনৈতিক দলের শ্রমিক শাখাকে কোণঠাসা করে জনগোষ্ঠীভিত্তিক ওই দুই সংগঠন চা বলয়ের সমস্ত কিছুকে ক্রমে কবজা করে ফেলেছিল।

বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের যৌথ মঞ্চ জয়েন্ট ফোরামের শিল্পভিত্তিক ধর্মঘটে তাই আগের মতো সাড়া পড়ত না। চা শিল্পের ট্রেড ইউনিয়নের কফিনে প্রথম পেরেক পোঁতা হল তাতে। যদিও আদিবাসী বিকাশ পরিষদ ও জিএনএলএফ যে নিজেদের সেই প্রতিপত্তি ধরে রাখতে পারল না, সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। বিভিন্ন গোষ্ঠী, উপদলে ভাগ হয়ে আদিবাসী পরিষদ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। পাহাড়ের শাসন ক্ষমতা হারিয়ে জিএনএলএফ পড়ে গেল অস্তিত্ব সংকটে।

এতে শ্রমিক আন্দোলনে বিরাট শূন্যতা তৈরি হল চা শিল্পে। কিন্তু সেই সুযোগ নিতে ব্যর্থ হল ট্রেড ইউনিয়নগুলি। আগের দাপট আর ফিরল না। শ্রমিক সংগঠনগুলির এই হীনবলের কারণে অনেক দাবি আদায় থমকে আছে। বহুদিন আগে মেয়াদ শেষ হলেও বেতন চুক্তির পুনর্নবীকরণ হয়নি। ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ নিয়ে অনেক ঢাক পেটানো হলেও পরিস্থিতিটা পর্বতের মূষিক প্রসবের মতো। নতুন নিয়োগের প্রসঙ্গ তো আলোচনাতেই নেই।

ফলে ট্রেড ইউনিয়নগুলির প্রতি শ্রমিকের আকর্ষণ, ভক্তি ক্রমশ ফিকে হয়ে গিয়েছে। চা শিল্পের ট্রেড ইউনিয়নের কফিনে ওই পরিস্থিতি ছিল আরেকটা পেরেক ঠোকার শামিল। এবার তৃণমূল সরকারের একতরফা বোনাস ঘোষণার প্রেক্ষিতটা কিন্তু তৈরি হয়েছিল বাম জমানায়। তার আগে বোনাস নিয়ে দরকষাকষিটা মূলত ছিল দ্বিপাক্ষিক। শ্রমিক বনাম মালিক। ট্রেড ইউনিয়ন বনাম মালিক সমিতি।

গোটা শিল্পে একসঙ্গে নয়, আলাদা আলাদা বাগানে আলাদা আলাদা বোনাস চুক্তি করাই দস্তুর ছিল সাতের দশকের শেষপর্যন্ত। ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও মালিক কর্তৃপক্ষের হাতে হাতে ঘুরত নির্দিষ্ট বাগানের অডিট করা ব্যালেন্স শিট। দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় লাভক্ষতির খতিয়ান বিচার করে ঠিক হত, ওই বাগানে কত শতাংশ বোনাস পাবেন শ্রমিকরা। বাগানে বাগানে আলাদা মীমাংসার রীতিটা শেষ হয়ে গিয়েছিল শিল্পভিত্তিক চুক্তির প্রথা শুরু হওয়ায়।

সেটা বাম জমানায়। কয়েকটি মালিক সমিতি ও বেশ কয়েকটি ট্রেড ইউনিয়নের দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় নিষ্পত্তি না হলে শ্রম দপ্তরের উপস্থিতিতে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক করা ছিল দস্তুর। সেই প্রক্রিয়ায় কিন্তু সাধারণ শ্রমিকদের অংশগ্রহণ কমে গেল। আন্দোলনের ঝাঁঝ ফিকে হল। ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা বলে দিতেন, বৈঠকে কী হয় দেখে নিয়ে আন্দোলন হবে। একধাপ এগিয়ে তৃণমূল সরকার প্রথম থেকেই চা শিল্পে একতরফা হস্তক্ষেপের সংস্কৃতি চালু করেছে।

মজুরি চুক্তিতে ট্রেড ইউনিয়ন ও মালিকপক্ষ সহমত হতে যখন পারছিল না, তখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মজুরির অ্যাড হক বৃদ্ধি ঘোষণা করে দিলেন। পাহাড়ে গত বছর বোনাস নিয়ে জটিলতার সময় রাজ্য সরকার একতরফা ১৬ শতাংশ ঘোষণা করে দিল। চা শিল্পে শাসকদল তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন কিন্তু খুব দুর্বল। তার ওপর যেটুকু আছে, তাতে আছে গোষ্ঠীকোন্দল, খেয়োখেয়ি। দাবি আদায়ের শক্তিই নেই শাসকের সমর্থক ইউনিয়নের।

সেই পরিপ্রেক্ষিতে ২০ শতাংশ বোনাস ঘোষণা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের আর সুযোগই রাখল না। শ্রমিকদের অসন্তুষ্টি থাকার কথা নয়। সর্বোচ্চ বোনাস ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। ফলে প্রতিবাদ করলে হিতে বিপরীত হতে পারে। সরকারের একতরফা ঘোষণায় যে ফাটা বাঁশে আটকে পড়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হল, ট্রেড ইউনিয়নগুলির কফিনে আরেকটি বড় মাপের পেরেক নিঃসন্দেহে।

এতে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে চা বলয়ে তৃণমূলের জয় নিশ্চিত হল বলাটা অতি সরলীকরণ অবশ্যই। শুধু বেশি বোনাস নয়, ভোটের পাল্লা কোনদিকে ঝুঁকবে, তা নির্ভর করবে পঞ্চায়েতের প্রতি অসন্তোষ কতটা, জনগোষ্ঠীগত, ধর্মীয় কারণ ইত্যাদির ওপর। তবে শ্রমিক আন্দোলনের বারোটা তো বাজলই।

আজ

১৯০০

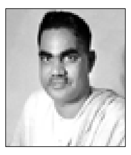

কবি সজনীকান্ত দাস আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন।

২০০৭

আজকের দিনে প্রয়াত হন সাহিত্যিক তারাপদ রায়।

আলোচিত

প্রথম কে মহাকাশে যান? আমার মনে হয়, পৃথিবীর প্রথম মহাকাশচারী হনুমানজি। যতক্ষণ আমরা নিজেদের হাজার হাজার বছরের পুরোনো জ্ঞান, সংস্কৃতি জানব না, ততক্ষণ ব্রিটিশরা আমাদের যেমন শিখিয়ে গিয়েছে, আমাদের জ্ঞান তেমনই থেকে যাবে।

- অনুরাগ ঠাকুর

ভাইরাল/১

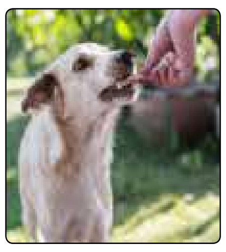

পথকুকুরদের খাওয়ানোর 'অপরাধে' উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে ইয়াশিকা শুক্লা নামে এক মহিলাকে মারধর। মোবাইলে ঘটনাটি রেকর্ড করেন মহিলার দিদি। কমল খান্না নামের অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হয়েছেন।

ভাইরাল/২

লন্ডনের চেয়ে মুম্বই বেশি সুরক্ষিত বলে দাবি ইংল্যান্ডের কনটেন্ট ক্রিয়েটর ওনাত সাইহানের। তিনি বিশ্বের ত্রিশটি রাজধানী শহরে রিল বানিয়েছেন। লন্ডনে শুটিং করার সময় পুলিশ তাঁকে ফোন চুরির ব্যাপারে সাবধান করে। মুম্বইয়ে যদিও তাঁর সেরকম কোনও অভিজ্ঞতা হয়নি।

জনমন
জনমত

ফুটপাথের দোকান ভেঙে গরিবদের বিপদে ফেলা হচ্ছে

দেওয়ানগঞ্জ এলাকায় কিছু গরিব মানুষ রাস্তার ধারে ছোট্ট দোকান সাজিয়ে জীবিকার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁরা কোনও বড় ব্যবসায়ী নন, কোনও দালানকোঠার মালিকও নন। তাঁরা দিন আনি দিন খাই মানুষ, সংসারে যাঁদের উনুন জ্বালানোর একমাত্র ভরসা এই সামান্য দোকান।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সম্প্রতি সরকারি কর্মচারীদের হাতে তাঁদের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। তাঁদের দোকান ভাঙচুর করা হল। জীবিকার পথ কেড়ে নেওয়া হল। প্রশ্ন ওঠে, সরকার কি সেই জায়গায় কোনও উন্নয়নমূলক কাজ এখনই করতে চলেছে? যদি না হয়, তাহলে কেন এভাবে গরিব মানুষের দু'বেলার ভাত ছিনিয়ে নেওয়া হল?

যেখানে সরকার দিনরাত গরিবকল্যাণের কথা বলে, সেখানে বাস্তবে দেখা যায়, গরিবদের ঘাম ঝরানো জীবিকাই সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মুখে। বড় বড় দখলদার, প্রভাবশালী ব্যবসায়ীরা থাকে অক্ষত। অথচ পেটের দায়ে দোকান বসানো সাধারণ মানুষজনের উপরেই নামে গর্জে পড়া আইন। এই অবস্থায় সরকারের কাছে দাবি, অবিলম্বে এই ধরনের ভাঙচুর বন্ধ হোক। গরিব মানুষের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হোক এবং বিকল্প জায়গায় দোকান বসানোর সুযোগ দেওয়া হোক।

সরকার যদি প্রকৃত অর্থে 'গরিবের বন্ধু' হতে চায়, তাহলে তাঁদের অন্নের পথ কেড়ে নেওয়া নয়, বরং রক্ষার ব্যবস্থা করা জরুরি। কারণ দেশের উন্নয়ন মানে শুধু রাস্তা, দালান, সেতু নয়- দেশের প্রতিটি সাধারণ মানুষের মুখে হাসি, ঘরে উনুন জ্বালাতে পারার নিশ্চয়তাই প্রকৃত উন্নয়ন।

রশান রাম
ভাওলাগঞ্জ মোড়, হলদিবাড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩৩২০৪৫০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০১৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৩৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

একটি চারাগাছ ও সবজান্তা এআই বন্ধু

কোনও কিছু জানার প্রয়োজন হলেই পড়ুয়ারা গুগল, এআই-এর দ্বারস্থ হয়ে পড়ছে। নিজে থেকে চিন্তার শক্তি কমছে।

পঙ্কজকুমার ঝা

কয়েক বছর আগের কথা। এখন আলিপুরদুয়ারের এক স্কুলে কর্মরত হলেও সেই সময় শিলিগুড়িতে এক নামী স্কুলে শিক্ষকতা করতাম। একদিন ক্লাসে পড়ানোর সময় আমি একটি ছাত্রকে জিজ্ঞেস করলাম - 'তুমি কখনও চারাগাছ দেখেছ?' সে চোখ কুঁচকে উত্তর দিল, 'চারাগাছ মানে?' আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, 'মানে খুব ছোট একটি গাছ, যেটা মাটি ফুঁড়ে অঙ্কুরিত হয়।' সে মাথা নাড়ল - 'না স্যার, কখনও দেখিনি!' সেদিন শুধু সেই নয় - তার পাশে বসে থাকা বেশিরভাগ বন্ধুও একইরকম উত্তর দিয়েছিল। তারা কোনওদিন চারাগাছ দেখেছে কি না তা কেউই নিশ্চিতভাবে বলতে পারেনি। খুব অবাক হয়ে পড়েছিলাম। একজন শিক্ষার্থী, যাকে আমরা 'উন্নত শহরের আধুনিক ছাত্র' বলে গর্ব করি, কীভাবে মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে হয়, কীভাবে গুগলে তথ্য খুঁজতে হয় সেসব জানে কিন্তু মাটির গন্ধ কেমন তা তার জানা নেই। খুব ছোট অবস্থায় থাকা একটি গাছের দিকে তার তাকানোর সময়টুকুও নেই।

এর কিছুদিন পর আমি বালিচকের একটি গ্রামীণ স্কুলে গিয়েছিলাম। সেখানে আমি দেখলাম, ছাত্রছাত্রীরা সংখ্যায় অনেক বেশি, হয়তো প্রযুক্তিগত দিক থেকে তারা অনেক পিছিয়ে, কিন্তু তাদের চোখে ছিল জানার আগ্রহ, মনোযোগ, আর বইয়ের প্রতি ভালোবাসা। শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে একটি আন্তরিক সম্পর্ক ছিল - সরাসরি, হৃদ্যতাপূর্ণ। তারা হয়তো চটজলদি কোনও তথ্য খুঁজে পায় না, কিন্তু পড়াশোনায় তাদের নিষ্ঠা চোখে পড়ার মতোই।

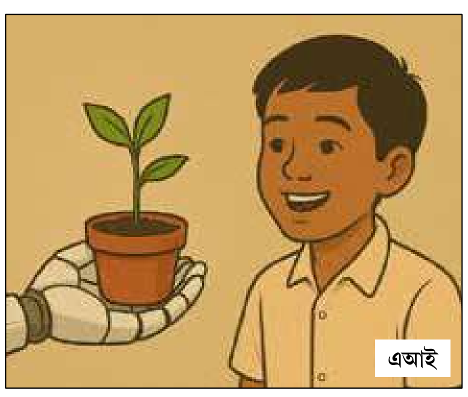

এই দুই অভিজ্ঞতা আমাকে ভাবতে বাধ্য করল, আমাদের বর্তমান শিক্ষা কি প্রযুক্তির আলোয় আলোকিত হচ্ছে, নাকি তার ছায়ায় ঢেকে যাচ্ছে শিক্ষার শিকড়? এক সময় আমরা পড়াশোনার জন্য বইয়ের পাতা ওলটাতাম। উত্তর খুঁজতে গিয়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পড়ে ফেলতাম। লাইব্রেরির কোনায় বসে কেটে যেত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। উত্তর খুঁজতে গিয়ে অনেক অজানা তথ্য জানা হয়ে যেত, কৌতূহল তৈরি হত, মস্তিষ্ক সক্রিয় থাকত। আজকের দিনে ছাত্ররা একটি প্রশ্ন পেলে সরাসরি গুগলে সার্চ করে, কয়েক সেকেন্ডেই রেডিমেড উত্তর পেয়ে যায়। আর একটু বড় করে কোনও কিছুর প্রয়োজন হলে তো চ্যাটজিপিটি বা গুগল জেমিনির মতো এআই বন্ধুরা আছেই। একবার দ্বারস্থ হলেই হল, এক্কেবারে হাতেগরম সার্ভিস। ভাবনা, অনুধাবন, বিশ্লেষণের আর সময় কোথায়!

আজ প্রযুক্তি আমাদের স্মৃতিশক্তি, মনোযোগ ও সৃজনশীলতাকে গ্রাস করেছে। শিক্ষার্থীরা মুখস্থ করতে চায় না, প্রশ্ন বিশ্লেষণ করতে চায় না। তারা জানে এক ক্লিকেই সব উত্তর পাবে। এতে তাদের মস্তিষ্ক অলস হয়ে পড়ছে, চিন্তা করার ক্ষমতা লোপ পাচ্ছে, মৌলিক দক্ষতার অবক্ষয় ঘটছে। তবে আমি কিন্তু প্রযুক্তির বিরোধিতা করছি না। আমরা শিক্ষকরা সবাই চাই, পড়ুয়ারা প্রযুক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করুক, তাকে হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করুক - কিন্তু প্রযুক্তির দাস হয়ে পড়াটা একদমই নাপসন্দ।

শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কেবল তথ্য আহরণ নয়, বরং মানুষের মধ্যে মানবিক গুণ, বাস্তব জ্ঞান ও পরিবেশের সঙ্গে আত্মিক সংযোগ সৃষ্টি করা। যদি আমার ছাত্র জীবনে কোনওদিন চারাগাছ না দেখে বড় হয়, মাটির গন্ধ না চেনে, তবে সে কেমন শিক্ষা পেল? এই শিক্ষা না থাকলে কিন্তু জীবন চিরকাল অসম্পূর্ণই থেকে যাবে।

(লেখক পেশায় শিক্ষক। আলিপুরদুয়ারে কর্মরত।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২২৬

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। নরম ও পাতলা রেশমি বস্ত্র ৪। মালিশ করতে লাগে ৫। মহিলাদের লাস্য বা ছলাকলা ৭। পর্ণমৃগ অথবা শাখামৃগ ৮। সুতোর কারুকাজ করা মাদুর ৯। লাল রংয়ের ঝাঁটিফুল ১১। যাচাই বা মূল্যায়ন করা ১৩। কেরোসিনের বাতি ১৪। আংশিক মানুষ, আংশিক পাখি ১৫। দেবতাদের ব্যঞ্জন।

উপর-নীচ : ১। কোনও কিছুর অসাধারণ গুণ বা প্রভাব ২। বলদ বা ষাঁড় ৩। কলকাতার কাছেই উত্তর ২৪ পরগনার পুরসভা শহর ৬। উত্তরবঙ্গের প্রাচীন ঐতিহাসিক অঞ্চল ৯। গণ্ডগোল করা যার স্বভাব ১০। কঠোর বিধিনিষেধ ১১। জমির মালিকানা সম্পর্কিত দলিল ১২। পার্বত্য এলাকার ভারবাহী প্রাণী।

সমাধান ■ ৪২২৫

পাশাপাশি : ১। আসবাব ৩। আলাপ ৫। সাফকবলা ৭। ককুদ ৯। পেটিকা ১১। প্রপিতামহ ১৪। তাজিম ১৫। দ্রাক্ষালতা।

উপর-নীচ : ১। আধ্যাত্মিক ২। বচসা ৩। আঙ্গিক ৪। পয়লা ৬। বাউটি ৮। কুলপি ১০। কাতরতা ১১। প্রণেতা ১২। তালিম ১৩। হরিদ্রা।

বিন্দুবিসর্গ

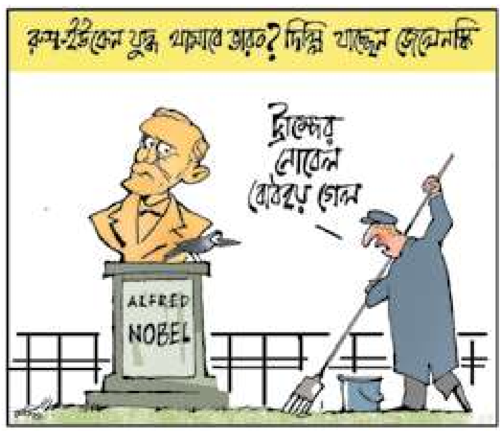
রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ থামবে কবে? দিল্লি যাচ্ছেন জেলেনস্কি
ট্রাম্পের নোবেল বেরিয়ে গেল
ALFRED NOBEL

পাক মহিলাও বিহারে ভোটার

পাটনা, ২৪ অগাস্ট : বিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর নিয়ে বিতর্ক যেন থামতেই চাইছে না। নির্বাচন কমিশন সম্প্রতি যে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে তাতে ভাগলপুরে ২ জন পাকিস্তানি মহিলা নাগরিকেরও নাম রয়েছে। ১৯৫৬ সালে তাঁরা ভারতে এসেছিলেন। তাঁদের হাতে ভোটার কার্ডও রয়েছে। বিশেষ নিবিড় সংশোধনে দুজনেরও নাম যাচাই করেছিল কমিশন। তারপরও ওই পাক মহিলা কীভাবে বিহারের ভোটার তালিকায় থেকে গেলেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। স্বাভাবিকভাবেই এমন ঘটনায় নড়েচড়ে বসেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। ভাগলপুরের জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারকে ইতিমধ্যে তদন্তে নেমে ওই দুই মহিলার নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওই দুই নাগরিকই বয়স্ক মহিলা। ভাগলপুরের ভোটার তালিকায় নাম থাকা ওই দুই বয়স্ক মহিলার একজনের নাম ইমরানা খানাম ওরফে ইমরানা খাতুন। তাঁর স্বামীর নাম ইবতুল হাসান। অপরজনের নাম ফিরদৌসিয়া খানাম। তাঁর স্বামীর নাম তফজিল আহমেদ। ওই দুজন মহিলা বর্তমানে থাকেন ভাগলপুরের ভিকানপুর গুমটির তিন নম্বর ট্যাংক লেনে।

বিদ্যুৎকেন্দ্রে ড্রোন হামলা

মস্কো, ২৪ অগাস্ট : রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে শান্তি প্রচেষ্টা আপাতত বিশবাঁও জলে। এবার রাশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলের কুরস্ক অঞ্চলে একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে ড্রোন হামলা চালাল ইউক্রেন। এমনই দাবি করেছে ক্রেমলিন। হামলায় বিদ্যুৎকেন্দ্রে আগুন লাগার ঘটনা ঘটলেও তা নিয়ন্ত্রণে আনা গিয়েছে। মস্কো জানিয়েছে, হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি। একটি ট্রান্সফর্মারের ক্ষতি হয়েছে। বিকিরণের মাত্রা স্বাভাবিক সীমার মধ্যে আছে।

রবিবার স্বাধীনিতা দিবস উদযাপন করছে ইউক্রেন। তার আগের দিনে হামলা চালাল কিভ। স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, ইউক্রেন শান্তি চায়। আমাদের ভবিষ্যৎ আমরাই নির্ধারণ করব। শত্রু দেশ আমাদের পারমাণবিককেন্দ্রে আঘাত হেনেছিল। তাতে তেল শোধনাগারগুলি পুড়ে যায়। আমরা আলো পাইনি। তাপ পাইনি। এবার ইউক্রেন আঘাত হেনেছে। শান্তি প্রচেষ্টার আবেদনে আমরা সাড়া পাইনি। ইউক্রেন জয়ী হয়নি ঠিকই, কিন্তু হারেওনি।

সোনমের জমি বরাদ্দ বাতিল

লে, ২৪ অগাস্ট : পরিবেশকর্মী ও শিক্ষাবিদ সোনম ওয়াংচুকের স্বপ্নের প্রকল্প হিমালয়ান ইনস্টিটিউট অফ অলটারনেটিভ লার্নিং (হেইল)। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির জন্য ৫৪ হেক্টর জমি বরাদ্দ করেছিল কেন্দ্রশাসিত লাদাখ প্রশাসন। ৪০ বছরের জন্য জমিটি হেইল কর্তৃপক্ষকে লিজ দেওয়া হয়েছিল। আচমকা সেই লিজ বাতিল করা হয়েছে। ঘটনায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে গোটা লাদাখে। জমি বাতিলকে লাদাখের ওপর আঘাত বলে দাবি করেছে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি। সরব হয়েছেন খোদ সোনম। তাঁর সাফ কথা, ‘আমাকে নিশানা করা হয়নি। লাদাখকে আঘাত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে লে অ্যাপেক্স বডি এবং কার্গিল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্সকে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা চলছে।’

লাদাখ প্রশাসন অবশ্য সোনমের অভিযোগ মানতে রাজি হয়নি। লে-র উপকমিশনারের দপ্তর জানিয়েছে, যেসব শর্তে সোনমের প্রতিষ্ঠানকে জমি দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি পূরণ হয়নি। সেই কারণে জমি ফিরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ওই জমি থেকে যাবতীয় নির্মাণ সরিয়ে ফেলতে বলা হয়েছে।

বিয়ের প্রসঙ্গ

আরারিয়া, ২৪ অগাস্ট : ভারতীয় রাজনীতিতে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে মোস্ট এলিজেবল ব্যাচেলর বলাই যায়। তিনি কবে সাতপাকে বাঁধা পড়বেন সেই জল্পনার অন্ত নেই। রবিবার আরারিয়ায় ভোটার অধিকার যাত্রায় ফের উসকে উঠল তাঁর বিবাহ প্রসঙ্গ। এদিন এক যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে কথা প্রসঙ্গে এলজেপি(রামবিলাস) নেতা চিরাগ পাসোয়ানকে বিয়ে করার পরামর্শ দেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। তিনি বলেন, চিরাগ পাসোয়ানকে আমার পরামর্শ হল উনি যেন বিয়েটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলেন।’ তখন তাঁর পাশে বসে থাকা রাহুল গান্ধি স্মিত হেসে বলেন, ‘এই কথাটি তো আমার ওপরও প্রযোজ্য।’ রাহুলের কথা শুনে লালু-পুত্রের হাসিমুখে জবাব, ‘আপনাকে তো এই কথাটি কবে থেকে বাবা বলছেন।’ এবার দেখার রাহুল না চিরাগ, বিয়ের পিঁড়িতে কে আগে বসেন।

পালানোর চেষ্টায় পুলিশের গুলিতে জখম নয়ডায়

স্ত্রীকে পুড়িয়ে ‘খুনে’ ধৃত

নয়াদিল্লি, ২৪ অগাস্ট : গ্রেটার নয়ডার বাসিন্দা বিপিন ভাটির সঙ্গে নিকির বিয়ে হয়েছিল ২০১৬-তে। গত বৃহস্পতিবার সেই নিকিকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় শ্বশুরবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেন প্রতিবেশীরা। গুরুতর আহত তরুণীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গ্রেটার নয়ডার সিরসা এলাকায়। নিকির পরিবারের দাবি, মেয়েকে পুড়িয়ে মেরেছে শ্বশুরবাড়ির লোকজন।

খুনিদের গুলি করে মারা উচিত। এটা যোগীজির রাজ্য। যারা অভিযুক্ত, তাদের বাড়ি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হোক।

ভিখারি সিং পায়লা
নিকির বাবা

তখন ছিল সুখের দিন। একফ্রেমে নিকি ও বিপিন। *-ফাইল চিত্র*

তাঁরা জানিয়েছেন, বিয়ের পর থেকেই পণের জন্য নিকির ওপর অত্যাচার করত বিপিন ও তার পরিবার। মেয়ের পরিবারের কাছে ৩৬ লক্ষ টাকা পণ দাবি করেছিল তারা। টাকা পাওয়ার পরেও নিকিকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। একই কথা জানিয়েছে মৃতার নাবালক ছেলেও। তার দাবি, মায়ের ওপর কিছু তরল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। প্রাণ বাঁচাতে জ্বলন্ত অবস্থাতেই বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে আসেন নিকি। সিঁড়ি দিয়ে তাঁর জ্বলন্ত অবস্থায় নেমে আসার সাক্ষী বেশ কয়েকজন। নিকির ওপর ভয়াবহ অত্যাচারের একাধিক ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। স্ত্রীকে খুনের অভিযোগে বিপিনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তারির সময় এক পুলিশ আধিকারিকের পিস্তল ছিনিয়ে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করেছিল সে। তাকে ঠেকাতে পালটা গুলি চালায় পুলিশ। আহত অবস্থায় বিপিনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার পায়ে গুলি লেগেছে। রবিবার বিপিনের মাকেও গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

বিপিন ও তার পরিবারের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন নিকির বাবা ভিখারি সিং পায়লা। উত্তরপ্রদেশ প্রশাসনের কাছে জামাইয়ের বাড়ি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তিনি। নিকির বাবার কথায়, ওই খুনিদের গুলি করে মারা উচিত। এটা যোগীজির রাজ্য। যারা অভিযুক্ত, তাদের বাড়ি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হোক। নয়তো আমরা অনশন করব। তিনি বলেন, ‘বিপিন প্রথমে পণ হিসাবে স্করপিও দাবি করেছিল। আমরা সেটা দিয়েছিলাম। তারপর একটি বুলেট বাইক চায়। সেই দাবিও মেনে নিই। আমার মেয়ে পার্লার চালিয়ে ওদের সংসার চালাত। কিন্তু তারপরেও ওর ওপর অকথ্য অত্যাচার করা হত।’

পুলিশ সূত্রে খবর, নিকির বাবা কিছুদিন আগে একটি মার্সেডিজ কিনেছিলেন। সেই গাড়ির দিকেও জামাইয়ের নজর পড়েছিল। জামাই ছাড়াও তার মা, বাবা ও বোনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন ভিখারি সিং।

বিপিন অবশ্য স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ মানতে রাজি হয়নি। তার কথায়, ‘পণের দাবি ঠিক নয়। আমি ওঁকে খুন করিনি। নিকি আত্মহত্যা করেছে।’

বাইকে রাহুল, চুমুতে বিড়ম্বনা

পাটনা, ২৪ অগাস্ট : মোটরবাইক চালানোর ইচ্ছা থাকলেও নিরাপত্তার কড়াকড়িতে সবসময় তা যে করতে পারেন না, সেই কথা একদা নিজের মুখেই স্বীকার করেছিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। যদিও পরবর্তী সময়ে সেই প্রোটোকলকে সঙ্গে করেই লাদাখের দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় স্পোর্টস বাইক নিয়ে সফরে বেরিয়েছিলেন তিনি। জনসংযোগের লক্ষ্যে হলেও সেই বাইক সফরের অনেকটাই ছিল অ্যাডভেঞ্চারমুখী। কিন্তু রবিবার ভোটার অধিকার যাত্রার অষ্টম দিনে বিহারের পূর্ণিয়া থেকে আরারিয়ায় পৌঁছে সেখানকার রাস্তায় লোকসভার বিরোধী দলনেতা যেভাবে কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে বুলেট বাইক ছোটালেন, তাতে শাসক এনডিএ শিবিরের অস্বস্তি বাড়ল বই কমল না। রাহুলের সঙ্গে যোগ্য সঙ্গ দিলেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব।

ভোটার অধিকার যাত্রার ফাঁকে এক চা দোকানির সঙ্গে রাহুল। রবিবার।

দু’জনেই বাহন হিসেবে বেছে নেন কালো রংয়ের বুলেট বাইক। মাথায় হেলমেট পরে রাহুল এবং তেজস্বী বাইক যাত্রা শুরু করেন। রাহুলের পিছনে বসেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রাজেশ কুমার। কংগ্রেস, আরজেডি, সিপিআই(এম-এল) লিবারেশনের কর্মী-সমর্থকদের অনেকেই ওই বাইক মিছিলে শরিক হন। কেউ কেউ রাহুল-তেজস্বীর গতির সঙ্গে তাল মেলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়েও যান। বিরোধী মহাজোটের ‘বড়ে মিয়াঁ ছোটে মিয়াঁ’র এহেন ‘ধুম’ শো সামলাতে রীতিমতো গলদঘর্ম অবস্থা হয় তাঁদের দায়িত্বে থাকা নিরাপত্তারক্ষীদের। নিরাপত্তাবেষ্টনী ভেঙে এক অত্যুৎসাহী সমর্থক রাহুলের কাছে এগিয়ে আসেন। তাঁকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করেন। তখন রাহুলের নিরাপত্তারক্ষী এসে তাকে ধাক্কা মেরে দূরে সরিয়ে দেন এবং চড় মারেন। অনেকে রাহুলের সঙ্গে করমর্দন করার চেষ্টা করেন। তখন খানিকটা উষ্মা প্রকাশ করেন তিনি। এহেন নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জ নেওয়ায় প্রশ্নের মুখে পড়েছেন রাহুল।

পরে আরারিয়া সার্কিট হাউসে রাহুল, তেজস্বী, দীপঙ্কর ভট্টাচার্যরা একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন। সেখানে রাহুল বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন, নির্বাচন কমিশনার এবং বিজেপির মধ্যে পার্টনারশিপ রয়েছে। খসড়া তালিকা থেকে ৬৫ লক্ষের নাম বাদ গিয়েছে এটা সত্যি। অথচ বিজেপি এটা নিয়ে কিছু বলছে না। কারণ পার্টনারশিপ রয়েছে।’ তিনি বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন আমার কাছে হলফনামা চাইছে। অনুরাগ ঠাকুরও এই ধরনের কথা বলেছিলেন। কিন্তু তাঁর কাছে কিছু চাওয়া হচ্ছে না। আমরা বিহারে কিছুতেই ভোট চুরি করতে দেব না।’ অন্যদিকে তেজস্বী বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন এখন বিজেপির অঙ্গ হিসেবে কাজ করছে। নরেন্দ্র মোদির থেকে এত মিথ্যাবাদী প্রধানমন্ত্রী আর কেউ হননি। সমাজে বিষ ছড়াচ্ছেন ওঁরা।’

এদিন পূর্ণিয়ায় যাত্রা শুরুর সময়ও রাহুল, তেজস্বী, দীপঙ্কর ভট্টাচার্যরা কমিশন ও বিজেপিকে নিশানা করেছিলেন। এসআইআরের নামে গরিবদের ভোট চুরির অভিযোগ তোলেন রাহুল। বিজেপি অবশ্য স্বাভাবিকভাবেই ভোট চুরির অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে খারিজ করে দিয়েছে।

গণপতি বাপ্পা মোরিয়া... *গণেশ চতুর্থীর আগে প্যান্ডেলমুখী গণপতি। রবিবার মুম্বইয়ে।*

‘রুশ তেল নিয়ে ভাবুক দিল্লি’

ওয়াশিংটন, ২৪ অগাস্ট : দেশের স্বার্থে রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল কেনা বাড়িয়েছে নয়াদিল্লি। এ বিষয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে মোদি সরকার। তারপরেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ভারতের কড়া সমালোচনা করে ভারতীয় পণ্যে সর্বাধিক শুল্ক আরোপ করেছেন। শুল্ক আরোপের পরে বিদেশমন্ত্রী জয়শংকর দেশের বক্তব্য স্পষ্ট করেছেন। এই পরিস্থিতিতে ট্রাম্পের রিপাবলিকান দলের নেত্রী ভারতীয় বংশোদ্ভূত নিকি হ্যালি সতর্ক করে দিলেন।

রবিবার নিকি হ্যালি জানিয়েছেন, রাশিয়া থেকে তেল আমদানির ব্যাপারে আমেরিকার সঙ্গে ভারতের বনিবনার যে অভাব ঘটেছে, তা দ্রুত মিটিয়ে ফেলার পদক্ষেপ করুক নয়াদিল্লি। মোদি সরকার বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে দেখুক। নিকি এক্স হ্যান্ডেলে এও লিখেছেন, ‘বাণিজ্য নিয়ে মতবিরোধিতা, রুশ তেল আমদানির মতো বিষয়গুলি নিয়ে দু’দেশের মধ্যে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। চিনের মোকাবিলায় আমরা যেন আমাদের লক্ষ্য থেকে সরে না আসি।’

রাশিয়া থেকে তেল আমদানি বাড়ানোয় আমেরিকার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক এখন তলানিতে। বিশ্বের প্রাচীনতম গণতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এখন অস্থিরতায় পূর্ণ।

পড়ুয়ার মৃত্যু

ইটানগর, ২৪ অগাস্ট : সরকারি বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হল এক তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রের। রবিবার ভোররাতে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে অরুণাচলপ্রদেশের শি-ইয়োমি জেলার তাতোয়। পুলিশ জানিয়েছে, আগুনে ঝলসে মারা গিয়েছে আট বছরের পড়ুয়া তাশি জেমপেন। আহত হয়েছে আরও তিন ছাত্র। যাদের বয়স আট থেকে ১১-র মধ্যে। আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি।

বিলে সইয়ের সময়, সুপ্রিম প্রশ্নে রাজ্যপাল

নয়াদিল্লি, ২৪ অগাস্ট : রাজ্য বিধানসভায় কোনও বিল অনন্তকাল ধরে ফেলে রাখা নিয়ে ফের সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্নের মুখে পড়ল রাজভবন। প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের নেতৃত্বাধীন পাঁচ সদস্যের বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, ‘বিধানসভায় পাশ হওয়া কোনও বিল যদি রাজ্যপাল দিনের পর দিন ফেলে রাখেন এবং কোনও সিদ্ধান্ত না নেন, তাহলে সংবিধানের রক্ষক হিসেবে সুপ্রিম কোর্ট নীরব হয়ে থাকবে?’ বৃহস্পতিবার একটি মামলার শুনানিতে শীর্ষ আদালতের আগের নির্দেশের বিরুদ্ধে সওয়াল করেছিল কেন্দ্র। সরকারের যুক্তি ছিল, রাজ্যপাল কোনও বিলে সই করবেন কি করবেন না, সেই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

জবাবে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের বক্তব্য, ‘রাজ্যপালের হাতে যদি কোনও একটি নির্দিষ্ট কাজ দেওয়া থাকে এবং তিনি যদি সেটি বছরের পর বছর ফেলে রাখেন, তাহলে কি সেটি বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার এক্তিয়ারের বাইরে থাকবে? বিচারপতিদের প্রশ্ন, সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যপালের যা যা করণীয় তা যদি তিনি না করেন, তাহলে আদালত কি ওই নিষ্ক্রিয়তা খতিয়ে দেখবে না? গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো প্রশ্নের মুখে পড়ে গেলে কিছুই বলবে না আদালত? রাজ্যপাল বিল ফেলে রাখলে একটি নির্বাচিত রাজ্য সরকারের করণীয় কী হবে? সেখানকার মানুষদেরই বা কী হবে?’

সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যপালের যা যা করণীয় তা যদি তিনি না করেন, তাহলে আদালত কি ওই নিষ্ক্রিয়তা খতিয়ে দেখবে না?

সুপ্রিম কোর্ট

জবাবে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, ‘রাজ্যপালকে সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার অর্থ সরকারের তিন বিভাগের মধ্যে যে সূক্ষ্ম ভারসাম্য রয়েছে, তা হারিয়ে ফেলা। রাজ্যপাল ও রাজ্যের মধ্যে দ্বন্দ্বের জেরে অচলাবস্থা তৈরি হলে তার সমাধান রাজনৈতিকভাবেই হওয়া উচিত।’ এর আগে শীর্ষ আদালত যেভাবে রাজ্যপাল ও রাষ্ট্রপতির জন্য সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ১৪টি সাংবিধানিক প্রশ্ন তুলে সুপ্রিম কোর্টের মতামত জানতে চেয়েছিলেন। বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে পাঁচ সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চ গঠন করা হয়।

দিল্লিতে এক অনুষ্ঠানের পর কচিকাঁচাদের সঙ্গে নভশ্চর শুভাংশু শুক্লা।

প্রথম নভশ্চর হনুমান : অনুরাগ

নয়াদিল্লি, ২৪ অগাস্ট : সদ্য দেশে ফিরেছেন আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে পা রাখা প্রথম ভারতীয় নভশ্চর শুভাংশু শুক্লা। তাঁকে এলাহি সংবর্ধনা দেওয়ার পাশাপাশি গগনযান প্রকল্প এবং ভারতীয় অন্তরীক্ষ স্টেশনের মডিউলের মডেল প্রকাশ করে মহাকাশ গবেষণা ঘিরে জোর কদমে চর্চা শুরু হয়েছে ভারতে। কিন্তু এই উদ্দীপনার মধ্যেই বিতর্ক তৈরি করেছেন বিজেপি সাংসদ তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। জাতীয় মহাকাশ দিবস উপলক্ষ্যে শনিবার একটি পিএম-শ্রী স্কুলে গিয়েছিলেন তিনি। ছাত্রছাত্রীদের কাছে তিনি জানতে চান, প্রথম মহাকাশযাত্রী কে ছিলেন। পড়ুয়ারা উত্তর দেন, নীল আর্মস্ট্রং। তখন হাসিমুখে অনুরাগ উত্তর দেন, ‘আমার তো মনে হয় পবনপুত্র হনুমানই প্রথম মহাকাশচারী ছিলেন।’ বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিতে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, ‘আমরা বর্তমানকে নিয়েই ভাবছি। কিন্তু আমরা যদি আমাদের হাজার বছরের প্রাচীন সংস্কৃতি, জ্ঞান, ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত না হই তাহলে ব্রিটিশরা আমাদের যেমনটা দেখিয়েছিল আমরা শুধুমাত্র সেটিই দেখব। আমি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অনুরোধ করব, পাঠ্যবইয়ের বাইরে গিয়ে চিন্তাভাবনা করতে শেখান।’

ঘটনা হচ্ছে, মহাকাশে প্রথম মানুষের নাম ছিল ইউরি গ্যাগারিন। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের এই নভশ্চর ১৯৬১ সালে মহাকাশে গিয়েছিলেন। মার্কিন নভশ্চর নীল আর্মস্ট্রং ছিলেন চাঁদের মাটিতে পা রাখা প্রথম মানব। গ্যাগারিন এবং আর্মস্ট্রংয়ের বিষয়টি অনুরাগ কেন পড়ুয়াদের সামনে তুলে ধরলেন না সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রথম ভারতীয় মহাকাশযাত্রী রাকেশ শর্মা।

গগনযান প্রথম পরীক্ষা সফল

শ্রীহরিকোটা, ২৪ অগাস্ট : এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জন করল ভারতীয় গবেষণা সংস্থা ইসরো। গগনযান মিশনের প্যারাসুট ভিত্তিক ডিসেলারেশন সিস্টেমের পুরো প্রক্রিয়া দেখানোর জন্য প্রথম ইন্টিগ্রেটেড এয়ার ড্রপ টেস্ট (আইএডিটি-০১) সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। ইসরোর সঙ্গে পরীক্ষায় সহযোগিতা করেছে ভারতীয় বায়ুসেনা, প্রতিরক্ষা গবেষণা সংস্থা ডিআরডিও, নৌবাহিনী ও দেশের উপকূল রক্ষীবাহিনী। পরীক্ষাটি ভারতের প্রথম মানব মিশন গগনযানের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

গগনযান মিশনের লক্ষ্য হল তিনজন মহাকাশচারীকে ৪০০ কিলোমিটার উচ্চতায় পৃথিবীর কক্ষপথে তিনদিনের জন্য মিশনে পাঠিয়ে তাঁদের নিরাপদে ভারতীয় জলসীমায় অবতরণ করানো। এই মিশনে সাফল্য পেতে প্যারাসুট ভিত্তিক ডিসেলারেশন সিস্টেম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা ক্রু মডিউলের গতি কমিয়ে নিরাপদে অবতরণ নিশ্চিত করে।

দোভালের ডেপুটি

নয়াদিল্লি, ২৪ অগাস্ট : ভারতের ডেপুটি জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হলেন অনীশ দয়াল সিং। ১৯৮৮ সালের মণিপুর ক্যাডারের এই আইপিএস আধিকারিক সিআরপিএফ এবং আইটিবিপির প্রাক্তন ডিজি। গত বছর ডিসেম্বরে তিনি অবসর নেন। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা (এনএসএ) অজিত দোভালের ডেপুটি হিসেবে তাঁর হাতে থাকবে জম্মু ও কাশ্মীর, মাওবাদ এবং উত্তর-পূর্বের বিচ্ছিন্নতাবাদের মতো দেশের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা সামলানোর দায়িত্ব।

শিকাগোয় নামছে সাঁজোয়া গাড়ি

ওয়াশিংটন, ২৪ অগাস্ট : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনের পর শিকাগো। তারপর নিউ ইয়র্ক।

পেন্টাগন ওয়াশিংটনে সামরিক বাহিনী মোতায়েন আগেই করেছে। তার রেশ এখনও কাটেনি। এবার শিকাগোয় সেনা মোতায়েনের পরিকল্পনা করেছে মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর। বিষয়টি নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছে। অনেকেই বলছেন, এটা গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক। আমেরিকার এক প্রথমসারির দৈনিক বলছে, শিকাগোর পর নিউ ইয়র্কেও সেনা মোতায়েন করা হবে।

হোয়াইট হাউস সূত্রে খবর, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শিকাগোয় অপরাধ, অসামাজিক কাজকর্ম ও অবৈধ অভিবাসন রুখতে সামরিক বাহিনী মোতায়েনের পদক্ষেপ করছেন। ‘দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট’-এ বলা হয়েছে, গত কয়েক সপ্তাহ থেকেই মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ পেন্টাগন শিকাগোতে সেনা মোতায়েনের ব্যবস্থা নিচ্ছে। সেপ্টেম্বরেই কয়েক হাজার ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন করা হবে শিকাগোতে।

ট্রাম্প শিকাগোর আইনশৃঙ্খলা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে শহরের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষায় শিকাগোর মেয়রকে ‘অযোগ্য’ বলে দাবি করে শুক্রবার জানান, শিকাগোর পরিস্থিতি ঠিক করাই তাঁর লক্ষ্য। প্রেসিডেন্টের পরিকল্পনার কড়া সমালোচনা করেছেন শিকাগোর মেয়র ব্র্যান্ডন জনসন। ইলিনয় প্রদেশের গভর্নর প্রিটজকারও ট্রাম্পের সমালোচনা করেছেন। তাঁরা ট্রাম্পের পরিকল্পনাকে অযৌক্তিক বলে দাবি করে স্থানীয় বাহিনী দিয়েই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা যায় বলে জানিয়েছেন।

বিষয়টি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে তোলপাড় হলেও ওয়াশিংটন কিংবা পেন্টাগন কেউই কোনও বিবৃতি দেয়নি।

’৭১ জটে পাক মন্ত্রীর কথায় আপত্তি ঢাকার

ঢাকা, ২৪ অগাস্ট : ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ এবং গণহত্যাকে পাশ কাটিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মজবুত করবে পাকিস্তান। রবিবার ঢাকা সফরের দ্বিতীয় দিনে এমনই ইঙ্গিত দিলেন পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী তথা বিদেশমন্ত্রী ইসহাক দার। একধাপ এগিয়ে দাবি করলেন, মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যা নিয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের যেসব অভিযোগ রয়েছে, সেগুলির সমাধান নাকি আগেই হয়ে গিয়েছে।

এদিন দুপুরে ঢাকার হোটেল সোনারগাঁওয়ে বাংলাদেশের বিদেশ উপদেষ্টা মহম্মদ তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে বৈঠক করেন ইসহাক দার। দেখা করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস এবং বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গে। ঢাকায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে দার বলেন, ‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। যে বিষয়গুলিকে অমীমাংসিত বলে দাবি করা হচ্ছে, সেগুলি সমাধানের জন্য একবার নয়, দু’বার পদক্ষেপ করা হয়েছে। ১৯৭৪-এ প্রথমবার। ওই সময় দুই দেশের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক দলিল স্বাক্ষরিত রয়েছে। এরপর ২০০০ সালে জেনারেল পারভেজ মুশারফ বাংলাদেশে এসে খোলামনে বিষয়টির সমাধান করেছেন।’ তবে দু’বার পাকিস্তানের তরফে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, তার ব্যাখ্যা দেননি ইসহাক দার। তাঁর কথায়, ‘আমি মনে করি, পরিবারের মধ্যে, দুই ভাইয়ের মধ্যে কোনও কিছুর একবার সমাধান হলে, সেটা হয়ে গিয়েছে।’ বাংলাদেশের বিদেশ উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন বলেন, ‘৫৪ বছরের অমীমাংসিত সমস্যা একদিনে সমাধান হবে এমন প্রত্যাশা কেউ করবে না। দু’পক্ষ একমত হয়েছে যে, এই বিষয়গুলি আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে যাতে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের পথে বাধা না হয়।’

ইসহাক দার (বাঁদিকে) ও মহম্মদ তৌহিদ হোসেনের সামনে চুক্তি স্বাক্ষর।

’৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) জুড়ে গণহত্যা চালিয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তান (এখন পাকিস্তান) থেকে আসা বাহিনী। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল রাজাকার বাহিনী। পাক সেনা ও রাজাকারদের হাতে হাজার হাজার মহিলা ধর্ষিত এবং খুন হয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত ভারতের সেনা বাংলাদেশে ঢুকে পাক বাহিনীকে পরাজিত এবং আত্মসমর্পণে বাধ্য করেছিল। স্বাধীন দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল বাংলাদেশ। সেই সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ইন্দিরা গান্ধি। পরাজিত হয়েও বাংলাদেশে গণহত্যা নিয়ে এখনও পর্যন্ত ক্ষমা চায়নি পাকিস্তান। বাংলাদেশকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যাপারেও পদক্ষেপ করেনি। তারপরেও মৌলবাদী প্রভাবিত মুহাম্মদ ইউনূসের সরকার পাকিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। একের পর এক পাক মন্ত্রী, সেনাকর্তা ও আইএসআইয়ের আধিকারিক বাংলাদেশ সফর করছেন। ইসহাক দারের ঢাকায় আসা সেই ধারাবাহিকতার অঙ্গ।

ভিসাহীন সফরের ছাড়পত্র কূটনীতিকদের

পাক উপপ্রধানমন্ত্রীর চলতি সফরে দু-দেশের মধ্যে একটি চুক্তি ও ৬টি মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই তালিকায় রয়েছে দুই দেশের আধিকারিক ও কূটনৈতিক পাসপোর্টধারীদের ভিসা অব্যাহতি চুক্তি, বাণিজ্য বিষয়ক জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন, সাংস্কৃতিক বিনিময়, ফরেন সার্ভিস অ্যাকাডেমির মধ্যে সহযোগিতা, রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থার মধ্যে সহযোগিতা এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের সঙ্গে পাকিস্তানের ইসলামাবাদ পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সহযোগিতা বিষয়ে সমঝোতা।

লেপ্টোস্পাইরোসিস

রোগ শনাক্তকরণ জরুরি

উৎসবের মরশুম শুরু হওয়ার আগে উত্তরবঙ্গে চোখ রাঙাচ্ছে লেপ্টোস্পাইরোসিস। রোগটি আমাদের কাছে অচেনা হলেও ধীরে ধীরে এটি প্রভাব বিস্তার করছে। প্রথমে রাজগঞ্জের কয়েকটি গ্রামে দেখা গেলেও এখন শহর সংলগ্ন এলাকাতেও সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ছে। বেশিরভাগেরই চিকিৎসা চলছে। রোগটি আদতে কী, কেন হয়, কীভাবে ছড়ায়, কতটা ক্ষতি করে প্রভৃতি বিষয়ে জানালেন ক্যালকাটা স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান এবং ট্রপিক্যাল মাইক্রোবিয়াল ডিজিজ স্পেশালিস্ট **ডাঃ অমিতাভ নন্দী**

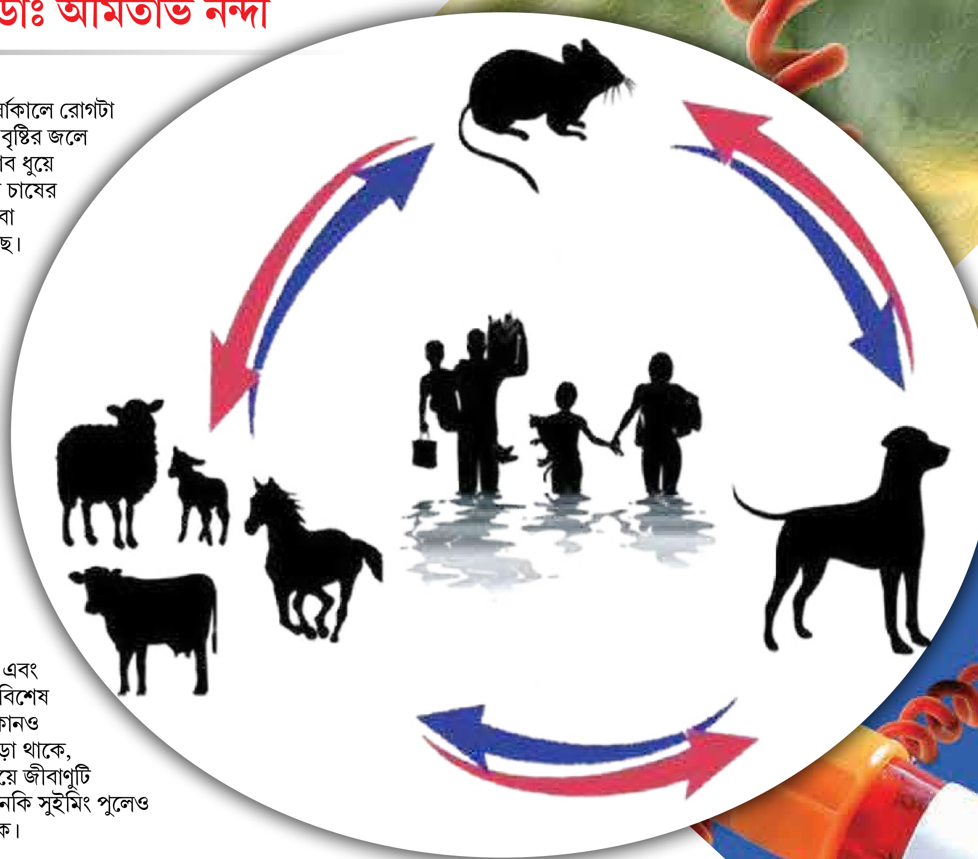

▶▶ প্রাথমিক পরিচয়

লেপ্টোস্পাইরোসিস একটি অসুখ যার কারণ একটি স্পাইরোকিট জীবাণু। এর চেহারা প্যাঁচানো, অনেকটা কর্ক স্ক্রুয়ের মতো। এরা ব্যাকটিরিয়া সমগোত্রীয়। এই স্পাইরোকিট মানুষের মধ্যে যে অসুখটি সৃষ্টি করে তাকে বলা হয় লেপ্টোস্পাইরোসিস। এর ২২ রকমের প্রজাতি রয়েছে, যার মধ্যে ১০টি প্রজাতি মানুষের মধ্যে সংক্রমণ করে। এরমধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিকারক লেপ্টোস্পাইরা ইক্টেরোহেমারেজিআই।

রোগটি সারাবছর দেখা যায় এমন নয়, বছরে কোনও কোনও সময় কোনও কোনও রাজ্যে দেখা যায়। প্রধানত বেশি দেখা গিয়েছে কেরল, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তামিলনাড়ুতে। এখন পশ্চিমবঙ্গ, ওডিশাতেও দেখা যাচ্ছে।

▶▶ কোন প্রাণীর মধ্যে থাকে

এই রোগটিকে আদতে জুনোসিস বলা হয়, অর্থাৎ এটা প্রাণীজগতের অসুখ। মানুষ ঘটনাচক্রে এসব সংক্রামিত প্রাণীর সংস্পর্শে এসে নিজে সংক্রামিত হয়ে যায়। সাধারণত এরা সবচেয়ে বেশি ধেঁড়ে ইঁদুরের মধ্যে থাকে, যেগুলি কি না মাঠেঘাটে, নালা-নর্দমায় বা মাটির নীচে গর্ত করে থাকে। এই ইঁদুরের কিডনির মধ্যে যে সরু সরু মূত্রনালিগুলো আছে তার মধ্যে জীবাণুটি থাকে। সেখান থেকে প্রস্রাবের মাধ্যমে বাইরে বেরিয়ে আসে। এছাড়া গৃহপালিত পশু যেমন কুকুর, গোরু, ছাগল, ভেড়া, শুয়োর এবং ঘোড়ার মধ্যেও এই জীবাণু পাওয়া যায়। কিন্তু এসব প্রাণী বিশেষ করে ইঁদুরের মধ্যে লেপ্টোস্পাইরা জীবাণু কোনও অসুখ সৃষ্টি করে না। তাই এদের লেপ্টোস্পাইরার রিজার্ভার বলা হয়। অন্যদিকে, গৃহপালিত পশুদের মধ্যে গর্ভপাতের কারণ হওয়াতে পশু পালনের কাজে প্রভূত ক্ষতি হতে পারে।

▶▶ মানুষের মধ্যে ছড়ায় কীভাবে

উল্লিখিত কোনও প্রাণীর প্রস্রাব যদি মানুষের শরীরে লাগে তখনই সংক্রমণটা হয়। কুকুর, ইঁদুর হোক বা গোরু, এরা যত্রতত্র পায়খানা-প্রস্রাব করে পরিবেশ দূষিত করছে। খেয়াল করে দেখবেন, বর্ষাকালে রোগটা বেশি হয়। কারণ, বৃষ্টির জলে ওই পায়খানা-প্রস্রাব ধুয়ে হয়তো মাটিতে বা চাষের খেতে মিশছে কিংবা পুকুরে গিয়ে পড়ছে। কেউ পুকুরে ডুব দিল, চোখ বা নাক-মুখের ভেতর দিয়ে জীবাণু শরীরে ঢুকে গেল। শহরের ক্ষেত্রে বৃষ্টি হলে জল জমছে। সেই জলে মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়া ওই জীবাণুও থাকছে। এক হাঁটু জল ভেঙে যখন যাতায়াত করছেন এবং শরীরের কোথাও বিশেষ করে পায়ে যদি কোনও আঁচড় বা কাটাছেঁড়া থাকে, তাহলে সেখান দিয়ে জীবাণুটি ঢুকতে পারে। এমনকি সুইমিং পুলেও স্পাইরোকিট থাকে।

▶▶ কোন অঙ্গের ক্ষতি করে

এই জীবাণুটি প্রাথমিভাবে প্রধানত তিনটি অঙ্গের ক্ষতি করে - লিভার, কিডনি এবং ফুসফুস।

▶▶ উপসর্গ

সংক্রমণের প্রায় ১০ দিন পরে উপসর্গ প্রকাশ পায়। জ্বর, সঙ্গে খুব মাথাব্যথা হয়, বমিবমি লাগে, গায়ে র‍্যাশ বেরোয়, ডেঙ্গির মতো হেমারেজিক র‍্যাশও হতে পারে।

▶▶ বিশেষ লক্ষণ

চোখের সাদা অংশে রক্ত জমাট বাঁধার মতো লাল হয়ে যায়। এই লক্ষণ দেখলে প্রায় ৬০ শতাংশ রোগীকেই সম্ভাব্য লেপ্টোস্পাইরোসিস হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এই অবস্থায় সঠিক চিকিৎসা না হলে অবস্থা জটিল হতে পারে।

▶▶ জটিলতা

বমি হতে থাকে। লিভার খারাপ হয়। ফলে জন্ডিস হতে পারে এবং সেটা মারাত্মক আকার নিতে পারে। গুরুতর ঘটনায় লিভার ফেলিওরও হতে পারে, যাকে হেপাটিক ফেলিওর বলে। সেইসঙ্গে কিডনির ক্ষতি হয়, প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত বেরোয়। এছাড়া বিভিন্ন জায়গায় রক্তক্ষরণ হয়। রক্তক্ষরণ বেশি দেখা যায় ফুসফুসের মধ্যে। এতে কারও খুব কাশি হলে কাশির সঙ্গে রক্ত উঠতে থাকে। এছাড়া প্রস্রাব কমে যেতে পারে, শ্বাসকষ্ট হতে পারে। মেনিনজাইটিসের উপসর্গ দেখা দেয়। শরীরে বিভিন্ন জায়গায় রক্ত জমাট বাঁধার মতো র‍্যাশ বেরোয়।

▶▶ রোগনির্ণয়

এর বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। প্রধানত রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমেই রোগটি ধরা পড়ে। পরিস্থিতি জটিল হলে আরও অন্যান্য পদ্ধতি রয়েছে, যেগুলো গ্রামগঞ্জে তো বটেই, সাধারণ জেলা স্তরেও করা সম্ভব নয়। বড় ল্যাবরেটরি ছাড়া হয় না। তবে র‍্যাপিড অ্যালাইজা বা র‍্যাপিড কিট টেস্টের মাধ্যমেও রোগনির্ণয়ের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সবার আগে সন্দেহটা করতে হবে। রোগটি যদি সঠিক সময়ে ধরা না পড়ে তাহলে মৃত্যুর হার কখনো-কখনো ৫৫-৬০ শতাংশ হতে পারে। জ্বর বা জন্ডিস হলে রক্তপরীক্ষা করিয়ে নেওয়া উচিত।

▶▶ ভুল যেখানে হয়

এই রোগের উপসর্গ অন্য রোগ যেমন- ডেঙ্গি, টাইফয়েড, ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া, ভাইরাল হেমারেজিক ফিভারের সঙ্গে অনেকটা মেলে। এছাড়া জন্ডিসের সঙ্গেও এর সামঞ্জস্য থাকে। তাই অন্য রোগের সঙ্গে একে গুলিয়ে ফেলা খুব সহজ। এই কারণে চিকিৎসা করতে দেরি হয়।

▶▶ চিকিৎসা

স্বল্পমূল্যের বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করা হয়ে থাকে এবং রোগী ভালো হয়ে যান। বিশেষ লক্ষণ বুঝে চিকিৎসা শুরু করার পাশাপাশি কিছু সহায়ক পরীক্ষা নিয়মিত করা উচিত। যেমন, প্রস্রাবে কতটা রক্ত বেরোচ্ছে জানতে নিয়মিত পরীক্ষা করা উচিত। যদি রক্ত বেরোনো কমতে থাকে তাহলে বুঝতে হবে চিকিৎসায় সাড়া মিলছে। এখানেই নিয়মিত প্রস্রাব পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা।

▶▶ কিছু উল্লেখযোগ্য ছোট আকারের মহামারি

২০০২ সালে মুম্বইতে যখন বর্ষার জল জমেছিল, সেই সময় জল ভেঙে যাতায়াত করার ফলে কয়েকশো মানুষের এই অসুখটি হয়েছিল। এখন কলকাতা শহরেও মাঝেসাঝে একটা-দুটো পাওয়া যায়। এছাড়া ২০০২ সালে বারিপদাতেও প্রায় ২০০ জনের মধ্যে রোগটি ধরা পড়ে। কিন্তু স্বাস্থ্যকর্মীরা রোগটি সন্দেহ করতে পেরেছিলেন বলে দু'সপ্তাহের মধ্যে রোগটি নিয়ন্ত্রণ করা গিয়েছিল। তাই স্বাস্থ্যকর্মীদের নজরদারি সবথেকে বড় কাজ।

▶▶ কাদের ঝুঁকি রয়েছে

যাঁরা খেতে চাষ করতে যাচ্ছেন, জলাধারে বা পুকুরে মাছ ধরতে যাচ্ছেন, ক্যানালে যাচ্ছেন, প্রাণী চিকিৎসক, ল্যাবরেটরি কর্মী, নালা-নদর্মার সাফাইকর্মী, যাঁরা ঘোড়ার পরিচর্যা করেন, শুয়োর-ছাগল-ভেড়া-গোরু পালনকারীদের এই রোগের ঝুঁকি রয়েছে।

▶▶ আবার হতে পারে কি না

একবার জ্বর হওয়ার পর ওষুধ খেয়ে কমে গেলে চার-পাঁচদিন পর ফের জ্বর আসতে পারে। সেটা ঠিক হয়ে যেতে পারে বা খারাপ কিছুও হতে পারে। কিন্তু একবার পুরোপুরি সেরে গেলেও পরবর্তীকালে নতুন সংক্রমণের আশঙ্কা থাকেই।

▶▶ প্রতিরোধ

এখনও পর্যন্ত প্রমাণিত নয় যে, চামড়ায় কাটাছেঁড়া না থাকলেও স্পাইরোকিট স্বাভাবিক চামড়া ফুটো করে ঢুকে যেতে পারে কি না। তবে তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া হয় যে, স্বাভাবিক চামড়ায় তারা ঢুকতে পারে। সুতরাং, মাঠেঘাটে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা দূষিত জল থেকে সতর্ক থাকবেন। জ্বর এলে নিজেই ডাক্তারি না করে চিকিৎসকের কাছে যাবেন এবং সমস্যা বিস্তারিত জানাবেন। এর কোনও প্রতিষেধক হয় না এবং আগাম কোনও ওষুধ খেয়েও একে আটকানো যায় না।

Leptospirosis

সমস্যা যখন বার্নআউট

ঘুম ভাঙার পরেও কি আপনি ক্লান্ত? ঘুম কম হয়নি, তবুও মন চাইছে না উঠে বসতে। আপনি হয়তো অলস নন, কিন্তু শরীর-মন দুটোই যেন অচল। অফিস, মিটিং, রান্না, বাচ্চার পড়া, বাবা-মায়ের দায়িত্ব, ই-মেল বা মেসেজের জবাব, মাস গেলে ইএমআই- সবই চলছে, কিন্তু যেন আপনিই নেই সেখানে। আপনি চলছেন কোনও এক যন্ত্রমানবের মতো। যদি আপনার অবস্থা এমন হয় তাহলে আপনি হয়তো বার্নআউটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। লিখেছেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ **ডাঃ ত্রিষাম্পতি নস্কর**

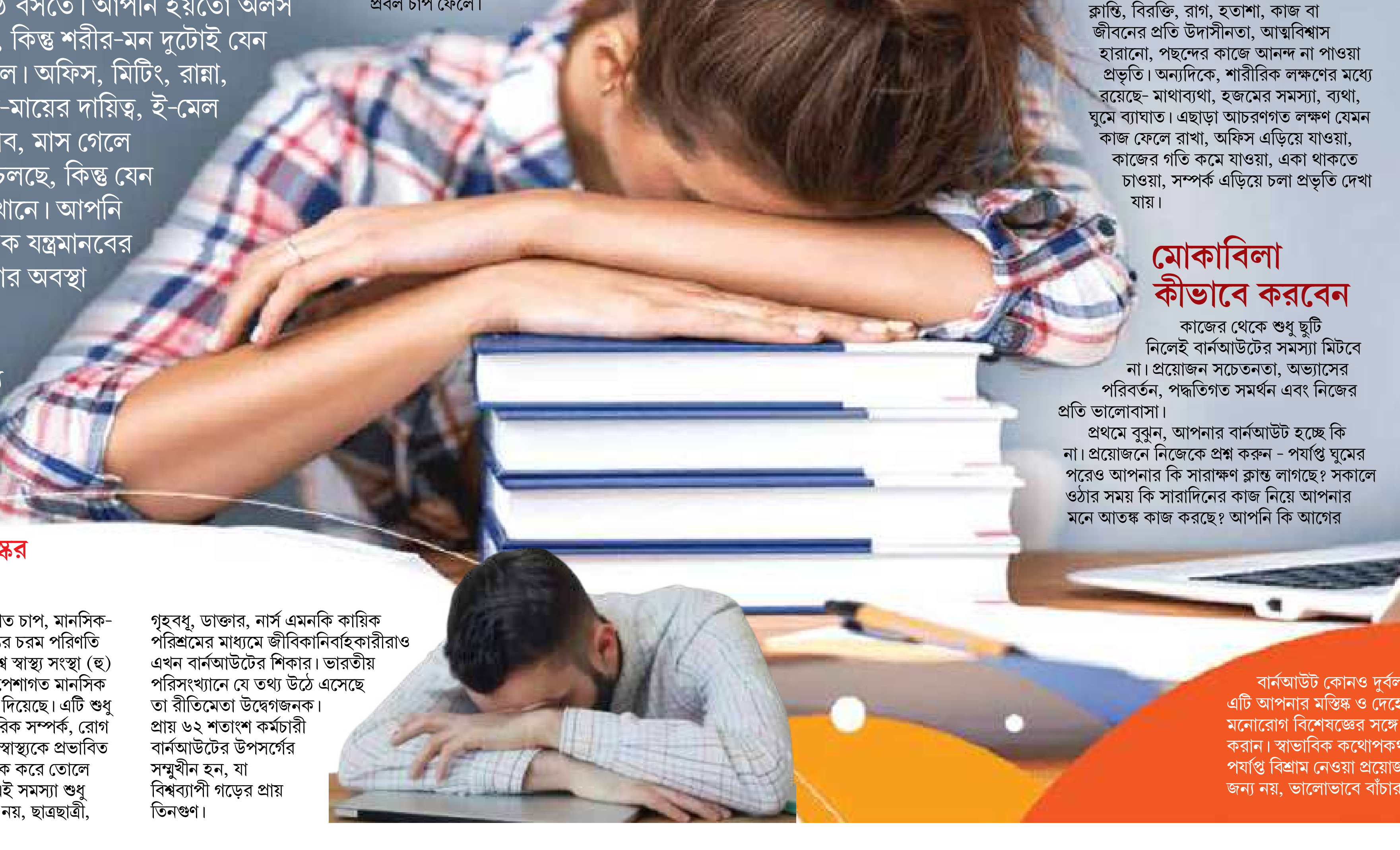

দীর্ঘদিনের ক্রমাগত চাপ, মানসিক-শারীরিক ক্লান্তির চরম পরিণতি বার্নআউট। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) বার্নআউটকে পেশাগত মানসিক স্বাস্থ্য ঝুঁকি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এটি শুধু কাজের দক্ষতা নয় পারস্পরিক সম্পর্ক, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে এবং শেষমেশ জীবনকে করে তোলে দুর্বিষহ ও অর্থহীন। এখন এই সমস্যা শুধু কর্পোরেট দুনিয়ায় সীমাবদ্ধ নয়, ছাত্রছাত্রী, গৃহবধূ, ডাক্তার, নার্স এমনকি কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবিকানির্বাহিকারীরাও এখন বার্নআউটের শিকার। ভারতীয় পরিসংখ্যানে যে তথ্য উঠে এসেছে তা রীতিমেতা উদ্বেগজনক। প্রায় ৬২ শতাংশ কর্মচারী বার্নআউটের উপসর্গের সম্মুখীন হন, যা বিশ্বব্যাপী গড়ের প্রায় তিনগুণ।

কারণ

কর্মস্থলের চাপ : ভারতের অনেক অফিসে কাজের নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। ১০-১২ ঘণ্টা কাজ, মধ্যরাতে কল, সাপ্তাহিক ছুটিতেও মিটিং, ঊর্ধ্বতনদের স্বীকৃতির অভাব, হঠাৎ করে কাজ হারানোর ভয়- এসবই ক্রমাগত চাপ তৈরি করতে থাকে। এই কর্মসংস্কৃতিতে ব্যক্তিগত জীবন হয়ে যায় উহ্য। 'কাজের মধ্যে আছ তো বেঁচে আছ' - এই ধরনের ভাবনা ঢুকে যায় আমাদের মজ্জায়।

পড়াশোনার চাপ : আমাদের দেশে বার্নআউট শুধু বড়দের সমস্যা নয়, ছোটদের মধ্যেও দেখা যায়। হাজারো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা, কোচিং ক্লাস, অভিভাবকদের প্রত্যাশা- এসব একত্রে কিশোর মন ও শরীরের উপর প্রবল চাপ ফেলে। কৈশোরের প্রাণোচ্ছলতা, অপরিসীম প্রাণশক্তির পরিবর্তে তারা ধুঁকছে বিষণ্ণতা, ঘুমের সমস্যা ও আনন্দহীনতায়।

ঘরের কাজে ক্লান্তি : গৃহবধূদের ক্ষেত্রে সারাদিনের অগুনতি দায়িত্ব যেমন, রান্না করা, কাপড় কাচা, বাচ্চার দেখাশোনা থেকে, মা-বাবা, অতিথি- সবটাই প্রায় একাই সামলাতে হয়। সেই অনুপাতে বিশ্রাম বা স্বীকৃতি তাঁরা পান না। এই 'অদৃশ্য শ্রম' বার্নআউটের অন্যতম প্রধান কারণ।

স্বাস্থ্যকর্মীদের মানসিক ধকল : ডাক্তার, নার্স, থেরাপিস্টরা অন্যের সুস্থতার জন্য লড়েন। কিন্তু নিজেদের ভালো থাকাটা যে লড়াইয়ের প্রথম ধাপ সেটা তাঁরা অনেক সময় ভুলে যান।

সামাজিক সংস্কার ও মানসিকতার প্রভাব : অনেক ক্ষেত্রে ছোটবেলা থেকেই আমাদের শেখানো হয় 'অভিযোগ কোরো না'। ফলে মানসিক চাপকেই স্বাভাবিক মনে করা, 'না' বলতে না পারা, সাহায্য চাইতে লজ্জা পাওয়া, নিজের চাহিদাকে অগ্রাহ্য করা - এই সবকিছু বার্নআউটকে আরও গভীর করে তোলে।

লক্ষণ

মানসিক লক্ষণের মধ্যে রয়েছে- ক্রমাগত ক্লান্তি, বিরক্তি, রাগ, হতাশা, কাজ বা জীবনের প্রতি উদাসীনতা, আত্মবিশ্বাস হারানো, পছন্দের কাজে আনন্দ না পাওয়া প্রভৃতি। অন্যদিকে, শারীরিক লক্ষণের মধ্যে রয়েছে- মাথাব্যথা, হজমের সমস্যা, ব্যথা, ঘুমে ব্যাঘাত। এছাড়া আচরণগত লক্ষণ যেমন কাজ ফেলে রাখা, অফিস এড়িয়ে যাওয়া, কাজের গতি কমে যাওয়া, একা থাকতে চাওয়া, সম্পর্ক এড়িয়ে চলা প্রভৃতি দেখা যায়।

মোকাবিলা কীভাবে করবেন

কাজের থেকে শুধু ছুটি নিলেই বার্নআউটের সমস্যা মিটবে না। প্রয়োজন সচেতনতা, অভ্যাসের পরিবর্তন, পদ্ধতিগত সমর্থন এবং নিজের প্রতি ভালোবাসা।

প্রথমে বুঝুন, আপনার বার্নআউট হচ্ছে কি না। প্রয়োজনে নিজেকে প্রশ্ন করুন - পর্যাপ্ত ঘুমের পরেও আপনার কি সারাক্ষণ ক্লান্ত লাগছে? সকালে ওঠার সময় কি সারাদিনের কাজ নিয়ে আপনার মনে আতঙ্ক কাজ করছে? আপনি কি আগের মতো আর সামাজিক নেই? জীবনের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন? এইসব প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হলে দেহ ও মনকে বিশ্রাম দিন। যোগ, প্রাণায়াম ও ধ্যান করুন। প্রাতরাশে প্রোটিনযুক্ত খাবার খান। বিকেলের পর চা-কফি খাওয়া কমান, চিনি ও ফাস্ট ফুড এড়িয়ে চলুন। রাতে ৭-৯ ঘণ্টা ঘুমোন। প্রতিদিন ২৫ মিনিট হাঁটা বা ব্যায়াম করার চেষ্টা করুন।

পাশাপাশি লক্ষ্য করুন, কোন কোন কাজ আপনাকে ক্লান্ত করছে? অপ্রয়োজনীয় কাজগুলো বাদ দিন। জরুরি কাজ, বিশ্রাম এবং আনন্দ করার জন্য নির্দিষ্ট সময় রাখুন।

সব কাজ আপনি একা করবেন না। বিনীতভাবে 'না' বলতে পারা মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত উপকারী। দায়িত্ব ভাগ করে নিন।

ফোনের স্ক্রিন থেকে বিরতি নিন। রাত ৮টার পর ই-মেল দেখা বন্ধ করুন। সপ্তাহে একদিন স্ক্রিন ফ্রি দিন রাখুন। সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার সীমিত করুন।

সামাজিক সংযোগ ফিরিয়ে আনুন। বন্ধুদের, পরিজনকে ফোন করুন, পুরোনো শখ ফিরিয়ে আনুন। আড্ডা মারুন, গল্প করুন। সব মিলিয়ে নিজের মনের কথা বলতে পারার মতো ছোট সাপোর্ট সার্কেল বানান।

কিছু ভুল ধারণা

ধারণা	বাস্তব
শুধু কর্পোরেট কর্মীদের বার্নআউট হয়	ছাত্র, গৃহবধূ থেকে শুরু করে সব পেশার মানুষের বার্ন আউট হতে পারে
অনেকেই বলেন, 'ও কিছু না, এমনি ঠিক হয়ে যাবে'	দীর্ঘস্থায়ী বার্নআউট বিষণ্ণতা, হৃদরোগ ও বিভিন্ন শারীরিক অসুস্থতার কারণ হতে পারে
ভালো কর্মীরা কখনও অভিযোগ করেন না	স্বাস্থ্যকর সীমা মানা মানে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়া
মানসিক চিকিৎসা দুর্বলদের জন্য	মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়া সাহসিকতা এবং বিচক্ষণতার পরিচয়

বার্নআউট কোনও দুর্বলতা বা ব্যক্তিগত ব্যর্থতা নয়। এটি আপনার মস্তিষ্ক ও দেহের বিপদসংকেত। প্রয়োজনে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করুন। চিকিৎসা করান। স্বাভাবিক কথোপকথন, সাহায্য চাওয়া এবং পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন। সর্বোপরি শুধু কাজের জন্য নয়, ভালোভাবে বাঁচার জন্য বাঁচুন।

ব্যস্ত জীবনে সুস্থ থাকার উপায় জানা আছে আপনার? লিখে পাঠান আমাদের। আপনার লেখা ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদের সুস্থ থাকুন পাতায়। শর্ত দুটো – আপনাকে হতে হবে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং লেখা পাঠাতে হবে ইউনিকোডে। সঙ্গে দেবেন যোগাযোগের নম্বর। লেখা পাঠানোর ঠিকানা– health.uttarbanga@gmail.com

ছোট্ট তারা

কাঞ্চনজঙ্ঘা ডুয়ার্স পাবলিক স্কুলের নার্সারির ছাত্রী বিদিপ্তা বসু অঙ্কন প্রতিযোগিতায় প্রথম এবং নৃত্য প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে।

জলপাইগুড়ি শহরের অধিকাংশ মেইন রোডে জায়গায় জায়গায় জলের পাইপলাইন ফেটে বড় বড় গর্ত যেন মরণফাঁদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোনও রাস্তার বড় গর্ত বালি-পাথর ফেলে মেরামত করা হলেও ফেটে যাওয়া পাইপলাইনের জল ফের রাস্তার পিচ উঠিয়ে দিচ্ছে। কোথাও বা মাটি দিয়ে গর্ত বুজিয়ে তাতে গাছের ডাল পুঁতে দেওয়া হয়েছে। শহরের একাধিক রাস্তার হালহকিকত নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন।

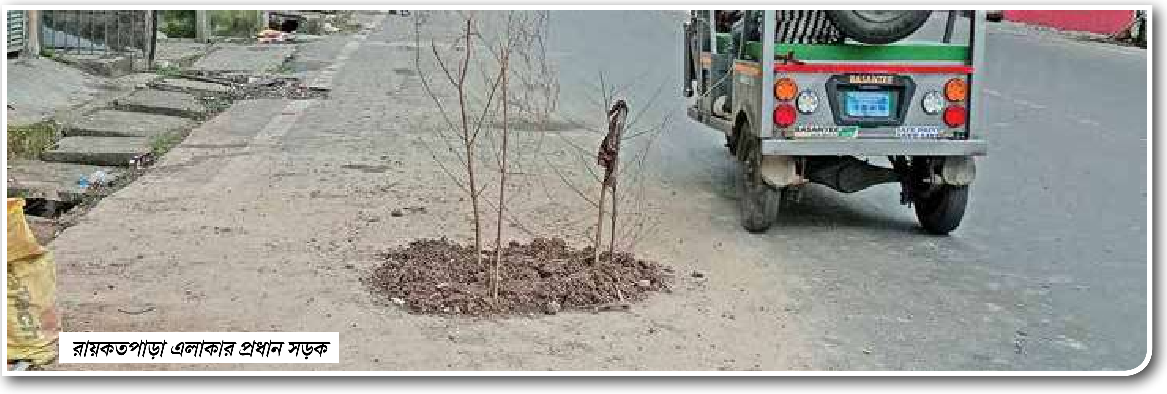

রায়কতপাড়া এলাকার প্রধান সড়ক

পুজোর আগে মেরামতের আশ্বাস

প্রধান রাস্তায় গর্তে মরণফাঁদ

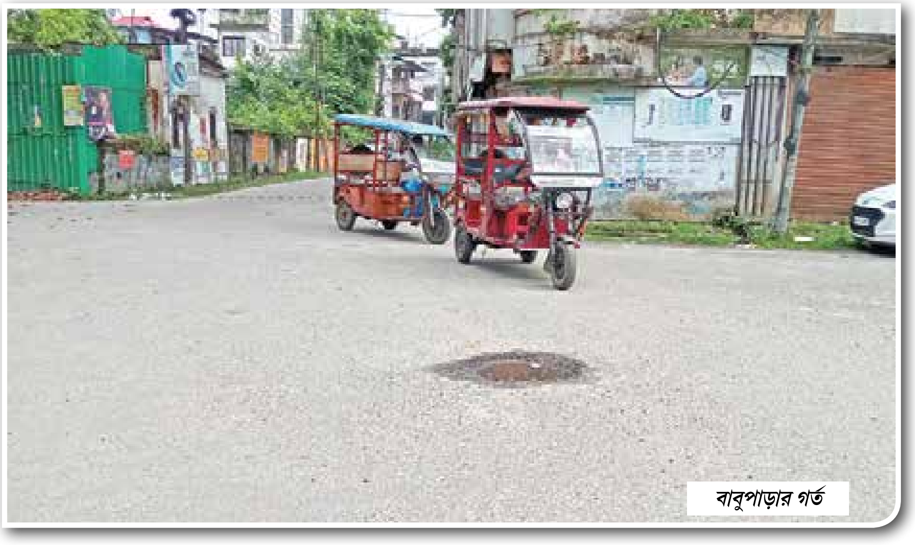

বাবুপাড়ার গর্ত

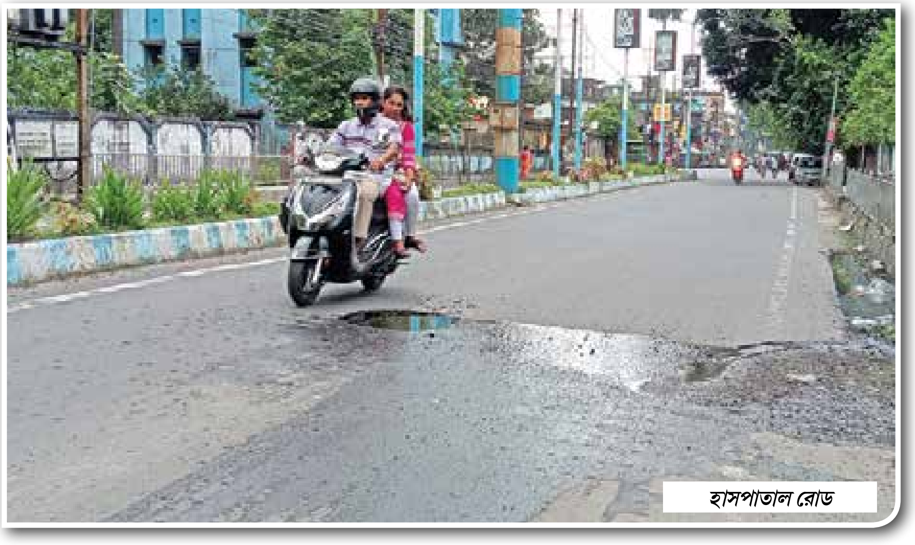

হাসপাতাল রোড

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : নতুন বাইক কিনে রাজবাড়ির দিক থেকে বাড়ি ফিরছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। পেছনের সিটে বসে ছিল ছেলে। বাবা-ছেলে মিলে বেশ আনন্দ করে নতুন বাইক নিয়ে ফিরছিলেন। এমন সময় পেছনে থাকা অ্যাম্বুল্যান্সকে সাইড দিতে গিয়ে সামনের চাকা গিয়ে পড়ল হাসপাতাল রোডের বড় গর্তে। নিমেষে আনন্দ মাটি হয়ে গেল। ছেলে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল, যাতে বাবা বা বাইক-কারও ‘চোট’ না লাগে। আশপাশ দিয়ে যাওয়া দু’একজন প্রশ্ন করলেন, ‘দাদা লাগেনি তো? সব ঠিক আছে তো?’ সুভাষ ও তাঁর ছেলের তখন নিজেদের দিকে নয়, নজর সদ্য শোরুম থেকে বের করা স্বপ্নের বাইকের দিকে।

সুভাষের কথায়, ‘অ্যাম্বুল্যান্স চলে আসায় স্বাভাবিকভাবে সাইড দিয়েছিলাম। কিন্তু জলভর্তি গর্তের সামনে এসে ব্রেক ধরেও কন্ট্রোল রাখতে পারলাম না। নতুন গাড়ি না হলে কোনও না কোনও যন্ত্রাংশের ক্ষতি যেমন হত, তেমনই শরীরের কোথাও আঘাত লাগত। পুরসভার কর্মীরাও তো এই পথ ধরেই যাতায়াত করেন। তাঁদের কি চোখে পড়ে না বড় বড় গর্ত? নাকি দেখেও না দেখার ভান করে থাকেন তাঁরা। কোনও বাচ্চা কিংবা বয়স্ক মানুষকে নিয়ে বাইক-টোটোর চাকা পড়লে দু’সেকেন্ডও লাগবে না দুর্ঘটনা ঘটতে।’

শুধু হাসপাতাল রোড নয়, জলপাইগুড়ি শহরের অধিকাংশ মেইন রোডে জায়গায় জায়গায় জলের পাইপলাইন ফেটে বড় বড় গর্ত যেন মরণফাঁদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে ডাকঘর মোড়, বিনয়-বাদল-দীনেশ মোড়, মার্চেন্ট রোড, ডিবিসি রোড, তিনকুনিয়া মোড় প্রভৃতি। এবিষয়ে অবশ্য পুরসভার পূর্ত দপ্তরের দায়িত্বে থাকা চেয়ারম্যান-ইন-কাউন্সিল সন্দীপ মাহাতোর বক্তব্য, ‘ইতিমধ্যে এস্টিমেট হয়ে গিয়েছে। পুজোর আগে শহরের প্রধান প্রধান সড়কের প্রতিটি গর্ত মেরামত করা হবে।’

গর্ত যেখানে

- ডাকঘর মোড়
- বিনয়-বাদল-দীনেশ মোড়
- মার্চেন্ট রোড
- ডিবিসি রোড
- তিনকুনিয়া মোড়

কোনও রাস্তার বড় গর্ত বালি-পাথর ফেলে মেরামত করা হলেও ফেটে যাওয়া পাইপলাইনের জল ফের রাস্তার পিচ উঠিয়ে দিচ্ছে। এখানেই শেষ নয়। রায়কতপাড়া সংলগ্ন প্রধান রোডে দেখা গেল গর্ত বোজাতে ব্যবহার করা হয়েছে মাটি। আর সেখানে পুঁতে দেওয়া হয়েছে শুকনো গাছের ডাল।

অন্যদিকে, বাবুপাড়ার তিনমাথার মোড়েও দেখা গেল এধরনের গর্ত। তাতে ভরে রয়েছে জল। দ্রুত মেরামত না করলে অবস্থা খারাপ হতে বেশি সময় লাগবে না বলে জানালেন শহরবাসীর একাংশ। অভিভাবক কৃষ্ণগোপাল সরকারের কথায়, ‘প্রতিদিন স্কুল ছুটির পর বাচ্চাকে যখন নিতে আসি তখন খুব যানজট থাকে। সেই সময় এই গর্ত কাটিয়ে যাতায়াত করা আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে আমার মতো প্রায় সকলের কাছে।’

তিনকুনিয়া মোড় সংলগ্ন এলাকার গর্ত দিনকে দিন বেড়েই চলছে। বালি-পাথর দিয়েও কোনও লাভ হয়নি। দৈর্ঘ্য-প্রস্থ উভয়ই বাড়ছে। আর যাতায়াতের রাস্তা সংকীর্ণ হচ্ছে। ওই পথ ধরে হাসপাতালে যেমন রোগী নিয়ে অ্যাম্বুল্যান্স যায়, তেমনই ওই রুট দিয়ে স্কুল পড়ুয়া সহ অনেকেই যাতায়াত করেন। তাই স্থায়ীভাবে দ্রুত সংস্কার প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন ওই এলাকার ব্যবসায়ী গুড্ডু সাহা।

প্রধান সড়কের বিভিন্ন জায়গায় আলো-আঁধারের মাঝে থাকছে এইসব গর্ত। ফলে দিনের থেকেও রাতে বেশি সমস্যা হয় বলে বাসিন্দারা জানিয়েছেন।

জেলা পরিষদের ঘর দখলে প্রশ্ন

সুশান্ত ঘোষ

মালবাজার, ২৪ অগাস্ট : মালবাজার শহরে জেলা পরিষদের অধীনস্থ ঘর দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে দখল হয়ে রয়েছে বলে অভিযোগ। শহরের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত এই ঘরটি এক সময় জেলা পরিষদের স্থানীয় অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হত। পরবর্তীকালে এটি একটি অনাথাশ্রমকে লিজ দেওয়া হয়। অথচ এখন ওই ঘরটি ব্যক্তিস্বার্থে দখল হয়ে রয়েছে। প্রশাসন ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, নজরুল বাকি নামে এক ব্যক্তি কর্মতীর্থ নির্মাণের সময় ঠিকাদারের কর্মী হিসেবে ওই ঘরটিতে বসবাস শুরু করেন। কিন্তু প্রকল্প সম্পূর্ণ হওয়ার বহু বছর পরেও তিনি ঘরটি দখল করে রয়েছেন। বাসিন্দাদের প্রশ্ন, যেখানে শহরের কেন্দ্রে জায়গার অভাবে নানা উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা থমকে রয়েছে, সেখানে সরকারি ঘর কীভাবে অবৈধ দখলে চলে গেল? তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে স্থানীয়দের মধ্যে।

এই ঘর ও জমিগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করা গেলে, মালবাজার শহরের বহু সমস্যা মিটে যেত বলেই মত স্থানীয়দের। অথচ বছরের পর বছর অবৈধভাবে দখলদাররা বসে রয়েছে, আর প্রশাসন নিশ্চুপ। স্থানীয় মহলে প্রশ্ন উঠছে, প্রশাসন কেন সক্রিয় হচ্ছে না? আদৌ কি কোনও রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় এসব ঘটনা ঘটছে? এসব প্রশ্নের উত্তর চান মালবাজারের সাধারণ মানুষ।

স্থানীয় কমল দত্তের বক্তব্য, ‘ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছি, জেলা পরিষদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ ছিল এই ঘরটি। এটিকে সংস্কার করে ভাড়া দিলে জেলা পরিষদের রাজস্ব আয় হতে পারত।’ কোনও জনহিতকর কাজেও ঘরটি ব্যবহার করা যেত বলে মত তাঁর। তাঁর এই বক্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করে স্থানীয় তরুণ সুব্রত বিশ্বাস বললেন, ‘সরকারি সম্পত্তির এমন ব্যবহার অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। প্রশাসনের নজরদারির অভাবেই এ ধরনের ঘটনা ঘটছে।’

বিষয়টি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা বর্মনের কাছে কোনও খবর নেই বলে জানালেন। কোনও খবর পেলে তিনি ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। নজরুলের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব হয়নি।

এটি শুধুমাত্র একটি ঘরের ঘটনা নয়। শহরের বাটাইগোল বাজার এলাকায় জেলা পরিষদের প্রায় ৪৫০ একর জমি রয়েছে, যার একটি অংশ বর্তমানে অবৈধ দখলদারদের কবলে রয়েছে বলেও অভিযোগ উঠছে।

বিষয়টি নিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দল বিজেপির টাউন মণ্ডল সভাপতি নবীন সাহা জানিয়েছেন, প্রশাসন যদি ঘুমিয়ে থাকে, তাহলে দখলদারি এমনভাবেই বাড়তে থাকবে। জমি চিহ্নিত করে দ্রুত দখলমুক্ত করা দরকার বলে তাঁর দাবি। সিপিএমের এরিয়া কমিটির সম্পাদক রাজা দত্তের কথায়, ‘সরকারি ঘর বাইরে থেকে এসে দখল করে থাকবে, সেটা হতে পারে না। সেটার তীব্র বিরোধিতা করছি।’

সমস্যা যেখানে

- নজরুল বাকি নামের এক ব্যক্তি জেলা পরিষদের একটি ঘর দখল করে রয়েছেন
- শহরের বাটাইগোল বাজার এলাকায় জেলা পরিষদের প্রায় ৪৫০ একর জমি রয়েছে
- সেই জমির একটি অংশ বর্তমানে অবৈধ দখলদারদের কবলে রয়েছে
- প্রশাসন বিষয়গুলি নিয়ে চুপ বলেও প্রশ্ন উঠছে

পোড়ামাটির গণেশমূর্তি। দিনবাজারে শানু শুভঙ্কর চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

চাহিদা বেশি পোড়ামাটির গণেশমূর্তির

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : বুধবার গণেশ চতুর্থী। তার আগে রবিবার জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখা গেল, এই বছর কাঁচামাটির তৈরি গণেশমূর্তির থেকে পোড়ামাটির ছাঁচের প্রতিমার চাহিদা বেশি। নতুন এই ট্রেন্ডে বিপাকে পড়েছেন শহরের মৃৎশিল্পীরা। কাঠামোর মধ্যে পোয়াল বেঁধে এঁটেল মাটি দিয়ে পরতে পরতে কাঁচা মাটির মূর্তি গড়া হয়। অন্যদিকে, মাটি জল দিয়ে গুলিয়ে সেই গোলা মাটি মূর্তির ছাঁচে ফেলে আগুনে পুড়িয়ে পোড়ামাটির মূর্তি বানানো হয়। এরপর সেই মূর্তি রং করা হয়, কিছুক্ষেত্রে কাপড়ও পরানো হয়। এবার পুজোর বাজারে নম্বর বেশি পোড়ামাটির মূর্তির।

পোড়ামাটির মূর্তি বিক্রেতা দেবাশিস চক্রবর্তী বললেন, ‘পোড়ামাটির প্রতিমা বা অনেকে যেটা কৃষ্ণনগরের প্রতিমা বলেন সেগুলো গণেশপুজোর জন্য বেশি বিক্রি হয়। শেষ পাঁচ বছরে গণেশপুজোর চল বেড়েছে। এই কারণে আমরা মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি এবং অন্যান্য জায়গা থেকে পোড়ামাটির মূর্তি আনিয়ে বিক্রি করি। লাভও বেশ ভালোই হয়। যেগুলো বিক্রি হয় না সেই মূর্তি কাগজে মুড়ে রেখে দিই। পরের বছর সেই মূর্তিগুলো কাজে লেগে যায়।’ মৃৎশিল্পী মাধব শীল বলেন, ‘এই বছর মাত্র দু-চারটি গণেশ প্রতিমার বরাত পেয়েছি। ব্যবসায়ী সমিতিগুলো ছাড়া কেউই আর আমাদের মতো মৃৎশিল্পীদের কাছ থেকে গণেশের মূর্তি কেনেন না। এখন ভরসা বিশ্বকর্মা প্রতিমা তৈরির বরাত।’ তাঁর কথায় সায় জানালেন অপর মৃৎশিল্পী রঞ্জন পালও।

স্টেশন বাজার, দিনবাজার এবং বেশ কিছু দশকর্মা ভাণ্ডার ঘুরে দেখা গেল, পোড়ামাটির তৈরি গণেশের মূর্তি দেদার বিকোচ্ছে। চলছে বাইরে থেকে আসা ছাঁচের মূর্তির আন-প্যাকিংও। চাহিদা বেশি থাকায় নিজের দোকানে ছাঁচের ছোট মূর্তি রেখেছেন দশকর্মা দোকানদার বিকাশ সেন। তিনি বলেন, ‘মানুষ আমার দোকান থেকে পুজোর সামগ্রীর সঙ্গে মূর্তিও কিনে নিয়ে যান। এতে তাঁদের খরচ কম হয়। এখন পর্যন্ত প্রায় ৩০টি গণেশমূর্তি বিক্রি করেছি।’ মাটির মূর্তির দাম বেশি হওয়াতেই ছাঁচের মূর্তির চাহিদা বাড়ছে বলে তিনি জানান। আরেক ব্যবসায়ী সৌরভ চৌধুরীর কথায়, ‘৭০ থেকে ২০০ টাকার মধ্যে ছাঁচের মূর্তি বিক্রি করছি। যে যাঁর সাধ্যমতো কিনছেন। বিক্রিও বেশ ভালো।’

ময়নাগুড়িতে গণেশবন্দনা

ময়নাগুড়ি শহরে তিনটি গণেশপুজোকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে জোর প্রস্তুতি। ইতিমধ্যে শিলিগুড়ির কুমোরটুলি থেকে শোভাযাত্রা করে ইনফিনিটি বয়েজের গণেশমূর্তি নিয়ে আসা হয়েছে। কোন ক্লাবের কী পরিকল্পনা খোঁজ নিলেন **অভিরূপ দে**।

ইনফিনিটি বয়েজ

জাগৃতি মোড় লাগোয়া স্টেশন রোডের পাশে থাকা এই ক্লাবের গণেশপুজোর এবছর তৃতীয় বর্ষ। বাঁশ ও প্লাইউড দিয়ে কাল্পনিক মন্দিরের আদলে তৈরি হচ্ছে প্যান্ডেল। প্যান্ডেল তৈরি করছেন ময়নাগুড়ির শিল্পী বুম্বা দেবগুপ্ত। মূল আকর্ষণ ১৪ ফুটের গণেশমূর্তি। গণেশপুজোর দিন খিচুড়ি বিতরণের পরিকল্পনা। পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সোহান সাহা ও ডাঃ অভিষেক রায় জানান, তাঁদের পুজোর আয়োজন এবছর দর্শনার্থীদের নজর কাড়বে।

নতুনবাজার সর্বজনীন গণেশপুজো কমিটি

এবছর নতুন বাজার স্টেট ডিপোর পাশে গণেশপুজোর আয়োজন। ফুল ও আলোর বিভিন্ন কাজ দিয়ে প্যান্ডেল তৈরি হচ্ছে। তৈরি করছেন জয় চন্দ। গণেশমূর্তি তৈরি করছেন হাসপাতালপাড়ার মৃৎশিল্পী কুণাল পাল। পুজো কমিটির সম্পাদক পল্লব দত্ত বলেন, ‘আমাদের প্রথম বর্ষের গণপতিবন্দনার প্রস্তুতিতে আমরা কোনও খামতি রাখিনি।’

এছাড়া ময়নাগুড়ি পুরাতন বাজার গণেশপুজো কমিটির তরফেও গণেশ আরাধনার প্রস্তুতি চলছে।

বেহাল রাস্তা, ব্যাপক দুর্ভোগ

ময়নাগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : এমনিতেই রাস্তার অবস্থা দীর্ঘদিন ধরেই খারাপ। গত কয়েকদিনের বৃষ্টির জেরে সেই রাস্তা এখন রীতিমতো ডোবায় পরিণত হয়েছে। ময়নাগুড়ি পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের সাহাপাড়া সংলগ্ন এই রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার থেকে বঞ্চিত থাকায় রাস্তাটির অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছে। রাস্তার ওপরের নুড়িপাথর উঠে গিয়ে রাস্তায় বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে।

বাসিন্দা অভিনব দাস বলেন, ‘আশা করেছিলাম পুরসভা থেকে এই ধরনের নাগরিক পরিষেবাগুলো দ্রুত মিলবে। কিন্তু কোথাও কী?’ এলাকাবাসী কানু সেনেরও একই অভিযোগ, ‘চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে আমাদের। এই পথে টোটো আসতে চায় না। দূরেই নামিয়ে দেয়। বাড়ির প্রয়োজনীয় সামগ্রী আনতে হলে সমস্যায় পড়তে হয়।’ কাউন্সিলার বর্ণালি বাড়ুই বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বললেন, ‘ওয়ার্ডের একটি বড় রাস্তা নির্মাণের কাজ অনেকটাই এগিয়েছে। এই ছোট রাস্তাগুলোর সমস্যার কথাও পুরসভায় জানানো হয়েছে।’

ঝোপে ঢাকা বন্যপ্রাণীর মূর্তি

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : নামে গন্ডার মোড় আর বাইসন মোড়। কিন্তু না গন্ডারের দেখা মেলে, না বাইসনের। আসলে দুই বন্যপ্রাণীর মূর্তি বসেছিল ওই দুই মোড়ের পাশে। কিন্তু মূর্তি বসানোই সার। রক্ষণাবেক্ষণ বলে কিছু নেই। ফলে ঝোপঝাড়ে ঢেকে আছে মূর্তি দুটি। বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই, ওখানে কোনও বন্যপ্রাণীর মূর্তি রয়েছে।

ময়নাগুড়ির লাইফলাইন জর্দা নদীর সেতুর দু’পাশে, কয়েক দশক আগে সৌন্দর্যায়নের লক্ষ্যে মূর্তি দুটি বসিয়েছিল জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ ও বন দপ্তর। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এখন বেহাল অবস্থা। ময়নাগুড়ি পুরসভা তৃণমূল পরিচালিত। কিন্তু বারবার জানালেও পুরসভার ঘুম ভাঙেনি বলে অভিযোগ তৃণমূল কাউন্সিলারদেরই।

এই নিয়ে হইচই শুরু হতে পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায় আশ্বাস দিচ্ছেন, পুজোর আগে ওই এলাকার সংস্কার করা হবে। আলোর ব্যবস্থাও করা হবে। দু’দশক আগে নতুন জর্দা সেতু চালু হওয়ার পর সীমানা প্রাচীর গড়ে দু’পাশে গন্ডার ও বাইসনের মূর্তি বসানো হয়েছিল। সেই সীমানা প্রাচীর এখন ভেঙে পড়তে বসেছে। ডিভাইডারের লাগোয়া বিভিন্ন জায়গা দখল হয়ে গিয়েছে। কোথাও থার্মোকলের বাক্স, কোথাও আবর্জনা জমছে। ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তৃণমূলের ১৫ নম্বর ওয়ার্ড ও আট নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মিতু চক্রবর্তী ও প্রদ্যুৎ বিশ্বাস। তাঁরা জানান, পুরসভা প্রত্যেকবার পুজোর আগে ঝোপ পরিষ্কার করলেও সারাবছর তেমন রক্ষণাবেক্ষণ হয় না। ময়নাগুড়ি নাগরিক চেতনার সম্পাদক অপু রাউত বলেন, ‘ময়নাগুড়ি পুরসভা উন্নয়নমূলক বেশিরভাগ কাজেই ব্যর্থ।’ ময়নাগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সমিত সাহার দাবি, অবিলম্বে স্থানটির রক্ষণাবেক্ষণ করে আগের অবস্থা ফিরিয়ে আনুক প্রশাসন।

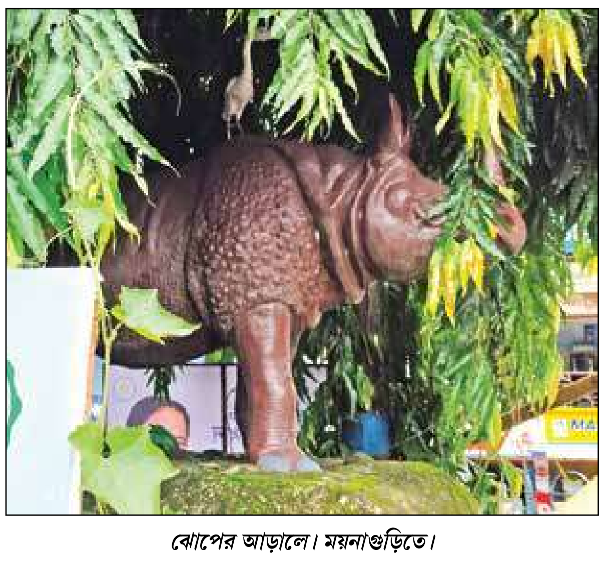

ঝোপের আড়ালে। ময়নাগুড়িতে।

বর্তমান অবস্থা

- নতুন জর্দা সেতু চালু হওয়ার পর দু’পাশে সীমানা প্রাচীর গড়ে দু’পাশে গন্ডার ও বাইসনের মূর্তি বসানো হয়েছিল
- সেই সীমানা প্রাচীর এখন ভেঙে পড়তে বসেছে
- ডিভাইডার লাগোয়া বিভিন্ন জায়গা দখল হয়েছে
- বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই, ওখানে কোনও বন্যপ্রাণীর মূর্তি রয়েছে

বাংলার হারিয়ে যাওয়া শিল্পের ফিউশন

পূর্ণেন্দু সরকার

এল এল পুজো এল

জলপাইগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : গরমের দুপুরে মাদুর পেতে বসে একসঙ্গে আড্ডার চল উঠেই গিয়েছে। গদি দেওয়া কার্পেট এখন মাদুরকে সাইড করে নিজের জায়গা করে নিয়েছে। মাদুরের সঙ্গে একসময়ের বহুলচর্চিত চটের ব্যবহার এখন আর্কাইভে জায়গা পেয়েছে। পটচিত্রে নিখুঁত তুলির টান দেখে আজকাল শুধুই বাহবা দেওয়া হয়। তবে টেরাকোটার প্রতি বাঙালির ভালোবাসা এখনও রয়েছে। গ্রামীণ হস্তশিল্প ও পটচিত্রের সঙ্গে টেরাকোটার মিশেলকে সঙ্গী করে জলপাইগুড়ির আদরপাড়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির পুজোমণ্ডপ তৈরি হচ্ছে। এককথায় বলা যেতে পারে, বাংলার হারিয়ে যাওয়া শিল্পের ফিউশন দেখা যাবে এই মণ্ডপে।

শহরের দক্ষিণে আদরপাড়ার এই পুজো প্রতিবারই দর্শনার্থীদের আকর্ষণ করে থাকে। এবারের ৭৮ বছরের পুজোর আয়োজনে তরুণ উদ্যোক্তাদের সবচেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে। প্রতিমা তৈরি হচ্ছে বাংলাদেশ সীমান্ত শহর বেরুবাড়ির লিটন পালের কুমোরটুলিতে। তবে মণ্ডপের সঙ্গে মানানসই প্রতিমা তৈরি করছেন শিল্পী। প্রতিমার উচ্চতা থাকছে ১২ ফুট।

মণ্ডপের থিম কাল্পনিক হলেও সনাতনী গ্রামীণ মাদুর ও চট তৈরির শিল্পকে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মণ্ডপে ঢুকতেই মাদুর ও চটের চোখধাঁধানো শিল্পকর্ম আপনাকে দাঁড়িয়ে থেকে পরখ করতে বাধ্য করবে বলে কর্মরত শিল্পী মিন্টু বসু জানান। তবে মণ্ডপের ভেতরের সজ্জাতে ঠাঁই পাবে কাপড়ের উপর পটচিত্র এবং টেরাকোটার পুতুল সহ বিভিন্ন আইটেম। এ এক অদ্ভুত মিশেল বলা যেতেই পারে, যা দর্শক টানতে সাহায্য করবে বৈকি। কাপড়ের উপর পটচিত্রে দেবদেবী থেকে আরও কিছু আঞ্চলিক সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে ফুটিয়ে তোলা হবে বলে পুজো কমিটির কোষাধ্যক্ষ অর্ক দাস জানান। তাঁর কথায়, মাদুরের ব্যবহার এখন বিলুপ্ত হতে চলেছে। চটের ব্যবহার অন্যভাবে করা হলেও টেরাকোটা বা পটচিত্রের শিল্পকর্মকে অন্দরমহলের সাজগোজ হিসেবেই আমরা দেখে থাকি। কিন্তু বাংলার এই গ্রামীণ শিল্পের এক নতুন ফিউশন দেখা যাবে আদরপাড়ার দুর্গাপুজোয়।

এই মুহূর্তে আদরপাড়ার মণ্ডপে পা রাখলে বাঁশের কাঠামো ছাড়া কিছুই দেখা যাবে না। আসলে মণ্ডপসজ্জায় স্থানীয় ডেকোরেটাররা থাকলেও বাঁকুড়া, কোচবিহার, কৃষ্ণনগরের হস্তশিল্পীদের দিয়ে বিভিন্ন পটচিত্র ও টেরাকোটার পুতুল বানিয়ে আদরপাড়ার মণ্ডপে নিয়ে আসা হবে। তারপরেই চলবে মণ্ডপসজ্জার ফিনিশিং টাচ।

মণ্ডপ যতই কাল্পনিক থিমের উপর ভিত্তি করে হোক, আলোকসজ্জা কার্যকরী ভূমিকা নেয়। এখানেও আলোকসজ্জার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে ভরসা স্থানীয় শিল্পীরাই। নবমীর দিন বস্ত্রদানের পাশাপাশি খিচুড়ি খাওয়ানো হবে।

পৃথিবীর পাঠশালা

জাপানের শতায়ু দ্বীপ

জাপানের ওকিনাওয়া দ্বীপে যেন জীবন একটু ধীর, সুস্থ আর সুন্দর। এখানে বহু মানুষ ১০০ বছরেরও বেশি বাঁচেন। এঁদের দীর্ঘ, সক্রিয় আর হাসিখুশি জীবনের রহস্য জানতে সারা বিশ্ব থেকে গবেষকরা আসেন। এর একটি বড় কারণ হল এখানকার খাদ্যাভ্যাস। তাঁরা প্রচুর তাজা সবজি, মিষ্টি আলু, টোফু আর মাছ খান। প্রক্রিয়াজাত খাবার আর চিনি থেকে তাঁরা দূরে থাকেন। তাঁদের 'হারা হাচি বু' নামে একটি নীতি আছে, যার মানে হল পেট ২০ শতাংশ খালি রেখে খাওয়া। প্রতিদিন বাগান করা আর হাঁটার মতো শারীরিক কাজকর্ম তাঁদের জীবনে স্বাভাবিকভাবেই মিশে আছে। সামাজিক সম্পর্কও তাঁদের দীর্ঘায়ুর একটি কারণ। 'মোয়াই' নামে তাঁদের নিজস্ব সামাজিক গোষ্ঠী আছে, যেখানে তাঁরা সারাজীবন একে অপরের পাশে থাকেন। এই সবকিছু মিলিয়ে ওকিনাওয়া যেন সুস্থ ও দীর্ঘ জীবনের এক জীবন্ত উদাহরণ!

জামানিতে হাইড্রোজেন ট্রেন

জামানিতে এক নতুন পরিবেশবান্ধব ট্রেন এসেছে, যা চলে হাইড্রোজেন জ্বালানি কোষে। এই ট্রেনগুলো কোনও ক্ষতিকর ধোঁয়া তৈরি করে না, বরং জলীয় বাষ্প আর জল ফেলে। এর ফলে পরিবেশের কোনও ক্ষতি হয় না। এটি প্রচলিত ডিজেল ট্রেনের চেয়ে অনেক শান্ত আর বেশি কার্যকর, বিশেষ করে যেসব রেললাইনে বিদ্যুতের ব্যবস্থা নেই। হাইড্রোজেন আর বাতাসের অক্সিজেন মিশিয়ে ট্রেনগুলো বিদ্যুৎ তৈরি করে, আর সেই বিদ্যুতের সাহায্যে ট্রেন চলে। এতে গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণও কমে। একটি মাত্র হাইড্রোজেন ট্যাংক ভরে এই ট্রেন কয়েকশো কিলোমিটার চলতে পারে! জার্মানির এই উদ্ভাবন প্রমাণ করে যে, সবুজ প্রযুক্তি দিয়ে কীভাবে আধুনিক পরিবহণ ব্যবস্থাকে বদলে দেওয়া যায়।

বাঁদরদের রাজকীয় ভোজ

থাইল্যান্ডের লপবুরিতে প্রতি বছর বাঁদরের জন্য এক অদ্ভুত ভোজের আয়োজন করা হয়। এই উৎসবের নাম 'মাঙ্কি বুফে ফেস্টিভাল'। প্রাচীন ফরা প্রাং সাম ইয়ট মন্দিরের সামনে হাজার হাজার বাঁদরের জন্য সাজানো হয় ফল, সবজি, মিষ্টি, এমনকি সফট ড্রিংকস সহ বিশাল এক ভোজ! লম্বা টেবিলগুলো কলা, তরমুজ, আনারস, আর নানা খাবারে ভরে যায়, আর বাঁদর মনের আনন্দে সেগুলো খায়। এই উৎসব শুধু মজার নয়, স্থানীয়রা বাঁদরকে সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির প্রতীক মনে করে সেগুলিকে ধন্যবাদ জানাতেই এই আয়োজন করেন। বাঁদরগুলো সারাবছর পর্যটকদের আকর্ষণ করে, যা স্থানীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখে।

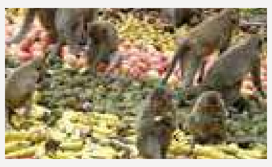

সিঙ্গাপুরের স্মার্ট বুদ্ধি

সিঙ্গাপুরের শপিং মলগুলো এক দারুণ বুদ্ধি বের করেছে। এসি থেকে যে জল বের হয়, তা তো সাধারণত নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু সিঙ্গাপুরের মলগুলো সেই জল ফেলে না দিয়ে বরং রিসাইকেল করে। জমে থাকা জল ছেঁকে মলগুলোর ভিতরের আর বাইরের গাছপালায় দেওয়া হয়। এর ফলে একদিকে এসির জল নষ্ট হয় না, অন্যদিকে গাছপালার জন্য আলাদা করে জল দিতে হয় না। এতে প্রতিদিন প্রচুর জল বেঁচে যায়। জল বাঁচানোর এই পদ্ধতি সিঙ্গাপুরের মতো শহর, যেখানে প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব আছে, সেখানে খুবই জরুরি। এটা দেখায় যে, সামান্য একটি উদ্যোগ কীভাবে বড় পরিবর্তন আনতে পারে, আর কীভাবে এসির মতো যন্ত্রকে পরিবেশবান্ধব কাজে লাগানো যায়।

বিসিডিএ'র কমিটি

কোচবিহার, ২৪ অগাস্ট : কোচবিহার শহরে সুনীতি রোডের পাশের একটি বেসরকারি হলঘরে রবিবার বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের ৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল। সভায় ওষুধ ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সুবিধা ও অসুবিধা নিয়ে আলোচনা হয়। সভা শেষে ২৯ জনের কমিটি গঠন করা হয়। সভাপতি ও সম্পাদক করা হয়েছে যথাক্রমে আশিস দে ও কাজলকুমার ধরকে। আগামী দুই বছর ওই কমিটি সংগঠনের সমস্ত কাজ করবে বলে জানান কাজল।

অনাদরের ধুলোয় ঢাকা

প্রথম পাতার পর

দিনাজপুরের গর্বের দুই ফসল বাজারজাত করা বা বৃহত্তর বাজারে পৌঁছে দেবার তেমন কোনও উদ্যোগ আজও দেখা গেল না। তাহলে কর্মসংস্থান বাড়বে কীভাবে? দুই জেলা কার্যত শিল্পশূন্য। যে দু'-একটা ছোট কারখানা রয়েছে তা কর্মসংস্থানের চাহিদা পূরণের ধারেকাছে পৌঁছোতে পারেনি। ফলে প্রতিনিয়ত নিজেদেরকে বঞ্চিত এবং সার্বিকভাবে অবহেলিতই ভাবছেন জেলাবাসীরা।

অবস্থা এমন যে, নিটের মতো পরীক্ষারও সেন্টার হয় না। এখানকার ছাত্রছাত্রীদের অনেক দূরে শিলিগুড়ি বা মালদাতে গিয়ে পরীক্ষা দিতে হয়। এরকম বহু ক্ষেত্রে জেলাবাসীদের বঞ্চনার শিকার হতে হচ্ছে। এর নেপথ্যে রাজনীতি না ষড়যন্ত্র নাকি অন্য কিছু আছে তা উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক মানুষ হিসেবে বুঝে ওঠা কঠিন। জেলাবাসীরূপে মনে হতে পারে, রাজনৈতিকভাবে এই অঞ্চলের যে প্রতিনিধিরা রয়েছেন তাঁরা ঠিকমতো নিজেদের সমস্যার কথা উপস্থাপন করতে পারেন না। একসময় এখানে দৈনিক খবরের কাগজ একদিন পর কলকাতা থেকে আসত। পরবর্তীকালে শিলিগুড়ি কেন্দ্রিক প্রকাশনা সংস্থাগুলোর অফিস হওয়াতে এটাতে অনেকটা অগ্রগতি হয়েছে। কিন্তু এটুকু বাদ দিলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহণ-সবদিক দিয়েই যেন ক্রমাগত উত্তর দিনাজপুরবাসী ক্রমশ সর্বতোভাবে পিছিয়ে পড়ছেন।

তবে কয়েকটা বাইপাস রাস্তা ও কিছু সড়ক সংস্কার হওয়ায় যোগাযোগ খানিকটা সহজ হয়েছে এটা সত্য।

কামতাপুর বা গোর্খাল্যান্ডের মতো বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন থেকে অনেকটাই দূরে দুই দিনাজপুর। দুই জেলার মানুষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা এবং নাগরিক অধিকারে বরাবর ভরসা রেখেছেন। তবুও এইসব এলাকার উন্নয়নের পরিকল্পনা নেই রাজ্য বা কেন্দ্রের। বিচ্ছিন্নতাবাদী কথাবার্তা বললেই কি তাহলে উন্নয়নের মানচিত্রে ঠাঁই মিলবে? দুই জেলা আদতে পরিযায়ী শ্রমিক সরবরাহের কারখানা হয়ে উঠেছে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে উত্তর দিনাজপুর। ২০১৬ সালে রবীন্দ্র ভবন গড়ে উঠলেও তা চূড়ান্ত অবহেলায় পড়ে রয়েছে। সাধারণ মানুষ নিয়মিত ওই সভাগৃহ ব্যবহার করতে পারছেন না। নেই বিকল্প উন্নত কোনও অডিটোরিয়াম। দুই জেলাবাসীর দশা হয়েছে অনাথ শিশুর মতোই।

প্রস্তাবিত এইমস হাসপাতাল এই অঞ্চলের উন্নয়নের মানচিত্র খোলনলচে পালটে দিতে পারত। কিন্তু তা কল্যাণীতে চলে যাওয়ায় এই অঞ্চলের বঞ্চনার কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দিয়েছে। কিছু ঝকঝকে শপিং মল, মাল্টিপ্লেক্স আর চাকচিক্যের ছবি সরিয়ে দিলে প্রকৃত উন্নয়নের কঙ্কালসার ছবিটা সহজেই ফুটে উঠবে। আজও দুই জেলার ধুঁকতে থাকা শিল্পছবি বদলাতে কোনও পদক্ষেপ হল না। শুধু বালুরঘাটের বিমানবন্দরের জট খুলতেই ল্যাজেগোবরে দশা হয়েছে নেতা-মন্ত্রীদের। প্রয়োজনে ভরতুকি দিয়ে শিল্পতালুকগুলো চালু করতেও উদ্যোগ নেই। একসময়ের বিখ্যাত কালিয়াগঞ্জের তেলকলগুলোর পুনরুজ্জীবনে দিশা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে সরকার। পর্যটনের প্রসারেও হেলদোল দেখা যাচ্ছে না। গঙ্গারামপুরের দই, তাঁতের প্রতি সুবিচার হল না।

পাশের রাজ্য ও বাংলাদেশের মধ্যে রপ্তানি বাণিজ্য এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনতে পারত। তাও বিশবাঁও জলে।

জেলাবাসীরা চান রাজনীতির সাপ-লুডো খেলার বাইরে এই অঞ্চলের তরুণ প্রজন্ম কর্মসংস্থানের স্বপ্ন দেখুক। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহণ, কৃষিতে আরও বিনিয়োগ আসুক। উন্নত প্রযুক্তি, নতুন উদ্যম আর মানবসম্পদের উন্নত ব্যবহারে ঘুরে দাঁড়াক দুই দিনাজপুর। তার জন্য রাজ্য, কেন্দ্রের আরও বেশি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

(লেখক - শিক্ষক ও সংস্কৃতিকর্মী। রায়গঞ্জের বাসিন্দা)

জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়িতে পরিক্রমার সুযোগ নিগমের

বাসে পুজো প্যাকেজ

পূর্ণেন্দু সরকার

এই সরকারি বাসেই প্রশাসনের পুজো পরিক্রমা হবে।

জলপাইগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : জলপাইগুড়ি এবং শিলিগুড়িতে দুর্গাপুজো পরিক্রমা চালু করতে চলেছে জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন। বেসরকারি পর্যটন সংস্থাগুলির সহযোগিতায় উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের (এনবিএসটিসি) বাসে করে পুজো পরিক্রমা করানো হবে। এই পরিক্রমায় বিগ বাজেটের পুজো ছাড়াও জঙ্গল এবং চা বাগানের পুজোগুলিও থাকছে। থাকছে পুজোমণ্ডপে গিয়ে অঞ্জলি দেওয়ার ব্যবস্থাও। এনবিএসটিসি'র চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বললেন, 'আলাদা করে কোনও পুজো পরিক্রমার ভাবনা নেই। তবে ডিপো থেকে প্রবীণ নাগরিকদের মণ্ডপে ঘোরানো হবে।'

দুর্গাপুজোর আর মাত্র হাতেগোনা কয়েকটি দিন বাকি। প্রশাসনের ধর্মীয় স্থানগুলিকে কেন্দ্র করে চালু করা 'সম্প্রীতি ভ্রমণ' বেশ সাড়া ফেলেছে। এবার তাই প্রশাসন দুর্গাপুজো নিয়ে কিছু ভাবতে চাইছে। রবিবার জলপাইগুড়ি মাদ্রাসা ময়দানে বেসরকারি পর্যটন সংস্থাগুলির সঙ্গে এই বিষয়ে একপ্রস্থ আলোচনাও সেরে নেয় প্রশাসন।

অতিরিক্ত জেলা শাসক (পর্যটন) প্রিয়দর্শিনী ভট্টাচার্য বললেন, 'সরকারি বাসে করে উৎসাহী দর্শনার্থীদের বাছাই করা পুজোমণ্ডপগুলিতে ঘোরানো হবে। তার আগে আমরা পর্যটন সংস্থাগুলির কাছে এরকম পুজোমণ্ডপগুলির নাম লিখিত আকারে চেয়েছি।' জলপাইগুড়ি শহর, ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, মালবাজার এবং রাজগঞ্জ ব্লকে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের অধীন বড় পুজোমণ্ডপগুলির তালিকা বেসরকারি পর্যটন সংস্থাগুলির কাছে চেয়েছে প্রশাসন। সেইসঙ্গে শিলিগুড়ি শহরের বড় পুজোগুলিও যুক্ত করা হবে প্যাকেজে। এরপরের বৈঠকে পুজো পরিক্রমার একাধিক রুট, খরচ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। পাশাপাশি গরুমারা জঙ্গলের দুর্গাপুজো থেকে ডুয়ার্সের কয়েকটি চা বাগানের বড় পুজোও দেখানো হবে। হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল প্রশাসনের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন। জলপাইগুড়ি ট্যুর অপারেটর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সুব্রত চক্রবর্তীর মতে, রাজবাড়ি, সীমান্ত, চা বাগানের পুজোগুলিও দেখানো যেতে পারে।

যে কোনও শহরেই সকাল থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত পুজোর দিনগুলিতে 'নো এন্ট্রি' থাকে না। সেকারণে এই সময়েই পুজো পরিক্রমা করার কথা ভাবছে প্রশাসন। অতিরিক্ত জেলা শাসক জানালেন, খুব তাড়াতাড়ি পুজো পরিক্রমা নিয়ে পুলিশ, ট্যুর অপারেটর, এনবিএসটিসি-র সঙ্গে বৈঠক করা হবে। সম্প্রীতি ভ্রমণে যেভাবে এনবিএসটিসি-র জলপাইগুড়ি, মাল, ময়নাগুড়ি ডিপোতে কাউন্টার খোলা হয়েছে। সেভাবে পুজো পরিক্রমাতেও কাউন্টার খোলা হবে। শহরে মাইকিং এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করা হবে। পুরসভায় একটি কাউন্টার খোলার বিষয়ে জানালেন জলপাইগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়।

কী কী থাকবে

- জলপাইগুড়ি শহর এবং বিভিন্ন ব্লকের বিগ বাজেটের পুজো
- শিলিগুড়ি শহরের পুজোগুলিও ঘোরানো হবে
- গরুমারা জঙ্গলের দুর্গাপুজো থেকে ডুয়ার্সের কয়েকটি চা বাগানের বড় পুজোও রয়েছে

মেধা অন্বেষণ

জলপাইগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : পড়ুয়াদের ইতিহাসের প্রতি ভালোবাসা তৈরি করতে ও ইতিহাস সম্পর্কে জানতে রবিবার ইতিহাস অনুসন্ধানী শিক্ষক মঞ্চের তরফে অনুষ্ঠিত হল ইতিহাস মেধা অন্বেষণ ২০২৫। জলপাইগুড়ির পাশাপাশি কোচবিহার ও বর্ধমান জেলায় এদিন ১৬টি ভেনুতে পরীক্ষা দেয় ৩৩৮৪ জন পড়ুয়া। এর মধ্যে কোচবিহার ও বর্ধমানে ২টি ভেনু ও জলপাইগুড়িতে ১৪টি ভেনু ছিল। মেধা অন্বেষণ বিষয়ে ইতিহাস অনুসন্ধানী শিক্ষক মঞ্চের সভাপতি বাবলু রায় বলেন, 'বর্তমান সময়ে পড়ুয়ারা অতিরিক্ত মোবাইলমুখী হয়ে পড়ছে। তাই এই মেধা অন্বেষণের আয়োজন।

বিক্রি খাসজমি

প্রথম পাতার পর

তিনি জানালেন, জমি কেনার সময় সরাসরি জমির মালিকের সঙ্গে কথা হয়নি। দালালদের মারফত কিছু না বুঝেই এই জমি তিনি কিনেছিলেন। সন্দীপের মতোই ঘটনা ঘটেছে অনেকের সঙ্গে।

গত বছর এমনই বেশ কিছু রিসর্টের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়েছিল প্রশাসনের তরফে। ভেঙে দেওয়া হয়েছিল তাদের সীমানা প্রাচীর। তারপর রিসর্ট কর্তৃপক্ষের তরফে প্রশাসনের কাছে লিজের আবেদন জানানো হয়েছে। সমস্ত নথি খতিয়ে দেখা হচ্ছে প্রশাসনের তরফে। সেখানে সমীক্ষা করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, অবৈধভাবে নদীর চর দখল করে বেশ কিছু রিসর্ট গড়ে উঠেছে। এখন প্রশ্ন হল, অবৈধভাবে গড়ে ওঠা এই রিসর্টগুলো কি আদৌ লিজ পাবে? নাকি এভাবেই চলবে? নাকি প্রশাসনের তরফে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে? প্রশাসনের তরফে সদুত্তর মেলেনি।

বিষয়টি নিয়ে ক্রান্তির বিডিও রিমিল সোরেনকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। তবে লাটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কৃষ্ণা রায় বর্মন জানান, লাটাগুড়ির সমস্ত রিসর্টকে তাদের নথি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে জমা দিতে বলা হয়েছে। তবে অধিকাংশ রিসর্ট কর্তৃপক্ষ তা জমা করেননি। আগামীতে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থাও নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

একমনে ফোনে... কোচবিহারে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

কেলেঙ্কারি অনেক

প্রথম পাতার পর

২০২৪-এর শেষদিকে ব্যাংকের পুণ্ডিবাড়ি শাখাতেও প্রকাশ্যে আসে আর্থিক কেলেঙ্কারি। ২০২৫-এর শুরুতে সেই কেলেঙ্কারির তদন্ত রিপোর্ট জমা হয়। সেখানেও ক্যাশিয়ার বিকাশ চন্দ্র ইন্দ্রের বিরুদ্ধে নয় লক্ষ টাকা তছরুপের প্রমাণ মেলে। বিকাশকে সাসপেন্ড করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বছর ঘুরতে চললেও তাঁর বিরুদ্ধে নিয়ম মেনে পুলিশে এফআইআর করা হয়নি। কেন এফআইআর না করে অভিযুক্তকে ছাড় দেওয়া হল সেবিষয়ে কোনও কথাই বলছেন না ব্যাংকের চেয়ারম্যান বা সমবায় আধিকারিকরা।

ব্যাংকটি রাজ্য সমবায় দপ্তরের নিয়ম ও বিধি অনুসারে পরিচালিত হয়। নির্বাচিত ও মনোনীত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত বোর্ড অফ ডিরেক্টরই ব্যাংক পরিচালনা করেন। তবে ব্যাংকের কাজকর্ম তদারকি করে সমবায় দপ্তর। দপ্তরের একজন আধিকারিক মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক (সিইও) হিসাবে নিযুক্ত থাকেন। ব্যাংকের সিইও রাজশেখর অধিকারীর বক্তব্য, 'বছরখানেক হল দায়িত্ব নিয়েছি। এই সময়ের মধ্যে যখন যখন যে যে অনিয়ম দেখেছি সঙ্গে সঙ্গে সবটাই বিস্তারিতভাবে বোর্ড অফ ডিরেক্টর বা সমবায় দপ্তরে আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। ব্যাংকের বিষয়ে যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার তাঁরাই নেন। আমি কর্মসম্পাদন করি। যেমন নির্দেশ আসবে সেভাবেই কাজ করব।'

ব্যাংকের সিইও জেলায় থাকা ডেপুটি রেজিস্ট্রার অফ কোঅপারেটিভ সোসাইটিজ (ডিআরসিএস)-এর নির্দেশ পালন করেন। সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক কেলেঙ্কারিতে কোচবিহারের ডিআরসিএস সুবীর দত্তের ভূমিকা নিয়েও উঠেছে বহু প্রশ্ন। ব্যাংকের বর্তমান বোর্ড দায়িত্ব নিয়েছে বছরখানেক হল। তার আগে নির্বাচন না হওয়ায় এক বছরেরও বেশি সময় স্পেশাল অফিসার হিসাবে ব্যাংকের দায়িত্বে ছিলেন সুবীর। সেই সময়ই জামালদহ এবং হলদিবাড়ি শাখায় দুর্নীতির রমরমা হয়েছিল। প্রশাসক হিসাবে কেন তখন দ্রুত পদক্ষেপ করেননি ডিআরসিএস তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ব্যাংকের বোর্ড সদস্যদের অনেকেই। দুর্নীতি ধরা পড়ার পর বিভাগীয় তদন্ত করেও পদক্ষেপ করতে পারতেন ডিআরসিএস। থানায় এফআইআর-ও করা যেত। সেসব না করায় ব্যাংকের অন্দরেই নানা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। এদিন প্রশ্ন শুনেই 'বাইরে আছি' বলে প্রথমে তা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন সুবীর। পরে বলেন, 'বিষয়গুলো দেখে তারপর বলতে হবে।'

দুর্নীতি ধামাচাপা দেওয়ার অভিযোগ অবশ্য মানতে চাননি ব্যাংকের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মণ্ডল। তাঁর কথা, 'আমরা বোর্ডে নতুন এসেছি। সবটা এখনও ভালো করে বুঝে নিতে পারিনি। তবে দুর্নীতির সঙ্গে আপস করা হবে না।' বারে বারে কেলেঙ্কারির ফলে ব্যাংকের ভাবমূর্তি খারাপ হওয়ার কথা স্বীকার করে তিনি বলেন, 'দুর্নীতির ফলে আমাদের ব্যবসা কমে গিয়েছে। মানুষের বিশ্বাস, ভরসা কমে যাচ্ছে। ব্যাংকের বড় ক্ষতি হচ্ছে।'

রেলের লোডিং ২.৫ শতাংশ বাড়ল

মালিগাঁও, ২৪ অগাস্ট : প্রতিনিয়ত গ্রাহকদের সেবা এবং তাঁদের কাছে প্রয়োজনীয় পণ্য দ্রুত পৌঁছে দিতে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর) বদ্ধপরিকর। ২০২৫ সালের জুলাই মাসে রেলের ওই জোন ০.৯৩৬ মিলিয়ন টন (এমটি) পণ্য লোড করেছে। গত আর্থিক বছরের থেকে এর হার প্রায় ২.৫ শতাংশ বেশি। এর মধ্যে সিমেন্ট লোডিং ১৯১.৩ শতাংশ, কয়লা লোডিং ২০০ শতাংশ, সার লোডিং ১৬৩.৬ শতাংশ এবং পিওএল লোডিং ১৩.২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এদিকে, স্টোন চিপস লোডিং আগের আর্থিক বছরের তুলনায় ১৫০ শতাংশ হারে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পণ্য পরিবহণের ধারাবাহিক বৃদ্ধি ওই অঞ্চলের অর্থনৈতিক দিকটিকেও প্রভাবিত করে। এর ফলে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রাজস্বের হারও বেড়েছে। ভবিষ্যতেও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে অগ্রগতির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে এবং পণ্য পরিবহণ বৃদ্ধি বজায় রাখবে বলে জানিয়েছেন মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা।

ফের ডেঙ্গি

প্রথম পাতার পর

এদিন আক্রান্ত মহিলার স্বাস্থ্য সম্পর্কিত খোঁজ নিতে তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান ও স্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্বে থাকা সৈকত চট্টোপাধ্যায়। পরে তিনি বলেন, 'এখনও পর্যন্ত সরকারি তথ্য অনুযায়ী পুরসভা এলাকায় ১৯ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত। স্টেশন বাজারের পাশে রেলের একটি পুকুর রয়েছে। আমরা রেলের সঙ্গে কথা বলে পুকুরটি পরিষ্কারের ব্যবস্থা করব। এছাড়াও স্টেশন বাজারে আক্রান্তের বাড়ির পাশে খাটাল দেখতে পেয়েছি। ওই খাটালের মালিককে গোরু অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার জন্য সতর্ক করা হয়েছে।'

অন্যদিকে নাগরাকাটায় যেভাবে ডেঙ্গি থাবা বসাচ্ছে, তাতে চিন্তায় পড়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর। স্বাস্থ্য দপ্তরের তথ্য অনুসারে, চলতি বছর জুন মাস পর্যন্ত নাগরাকাটা ব্লকে আক্রান্তের সংখ্যা ১০ ছিল। কিন্তু পরবর্তী প্রায় দু'মাসে (অগাস্ট এখনও শেষ হয়নি) আক্রান্ত হয়েছেন ১৬৮ জন। এতেই স্পষ্ট, কতটা দ্রুততার সঙ্গে আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, সদর ব্লকে ৪৫ জন, রাজগঞ্জ ব্লকে ৪৩, মেটেলি ব্লকে ৪৩ জন, ময়নাগুড়ি ব্লকে ২৯ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত। তবে জলপাইগুড়ি পুরসভার বাইরে জেলার অন্য পুর এলাকাগুলিতে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কিছুটা কম।

মোষ পাচারে বড়লোক

নিউজ ব্যুরো

২৪ অগাস্ট : মোষপিছু লাভ প্রায় ৫০০ টাকা। তার মানে এক রাতে ১০০টা মোষ সংকোশ পার করাতে পারলে কড়কড়ে হাজার পঞ্চাশেক। তাহলে মাসের অর্ধেক দিন কাজ করলেও লাখ আষ্টেক। এই এত টাকা কিন্তু ঢুকছে একজনেরই পকেটে। পাচারের মোষ আলিপুরদুয়ার জেলার সীমানা পার করিয়ে নিরাপদে অসমে ঢুকিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব তাঁরই।

বিহার, উত্তরপ্রদেশের মতো ভিনরাজ্য থেকে সড়কপথে মোষ ঢুকছে আলিপুরদুয়ার জেলায়। তারপর তা অসম-বাংলা সীমানার একাধিক গ্রামের পথ ধরে সংকোশ নদী পেরিয়ে চলে যাচ্ছে অসমে। আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম ব্লককে কেন্দ্র করেই মোষ পাচারের এই অবৈধ কারবার চলছে। বারবিশা কিংবা আশপাশের এলাকায় মোষের গাড়ি ঢোকার পর থেকে শুরু করে গ্রামের কাঁচা রাস্তায় হাঁটিয়ে, কিংবা ছোট পণ্যবাহী গাড়িতে চাপিয়ে নৌকাঘাট পর্যন্ত নির্বিঘ্নে নিয়ে যাওয়া, তারপর যন্ত্রচালিত নৌকায় তুলে সংকোশ নদী পার করে অসমে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বে রয়েছেন এক ম্যানেজার। এই ব্যক্তি কুমারগ্রাম ব্লকের ভল্কা-বারবিশা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা।

দীর্ঘবছর ধরে তলে তলে ভিনরাজ্যের গোরু, মোষবোঝাই গাড়ি অসম-বাংলা সীমানা দিয়ে অবৈধ উপায়ে পার করিয়ে দেওয়ার এজেন্ট হিসেবেই কাজ করলেও তাঁর এই পেশার কথা কিন্তু পাড়াপ্রতিবেশীরা জানেন না। এলাকায় তাঁর পরিচিতি পোলট্রির ব্যবসায়ী হিসেবে। অসমে মোষ পাচারের অবৈধ ব্যবসার লাইন ঠিক রাখতে ওই ব্যক্তিকে সিন্ডিকেটের কাজকর্ম পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। একজোড়া বা স্থানীয় ভাষায় একহাল মোষ আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম ব্লক থেকে সংকোশ নদী পার করে অসমের কোকরাঝাড় জেলার বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে দিতে তাঁর চার্জ ২ হাজার ৫০০ টাকা। অর্থাৎ মোষপিছু ১২৫০ টাকা তিনি নেন পাচারকারীদের কাছ থেকে। সেই টাকার ভাগ অবশ্য তাঁকে বিভিন্ন জায়গায় দিতে হয়। সেসব দিয়েথুয়েও মোষ প্রতি ৪৫০-৫০০ টাকা হাতে থাকে তাঁর। তবে এসব থেকে আবার কিছু বাড়তি খরচ হয়। কারণ মোষ পাচারের 'লাইন ক্লিয়ার' রাখতে বিশেষ বিশেষ লোককে খুশি রাখতে হয়। তাতে খরচ নেহাত কম নয়।

এই মুহূর্তে মোষ পাচারকারীদের সবচেয়ে পছন্দের রুট হল কুমারগ্রাম ব্লক থেকে অসমের কোকরাঝাড় অবধি। বারবিশা সেলস ট্যাক্স গেট এলাকা থেকে মাটিখুঁড়া পর্যন্ত মোষপিছু রাতের অন্ধকারে গ্রামের পথ ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে খরচ হয় ১০০ টাকা। স্থানীয় মাতব্বরদের সিন্ডিকেট রয়েছে। মোষপিছু ১০০ টাকা না পেলে সিন্ডিকেটের লোকজন মোষ আটকে মাঝরাতে ঝামেলা পাকাবে। নির্দিষ্ট দূরত্বে থাকা এমন ৪টি সিন্ডিকেটের কথা শোনা যাচ্ছে।

একেকটি সিন্ডিকেটে কমকরেও ৩০-৪০ জন সদস্য আছেন। তাঁরা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে এলাকা ভাগ করে নিয়েছেন। একই কারণে মাটিখুঁড়া থেকে ধর্মগোলা পর্যন্ত ১০০ টাকা, সেখান থেকে জাম্পই গেট পর্যন্ত আরও ১০০ টাকা এবং জাম্পই গেট থেকে জোঙ্গামারি ঘাট পর্যন্ত ১০০ টাকা লাইন খরচ দিতে হচ্ছে। মাঝি মোষপিছু নৌকাভাড়া নেন ১৫০ টাকা। সেখান থেকে নৌকার মালিক মোষপিছু ভাগ পান ১০০ টাকা। বাকি ২৫০ টাকা রাস্তার অন্যান্য খরচ হিসবে ধরা থাকে।

করিতকর্মা

- তিনি মোষবোঝাই গাড়ি অসম-বাংলা সীমানা পার করিয়ে দেওয়ার এজেন্ট
- তবে তাঁর এই পেশার কথা কিন্তু পাড়াপ্রতিবেশীরা জানেন না
- এলাকায় তাঁর পরিচিতি পোলট্রি ব্যবসায়ী হিসেবে
- ওই ব্যক্তিকে সিন্ডিকেটের কাজ পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে

উন্নয়নের কোপে

প্রথম পাতার পর

কর্তৃপক্ষের কাছে বিনম্র আবেদন, গাছগুলিকে বাঁচিয়ে উন্নয়নের কাজ করা হোক। এখানে অসংখ্য পাখির বসবাস।' এমন আকুতি আরও অনেকেই প্রকাশ করেছেন। ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সম্পাদক নন্দু রায়ের কথায়, 'সেসব গাছ কাটলে পাখিদের বাসস্থান ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। কয়েক হাজার পাখির ছানা রয়েছে ওখানে। ক্ষতি হবে পরিবেশেরও। গাছ না কেটে বিকল্প চিন্তাভাবনা করে উন্নয়নমূলক কাজ করা হোক।' ঘটা করে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়। সরকারি টাকা ব্যয় হয়। কিন্তু কোনও গাছ কি আদৌ মহীরুহ হয়ে ওঠে? স্থানীয়রা এমন কিছু মনে করতে পারছেন না। ময়নাগুড়ি নাগরিক চেতনার সম্পাদক অপু রাউতের কথায়, 'একটি গাছ মানে এখন দশটি প্রাণ। শহরে এমনিতেই গাছ নেই বললেই চলে। নতুন করে গাছ রোপণ করে বড় করে তোলাও সম্ভব হয়নি।'

জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন এবং ময়নাগুড়ি পুরসভা কর্তৃপক্ষের এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে ইতিপূর্বে। রাস্তার মাপজোখও প্রায় শেষ পর্যায়ে। পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায় আশ্বাস দিচ্ছেন, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করা হবে বলে। সেই আলোচনায় আদৌ কি কোনও লাভ হবে? উত্তরবঙ্গের গবেষক তথা ইতিহাসবিদ গৌতম গুহরায় বলেন, 'এই গাছগুলি একশো বছরেরও বেশি পুরোনো। আর কোথাও এমন গাছে ঢাকা রাস্তা আছে কি না, জানি না। এই গাছগুলি কোনওভাবে রক্ষা করা যায় না?'

এই প্রশ্ন তো ময়নাগুড়ির সকলেরই।

সম্পর্কের অঙ্কে বদলায় নাম

প্রথম পাতার পর

ভালোবাসা কতটা খাঁটি বোঝাতে হাতে মেয়েটির নামের ট্যাটু করান। কিন্তু শাহরুখ যতই বলুন না কেন, সিনেমার মতো আমাদের জীবনের শেষে সব ঠিক হয়ে যায়- বাস্তব যে বড় রূঢ়।

কয়েকমাস পর জানতে পারেন, যে নামের ট্যাটু করিয়েছেন, সেটা আদতে ভুয়ো। মেয়েটি নাকি যোগাযোগই বন্ধ করে দেন। বেকায়দায় পড়েন অমিত। মাসছয়েক আগে বিয়ে হয়েছে তাঁর। বিয়ের আগে স্টুডিওতে গিয়ে নতুন ট্যাটু করিয়েছেন পুরোনোটির ওপর। গচ্চা গিয়েছে মোটা টাকা। অমিতের আফসোস, 'কী যে ভুল করেছিলাম। আগে অনেক টাকা খরচ হয়েছিল, এবারও হল। প্রেমিক-প্রেমিকার নামে ট্যাটু করানোর আগে দশবার ভাবা উচিত।'

তিন বছর আগে একধাপ এগিয়ে প্রেমিকার ছবি ট্যাটু করিয়েছিলেন বুকে। তিনি সুকান্তনগরের বাণীব্রত। প্রিয়তমা এখন প্রাক্তন। একসময় তরুণীর বিয়ে ঠিক হল অন্য জায়গায়। আর তিনি শরণাপন্ন হলেন ত্বক বিশেষজ্ঞের। তাঁর পরামর্শ নিয়ে বুকে নতুন নকশার ট্যাটু বানালেন।

ডার্মাটোলজিস্ট ডাঃ প্রবীণকুমার ভুপালিকা বললেন, 'আমাদের কাছে প্রচুর মানুষ আসছেন ট্যাটু ওঠাতে। লেসার ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে তুলে দেওয়া হয়। নামের ট্যাটু প্রচুর সংখ্যক।'

লক্ষ্মীলাভে খুশি ট্যাটু আর্টিস্টরা। ইসকন মন্দির রোডে একটি স্টুডিও রয়েছে যোগীর। বলছিলেন, 'প্রেমিক-প্রেমিকার নামের ট্যাটু কভার করতে বা ওঠাতে আসছেন অনেকে। টিনএজাররাই বেশি। লেসার ট্রিটমেন্ট করে ট্যাটু তুলে দেওয়া হয়। যাঁরা নতুন করাতে চান, তাঁদের ক্ষেত্রে পুরোনো ট্যাটু ঢেকে তারপর কীভাবে কাজ করা যায়, সেটা আগে ভালোমতো প্ল্যান করে নিতে হবে। ছোট নাম থাকলে পালকের নকশা করে দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। কঠিন হল, যখন কেউ এসে প্রাক্তনের নামের ওপর বর্তমানের নামের ট্যাটু করাতে বলেন। দুটো ক্ষেত্রেই প্রথমবারের চেয়ে খরচ বেশি। বহু ক্রেতা একাধিকবার এসেছেন। এতে অবশ্য ব্যবসা ভালো হয়।'

শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের এডোলেসেন্ট হেলথ কাউন্সিলার পিয়ালি ঘোষ পইড়ার সঙ্গে কথা হচ্ছিল রবিবার। তাঁর মতে, 'সেলেব্রিটিদের দেখে এধরনের ট্যাটু করাচ্ছে ছেলেমেয়েরা। সেলেব্রিটিরা সম্পর্কের সমীকরণ বদলালে ট্যাটু বদলে ফেলেন। সেই ট্রেন্ড মেনে পালটে নেয় ওরা। আবেগের বশে কারও নামের ট্যাটু করালে পরে আবার আর্টিস্টদের কাছে যেতে হচ্ছে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের মধ্যে এমন প্রবণতা বেশি লক্ষ করা যায়। তবে বড়রাও রয়েছেন তালিকায়।'

শিলিগুড়ির সেবক রোডে স্টুডিওতে বসে ট্যাটু আর্টিস্ট সিকে ছেত্রী জানালেন, ব্যবসায় অবশ্যই লাভ হয়। কিন্তু তিনি প্রথমেই সচেতন করে দেন, প্রেমিক-প্রেমিকার নাম না লিখতে। তাঁর পরামর্শ, নিজের বা বাবা-মায়ের নামের ট্যাটু করালে বিষয়টি নিরাপদ। করা যেতে পারে স্ত্রী ও সন্তানের।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মনোরোগ বিভাগের প্রধান ডাঃ নির্মল বেরার পর্যবেক্ষণ, 'কমবয়সিরা এই কাজ বেশি করে। কারণ, সেসময় পরিপক্বতা আসে না। কাল্পনিক জগতে বিচরণ করে ওরা। পরে সম্পর্কের সমীকরণ বদলে গেলে সমস্যা তৈরি হয়। সিনেমা বা টিভি সিরিজে নায়ক-নায়িকাদের দেখে ছেলেমেয়েরা এসব করে।'

মনের মানুষ খোঁজা সহজ কম্ম নয় মোটে। নেটিজেনরা বলে, 'ভাইভ' না মিললে কারও সঙ্গে আজীবন থাকা যায় না। কিন্তু বারবার যদি একটি ট্যাটুর ওপর আরেকটি ট্যাটু করানো হয়, তবে তা যে স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব একটা সুখকর নয়, তা মাথায় রাখা উচিত রোমিওদের।

ক্রিকেটকে গুডবাই, অবসর গ্রহে পূজারা

রাজকোট, ২৪ অগাস্ট : চেষ্টা করেছিলেন।

বাদ পড়ে জারি রেখেছিলেন লড়াই। প্রত্যাবর্তনের লক্ষ্যে আঁকড়ে ধরেছিলেন কাউন্টি ক্রিকেটকেও। কিন্তু লক্ষ্যপূরণ করতে না পারার হতাশা নিয়ে এদিন সেই লড়াইয়ে ইতি টানলেন চেতেশ্বর পূজারা। জানিয়ে দিলেন, আর নয়। ইতি টানছেন ১০৩টি টেস্টের উজ্জ্বল কেরিয়ারে।

সব ভালোর শেষ আছে, কথাটা মেনে নিয়ে এদিন সব ধরনের ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন ভারতীয় ক্রিকেটের বহু যুদ্ধের সৈনিক। ক্রিকেটপ্রেমীদের রবিবারের মেজাজকে আবেগতাড়িত করে সাতসকালেই পূজারার ঘোষণা, বাইশ গজে ভারতীয় দলের জার্সিতে আর কখনও ব্যাট হাতে দেখা যাবে না তাঁকে। আবেগঘন বিদায়বার্তায় সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'ভারতের জার্সি পরা, জাতীয় সংগীত গাওয়া, মাঠে নেমে নিজের সেরাটা উজাড় করে দেওয়ার চেষ্টা- এর গুরুত্ব ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। তবে সব ভালোর শেষ আছে। ভারতের হয়ে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর নিচ্ছি। ধন্যবাদ সবাইকে ভালোবাসা ও সম্মান দেওয়ার জন্য।'

১০৩ টেস্টের কেরিয়ারে করেছেন ৭,১৯৫ রান। সর্বাধিক ২০৬। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ২৭৮টি ম্যাচে সংগ্রহ ২১,৩০১ রান। সর্বাধিক ৩৫২। ২০০৯ থেকে ২০১৪- পাঁচ বছর আইপিএলে খেলেছেন। প্রথমে কলকাতা নাইট রাইডার্স, তারপর রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। তবে কপিবুক ক্রিকেটে বিশ্বাসী পূজারা কিছুটা বেমানান ছিলেন মেগা লিগের ঝলকে।

পরিসংখ্যান ছাপিয়ে দেশের হয়ে বাইশ গজে বুক চিতিয়ে লড়াইয়ের নানান কাহিনী। ২০১০ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেক। অচিরেই রাহুল দ্রাবিড়ের জুতোয় পা রেখে তিন নম্বর পজিশনে ভারতীয় ব্যাটিংয়ের নিউক্লিয়াস হয়ে উঠেছিলেন। শেষ টেস্ট ২০২৩ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল।

নামের পাশে একঝাঁক নজির। ভারতীয় ক্রিকেটের স্মরণীয় সব জয়গাঁথার কারিগর হয়ে ওঠার কাহিনী। একমাত্র ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে একটি টেস্ট ইনিংসে পাঁচশোর বেশি বল খেলেছেন। বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে সর্বাধিক ১২৫৮ বল খেলার রেকর্ডও পূজারার দখলে। নামের পাশে টেস্টের পাঁচদিন ব্যাটিং করার নজির। কেরিয়ারজুড়ে এমনই সব মণিমাণিক্যের ভিড়।

তৃপ্তিটাই ঝরে পড়ল বিদায়ি বার্তায়। পূজারা লিখেছেন, রাজকোটের এক ছোট্ট শহরের ছেলে হিসেবে আকাশে ওড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। দুই চোখে ছিল দেশের হয়ে খেলার স্বপ্ন। প্রত্যাশা ছাপিয়ে পেয়েছেন। অগণিত মানুষের ভালোবাসা এবং দেশকে প্রতিনিধিত্ব করা— প্রাপ্তির ঘরা পূর্ণ।

ভারতীয় ক্রিকেটকে দিয়েছেন দুই হাত ভরে। বিশেষত দল বিপদে মানে পূজারার ব্যাট আরও চওড়া। ধৈর্য আর লড়াইয়ের প্রতীক ছিলেন। পেশিশক্তির আস্ফালন নয়, দাঁতে দাঁত চাপা মরিয়া প্রয়াসে প্রতিপক্ষকে বাধ্য করেছেন হার মানতে।

ঐতিহাসিক ২০১৮-'১৯ অস্ট্রেলিয়া সফরে তরুণ শুভমান গিল, ঋষভ পন্থদের সাহস জুগিয়েছেন। সাফল্যের রাস্তা তৈরি করে দিয়েছেন। নিজে করেছিলেন ৫২১ রান। অজি পেসারদের বলে গোটা শরীরে আঘাত পেলেও লড়াইয়ের ময়দান থেকে নড়ানো যায়নি ভারতের ক্রাইসিসম্যানকে। পুরস্কারস্বরূপ সিরিজ সেরার সম্মান।

> ভারতের জার্সি পরা, জাতীয় সংগীত গাওয়া, মাঠে নেমে নিজের সেরাটা উজাড় করে দেওয়ার চেষ্টা- এর গুরুত্ব ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। তবে সব ভালোর শেষ আছে। ভারতের হয়ে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর নিচ্ছি। ধন্যবাদ সবাইকে ভালোবাসা ও সম্মান দেওয়ার জন্য।
>
> -চেতেশ্বর পূজারা

১৩ বছরের টেস্ট কেরিয়ারে ১৯টি সেঞ্চুরি রয়েছে। ৫টি একদিনের ম্যাচ খেললেও ছাপ রাখতে পারেননি। তবে চিরাচরিত ফর্ম্যাট টেস্টে দলে বরাবরের ব্যাটিংস্তম্ভ ছিলেন। শচীন তেন্ডুলকারের কথায়, তিন নম্বরে পূজারা ব্যাট করতে নামা মানে স্বস্তিতে থাকা।

ভালোবাসা, পাশে থাকার জন্য পূজারা কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড, নিজের আঞ্চলিক সংস্থা সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনকে। বিদায়ি বার্তায় কোচ, কোচিং স্টাফ, কাউন্টি টিম, ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট দলগুলির কথাও ভোলেননি। পূজারার মতে, তাঁর সাফল্যের নেপথ্যে সবার প্রচেষ্টা, সমর্থন, পরিশ্রম। যদিও শুরুটা বর্ণময় হলেও শেষের ছবিটা অনেকটাই ফিকে। ২০২৩ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের পর আর ডাক পাননি। নির্বাচকদের নজরে আসার জন্য ঘরোয়া ক্রিকেটে রানের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। কাউন্টি ক্রিকেটও খেলেছেন। কিন্তু নির্বাচকদের সামনের দিকে তাকানোর ভাবনায় আর সুযোগ পাননি পূজারা।

ভারতের গত ইংল্যান্ড সফরে কমেন্ট্রি বক্সে দেখা গিয়েছিল পূজারাকে। সুনীল গাভাসকার, রবি শাস্ত্রী, মাইকেল আথারটন, মাইকেল ভনদের সঙ্গে ধারাভাষ্যেও নিজের ছাপ রাখেন। নয়া ইনিংসে যে দায়িত্বে হয়তো আরও বেশি করে দেখা যাবে। যুবরাজ সিং তো ইতিমধ্যেই লেজেন্ড লিগের দরজা খুলে রাখার ইঙ্গিতও দিয়ে রেখেছেন। সুনীল গাভাসকারের কথায়, দেশের ক্রিকেট উন্নয়নে পূজারার দক্ষতাকে কাজে লাগানো উচিত। কোন ভূমিকায় ভারতীয় ক্রিকেটে পূজারার প্রত্যাবর্তন ঘটবে সেটাই এখন দেখার।

সংখ্যায় পূজারা

১ ভারতীয় হিসেবে একটি টেস্ট ইনিংসে পূজারা (৫২৫ বলে ২০২, বনাম অস্ট্রেলিয়া ২০১৭) সর্বাধিক বল খেলেছিলেন।

৪ একটি টেস্ট সিরিজে ভারতীয়দের মধ্যে চতুর্থ সর্বাধিক বল খেলেছেন পূজারা (৪ ম্যাচে ১২৫৮ বল, ২০১৮-'১৯ বনাম অস্ট্রেলিয়া)।

১৪ ভারতের যে ১৪ জন ক্রিকেটার একশো টেস্ট খেলেছেন চেতেশ্বর পূজারা তাদের অন্যতম।

৮ টেস্টে ভারতের অষ্টম সর্বাধিক রান সংগ্রাহক পূজারা।

২ টেস্টে তিন নম্বরে নেমে ভারতের হয়ে দ্বিতীয় সর্বাধিক রান রয়েছে পূজারার (৬৪৮৮)। শীর্ষে রাহুল দ্রাবিড় (১০৩৮১)।

৩ অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট সিরিজে ভারতীয়দের মধ্যে পূজারা (৪ ম্যাচে ৫২১, ২০১৮-'১৯) তৃতীয় সর্বাধিক রান সংগ্রাহকারী।

৩ টেস্টে ১ হাজার রান করার ক্ষেত্রে ভারতীয়দের মধ্যে তৃতীয় দ্রুততম পূজারা (১৮ ইনিংস)।

২ ভারতীয়দের মধ্যে টেস্টে তিন নম্বরে দ্বিতীয় সর্বাধিক দ্বিশতরান রয়েছে পূজারার (৩টি)। শীর্ষে দ্রাবিড় (৫টি)।

টেস্ট

অভিষেক	৯ অক্টোবর, ২০১০ বনাম অস্ট্রেলিয়া
শেষ ম্যাচ	৭ জুন, ২০২৩ বনাম অস্ট্রেলিয়া
ম্যাচ	১০৩
রান	৭১৯৫
বল খেলেছেন	১৫৭৯৭
গড়	৪৩.৬০
শতরান	১৯
অর্ধশতরান	৩৫
সর্বাধিক	২০৬*

ওডিআই

অভিষেক	১ অগাস্ট, ২০১৩ বনাম জিম্বাবোয়ে
শেষ ম্যাচ	১৯ জুন, ২০১৪ বনাম বাংলাদেশ
ম্যাচ	৫
রান	৫১
গড়	১০.২০
শতরান	০
অর্ধশতরান	০
সর্বাধিক	২৭

শরীর বাজি রেখে...

২০২১ সালে ব্রিসবেন টেস্টের পঞ্চম দিনের ভাঙা পিচে প্যাট কামিন্স-মিচেল স্টার্ক-জোশ হ্যাজেলউডদের ৯টি বল শরীরে লাগার পরও মাঠ ছাড়েননি চেতেশ্বর পূজারা। তাঁর তৈরি ভিতে পরবর্তীতে জয় আনেন ঋষভ পন্থ।

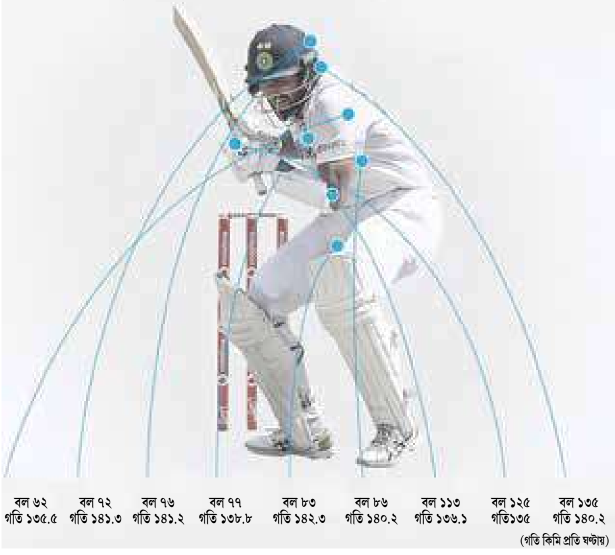

দেশকে সবার আগে রেখেছ : গাভাসকার

গর্বিত করেছ, প্রশংসায় একসুর কুম্বলে-শচীনদের

নয়াদিল্লি, ২৪ অগাস্ট : বাহারি ক্রিকেট শট নয়। দলের জন্য ক্রিজ আঁকড়ে পড়ে থাকা। নিজের সবটুকু দিয়ে প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তোলা। যে প্রাচীর বারবার ভারতের ডুবন্ত জাহাজকে যেমন রক্ষা করেছে, তেমনই হতাশ করেছে প্রতিপক্ষকে। রাহুল দ্রাবিড়ের জুতোয় পা রেখে যথার্থ অর্থেই হয়ে উঠেছিলেন টিম ইন্ডিয়ার ক্রাইসিসম্যান।

চেতেশ্বর পূজারার অবসর ঘোষণায় সেই আবেগের প্রতিফলন ভারতীয় ক্রিকেটমহলে। সুনীল গাভাসকার, শচীন তেন্ডুলকার, অনিল কুম্বলে, যুবরাজ সিং থেকে বর্তমান প্রজন্ম শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দিয়েছেন পূজারাকে। তুলে ধরেছেন তাঁর উজ্জ্বল ক্রিকেট কেরিয়ার, ভারতীয় ক্রিকেটে অসমান্য অবদানের কথা।

গাভাসকার সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'পুরোনো মানসিকতার টেস্ট ক্রিকেটার, যে দেশকে সবসময় সবকিছুর আগে রেখেছে। দেশের জন্য অগুনতিবার শরীরে বলের আঘাত সয়েছে। কিন্তু কখনও পিছিয়ে যায়নি। আশাকরি ভারতীয় ক্রিকেট ওর অভিজ্ঞতা, দক্ষতা কাজে লাগাবে। অসাধারণ চেতেশ্বর। তুমি আমাদের গর্বিত করেছ।'

গর্বের স্রোত শচীনের কথাতেও। মাস্টার ব্লাস্টারের কথায়, 'ঠান্ডা মস্তিষ্ক, টেকনিক, ধৈর্য, টেস্ট ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসা, আবেগের প্রতিফলন দেখেছি তোমার মধ্যে। তিন নম্বরে তোমাকে ব্যাট হাতে নামতে দেখে বরাবর স্বস্তি পেয়েছি।' পূজারার ছবি পোস্ট করে শুভমান গিল পূর্বসূরিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন, ভারতীয় ক্রিকেটে অসামান্য অবদান রাখার জন্য।

অনিল কুম্বলে : উজ্জ্বল কেরিয়ারের জন্য অভিনন্দন। সুন্দর এই খেলার অসাধারণ এক দূত। ক্রিকেট মাঠে তুমি যে কৃতিত্ব অর্জন করেছ, তার জন্য আমরা সবাই গর্বিত। তোমার সঙ্গে কাজ (কোচের দায়িত্ব) করতে পারা আমার কাছে সম্মানেরও।

গৌতম গম্ভীর : ঝড়ের মুখে সবসময় বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছ। যখন সবাই আশা ছেড়ে দিয়েছে, তখন লড়াই করেছ। অভিনন্দন পুজি।

বীরেন্দ্র শেহবাগ : তোমার পরিশ্রম, চেষ্টা, দায়বদ্ধতা নতুন প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরণা। তোমার সাফল্যে আমরাও গর্বিত। তুমি গর্বিত করেছ গোটা দেশকে।

যুবরাজ সিং : এমন একজন ক্রিকেটার, যার শরীর, মন দুটোই উৎসর্গ ছিল ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য। দুরন্ত কেরিয়ারের জন্য অনেক অনেক অভিনন্দন পুজি। নতুন ভূমিকায় তোমার সঙ্গে শীঘ্রই দেখা হচ্ছে।

আজিঙ্কা রাহানে : অভিনন্দন পুজি। তোমার সঙ্গে খেলার প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করেছি। সারাজীবন মনের মণিকোঠায় থেকে যাবে তোমার সঙ্গে দুরন্ত সব টেস্ট জয়ের স্মৃতি। দ্বিতীয় ইনিংসের জন্য শুভেচ্ছা রইল।

ঋদ্ধিমান সাহা : খুব সামনে থেকে বছরের পর বছর ধরে তোমার ধৈর্য, দলের কঠিন মুহূর্ত লড়াই দেখেছি। তোমার সঙ্গে মাঠ এবং সাজঘর ভাগ করে নেওয়া আমার কাছে গর্বের।

সূর্যকুমার যাদব : হ্যাপি রিটায়ারমেন্ট পুজি ভাই।

সুরেশ রায়না : অবিশ্বাস্য কেরিয়ারের জন্য অভিনন্দন ভাই। তোমাকে এবং তোমার পরিবারকে আগামীর শুভেচ্ছা।

প্রজ্ঞান ওঝা : অসাধারণ কেরিয়ার এবং নতুন সফরে পা রাখা-অনেক অভিনন্দন তোমাকে। ভারতীয় ক্রিকেটে তোমার অবদান চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

দেবজিৎ সইকিয়া (বিসিসিআই সচিব) : নিঃস্বার্থভাবে দলের হয়ে লড়াইয়ের প্রতীক চেতেশ্বর পূজারা। অসাধারণ ধৈর্য, টেস্ট ক্রিকেটের প্রতি ওর ভালোবাসা, আবেগ অনুকরণযোগ্য।

'বারবার ট্রেনিং পদ্ধতি বদলে আখেরে ক্ষতি'

ব্রঙ্কো টেস্ট নিয়ে সতর্কবার্তা অশ্বীনের

চেন্নাই, ২৪ অগাস্ট : বিরাট কোহলি-রবি শাস্ত্রীর আমলে ফিটনেসের মাপকাঠি ছিল ইয়ো ইয়ো টেস্ট। রোহিত শর্মা-রাহুল দ্রাবিড় জুটিও ভরসা রেখেছিলেন ইয়ো ইয়োতেই। গৌতম গম্ভীর জমানাতে যদিও রদবদলের ভাবনা ক্রিকেটারদের ফিটনেসের মাপকাঠিতে।

ইয়ো ইয়োর সঙ্গে যুক্ত হতে চলেছে ব্রঙ্কো টেস্ট। গম্ভীরদের যে নয়া ভাবনায় খুশি নন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। প্রাক্তন অফস্পিনারের মতে, অযথা পরিবর্তনে হিতে বিপরীত হতে পারে। সুবিধার বদলে সমস্যা বাড়তে পারে ফিটনেস টেস্টের অযথা পরিবর্তনে।

ভারতীয় দলের ক্রিকেটার, বিশেষত পেস বোলারদের জন্যই মূলত আসতে চলেছে রাগবির ধাঁচে নতুন ব্রঙ্কো টেস্ট পদ্ধতি। যদিও অশ্বীনের যুক্তি, যা সফলভাবে চলছে তাকে রাতারাতি বদলে ফেলার কোনও দরকার নেই। এতে সমস্যাই বাড়বে। খেলোয়াড়দের চোট প্রবণতা বাড়তে পারে।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বীন ব্রঙ্কো টেস্ট নিয়ে বলেছেন, 'ট্রেনার পরিবর্তন হলে ট্রেনিং পদ্ধতিও বদলানো ঠিক না। এরফলে আদপে ক্রিকেটাররাই সমস্যায় পড়ে। দীর্ঘদিন একটা নির্দিষ্ট ট্রেনিং পদ্ধতি অনুসরণ করার পর হঠাৎ তা বদলে ফেললে মানিয়ে নিতে অসুবিধা হবে। এরফলে চোটের সম্ভাবনা বাড়ার আশঙ্কা থাকে। বারবার ট্রেনিং পদ্ধতি বদলালে তা আখেরে ক্ষতিই হয়।' সোহম দেশাইয়ের বদলে দলের স্ট্রেংথ ও কন্ডিশনিং কোচের দায়িত্বে এখন আদ্রিয়ান লা রু। ব্রঙ্কো টেস্ট লা রু-রই মস্তিষ্কপ্রসূত।

> ট্রেনার পরিবর্তন হলে ট্রেনিং পদ্ধতিও বদলানো ঠিক না। এরফলে আদপে ক্রিকেটাররাই সমস্যায় পড়ে। দীর্ঘদিন একটা নির্দিষ্ট ট্রেনিং পদ্ধতি অনুসরণ করার পর হঠাৎ তা বদলে ফেললে মানিয়ে নিতে অসুবিধা হবে। এরফলে চোটের সম্ভাবনা বাড়ার আশঙ্কা থাকে।
>
> -রবিচন্দ্রন অশ্বীন

নিজের অভিজ্ঞতা থেকে অশ্বীনের আরও দাবি, অতীতে যখন ইয়ো ইয়ো টেস্ট দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, শুরুতে সমস্যায় পড়েছিলেন। একটা নির্দিষ্ট ফিটনেস ট্রেনিংকে দীর্ঘদিন অনুসরণ করেছেন। নতুন পদ্ধতিতে মানিয়ে নেওয়া সহজ ছিল না। অনেক চেষ্টার পর তা রপ্ত করেছিলেন। আরও বলেছেন, '২০১৭ থেকে ২০১৯-লম্বা সময় লেগেছিল নতুন পদ্ধতির সঙ্গে ঠিকঠাক মানিয়ে নিতে। সমস্যা হত। সোহম জানে আমার সমস্যার কথা। আমার ধারণা, ব্রঙ্কোর অন্তর্ভুক্তিতে একই সমস্যায় পড়বে বর্তমান ভারতীয় দলের খেলোয়াড়রা।'

অশ্বীনের যুক্তি, ট্রেনিংয়ের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা থাকা দরকার। বারবার বদল হওয়া উচিত নয়। নতুন ট্রেনার আসলেই পদ্ধতি বদলে যাবে এবং তার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে ক্রিকেটারদের, এর যৌক্তিকতা নেই। বিশেষত, যখন চলতি ফিটনেস পদ্ধতিতে সুফল মিলছে, তখন অযথা কাটাছেঁড়া করা, রদবদলের কোনও মানে নেই।

শতরানের পর চেনা সেলিব্রেশনে ট্রাভিস হেড। ম্যাকেতে রবিবার।

হেড-মার্শ-গ্রিনে রেকর্ড অজিদের

ম্যাকে, ২৪ অগাস্ট : সিরিজের নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছিল আগেই। নিয়মরক্ষার শেষ ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ২৭৬ রানে হারাল অস্ট্রেলিয়া। প্রথমে ব্যাট করতে নেমেই ঝড় তোলেন ট্রাভিস হেড (১৪২) ও মিচেল মার্শ (১০০)। শতরান করলেন তিন নম্বরে নামা ক্যামেরন গ্রিনও (অপরাজিত ১১৮)। ৪৭ বলে তিন অঙ্কে পৌঁছে গ্রিন অজিদের মধ্যে দ্বিতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরি করলেন। যার সুবাদে অস্ট্রেলিয়া পৌঁছে যায় ৪৩১/২ স্কোরে। দেশের মাটিতে ওডিআইতে সর্বাধিক রান।

অন্যদিকে, বল হাতে বিধ্বংসী মেজাজে ছিলেন বাঁহাতি স্পিনার কুপার কোনোলি (২২/৫)। ২২ বছর ২ দিন বয়সে কনিষ্ঠতম অস্ট্রেলিয়ান হিসেবে পাঁচ উইকেট নিলেন তিনি। এটাই অজি স্পিনারদের মধ্যে ওডিআইয়ে সেরা বোলিং ফিগার। যার সুবাদে দক্ষিণ আফ্রিকা অলআউট হয়ে যায় মাত্র ১৫৫ রানে। ওডিআই ক্রিকেটের ইতিহাসে এটাই তাদের সর্বাধিক রানে হার।

স্মৃতি-রিচাদের প্রস্তুতি শিবির হবে ভাইজাগে

মুম্বই, ২৪ অগাস্ট : ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ জয়ের হাতছানি।

লক্ষ্যপূরণে নিজেদের প্রস্তুত রাখতে বন্দরনগরী ভাইজাগে প্রস্তুতি শিবির করবে ভারতীয় মহিলা দল। বিশ্বকাপের আগে নিজেদের ঝালিয়ে নিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের সিরিজও খেলবেন স্মৃতি মান্ধানা-হরমনপ্রীত কাউর-রিচা ঘোষরা। তার প্রাক্কালে ২৫ অগাস্ট থেকে সপ্তাহ খানেকের এই প্রস্তুতি শিবির করবে ভারতীয় মহিলা দল। ১৫ সদস্যের বিশ্বকাপের দলের পাশাপাশি শিবিরে অংশ নেবেন স্ট্যান্ডবাই তালিকায় থাকা ৬ জন ক্রিকেটারও।

শিবিরে যোগ দেবেন মহিলা ভারতীয় 'এ' দলের খেলোয়াড়রাও। বর্তমানে 'এ' দল অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বেসরকারি টেস্ট খেলতে ব্যস্ত। নিউজিল্যান্ডের মহিলা দল বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসেবে ভারতের 'এ' দলের বিরুদ্ধে অনুশীলন ম্যাচ খেলবে বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে। শিবিরে ভারতের মহিলা বিশ্বকাপের মূল স্কোয়াডও আন্তঃদলীয় প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে 'এ' দলের বিরুদ্ধে।

প্রস্তুতি শিবিরের জন্য ভাইজাগকে বেছে নেওয়ার মূল কারণ, বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকা (৯ অক্টোবর) ও অস্ট্রেলিয়ার (১২ অক্টোবর) বিরুদ্ধে গ্রুপ লিগের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ বন্দরনগরীতে খেলবেন হরমনপ্রীতরা। ফলে ভাইজাগে প্রস্তুতি শিবিরে পরিবেশ, পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে সুবিধা হবে। ৩০ সেপ্টেম্বর মহিলা বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচেই নামছে ভারত। গুয়াহাটির বরসাপাড়া স্টেডিয়ামে মান্ধানা-রিচারা যে ম্যাচে খেলবেন প্রতিযোগিতার সহ আয়োজক শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে। প্রাথমিকভাবে উদ্বোধনী ম্যাচ বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামীতে হওয়ার কথা থাকলেও রাজ্য সরকার চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামকে ছাড়পত্র না দেওয়ায় ম্যাচ সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

প্রথমবার কোচের দায়িত্বে সৌরভ

মুম্বই, ২৪ অগাস্ট : দুই দফায় দিল্লি ক্যাপিটালসের মেন্টরের ভূমিকায় দেখা গিয়েছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে। জেএসডব্লিউ স্পোর্টসের ডিরেক্টর অফ ক্রিকেটের ভূমিকাতেও তাঁকে পাওয়া গিয়েছে। তাঁকে দক্ষিণ আফ্রিকার টি২০ লিগে এই জেএসডব্লিউ স্পোর্টসের দল প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের কোচ করা হয়েছে। ফ্র্যাঞ্চাইজিটির তরফে ইনস্টাগ্রাম পোস্টে জানানো হয়েছে, জোনাথন ট্রটের পরিবর্তে সৌরভকে দায়িত্ব দেওয়া হল। সৌরভের হাত ধরেই প্রিটোরিয়া প্রথমবার দক্ষিণ আফ্রিকার টি২০ লিগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে প্রথমবার তারা ফাইনালে উঠলেও পরবর্তী দুইবার তারা শেষ করে যথাক্রমে পঞ্চম এবং ষষ্ঠ স্থানে। ২৬ ডিসেম্বর এবারের দক্ষিণ আফ্রিকার টি২০ লিগ শুরু হচ্ছে।

ভারতকে আবার নির্বাসিত করতে পারে ফিফা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : 'এখন আমাদের সবটাই মেঘাচ্ছন্ন। কয়েকদিনের বিশ্রাম দরকার। তারপর আবার হয়তো আবার ফিরতে পারব লড়াই করার জন্য। আশা করছি দ্রুত চুক্তি হয়ে যাবে। যাতে এদেশে আবার ফুটবল ফিরতে পারে। প্রতিদিন আমরা সকালে ঘুম থেকে উঠি একটা ভালো খবর পাওয়ার জন্য এবং দয়া করে আপনারাও (সংবাদমাধ্যম) ধাক্কা দিন। আপনাদের হাতে অনেক বেশি ক্ষমতা।' সদ্য ডুরান্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়া কোচ যখন হাতজোড় করে এই আবেদন করেন তখন তাঁর মুখেই যেন মিলেমিশে যায়, এদেশের আপামর কোচ-ফুটবলার-ফুটবলের সঙ্গে যুক্ত সবার মুখ। কারণ, ফের একবার ফিফার নির্বাসনের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এই টালমাটাল অবস্থার জন্য।

রবিবার দ্য ট্রিবিউন এএফসি-র এক সূত্রের উল্লেখ করে জানিয়েছে, বিশ্বের সর্বোচ্চ ফুটবল সংস্থা ভারতীয় ফুটবলের এই অচলাবস্থা নিয়ে অত্যন্ত বিরক্ত। দ্রুত এই সমস্যা না মেটালে হয়তো আবারও নির্বাসনের খাঁড়া নেমে আসতে পারে ভারতের উপর। এএফসি ইতিমধ্যেই জানিয়েছে, তারা পরিস্থিতির দিকে সবসময় নজর রাখছে। ২০২২ সালে একবার ফিফার নির্বাসনের কোপ পড়ে ভারতের উপর। এবার আবারও যদি নির্বাসিত হয় তাহলে ফিফা এবং এএফসির টুর্নামেন্টে ভারত এবং ক্লাব দলগুলি খেলতে পারবে না। ফলে দ্রুত সমস্যা না মেটালে যে পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাচ্ছে, তা পরিষ্কার।

ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্ট এবং ফুটবল চালু করার ব্যাপারে তারা বাধা নয়। বরং দ্রুত আলোচনার টেবিলে বসার নির্দেশ দেন বিচারপতিরা। যা খবর তাতে শনি-রবিবার নিজেদের মধ্যে আইনি বিষয়গুলি খতিয়ে দেখে নেওয়ার কাজ সেরে সোমবারই হয়তো আলোচনায় বসতে পারে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন ও ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড। এই বিষয়ে এআইএফএফ এবং এফএসডিএলের মধ্যে আলোচনার পরবর্তী শুনানি ২৮ অগাস্ট। আদালতের এই নির্দেশের পর ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন, 'আদালতের নির্দেশ মেনে এআইএফএফ ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে এমআরএ, যা আগামী ৮ ডিসেম্বর শেষ হয়ে যাচ্ছে তা নিয়ে সদিচ্ছার (আইনি ভাষায়, গুড ফেইথ নেগোসিয়েশন) সঙ্গে আলোচনায় বসতে চায়।'

সুপ্রিম কোর্ট চায় বলেই হয়তো দুই পক্ষকে সদিচ্ছা নিয়ে আলোচনায় বসতে হবে। আর তাতেই লিগ শুরু হওয়ার রাস্তা বেরোনোর সম্ভাবনা।

সূর্যদের জার্সিতে থাকছে না ড্রিম১১

নয়াদিল্লি, ২৪ অগাস্ট : অনলাইন গেমিং অ্যাপের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের পদক্ষেপের পরই আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। সূত্রের খবর, ভারতীয় দলের স্পনসরশিপ থেকে সরানো হচ্ছে ড্রিম১১-কে। আসন্ন এশিয়া কাপেই যার প্রভাব পড়তে চলেছে। এশীয় যুদ্ধে সূর্যকুমার যাদবদের জার্সিতে আর দেখা যাবে না ড্রিম১১-এর লোগো। এশিয়া কাপের আগেই সম্ভবত বিকল্প স্পনসরের জন্য নতুন করে বিজ্ঞপ্তি জারি করতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। অবশ্য ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড বা ভারতীয় ক্রিকেট দলের বর্তমান মূল স্পনসর ড্রিম১১-এর তরফে এখনও এই ব্যাপারে কিছু জানানো হয়নি।

এশিয়া কাপ

বোর্ড সচিব দেবজিৎ শইকিয়া অবশ্য জানিয়ে দিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিকা মেনেই চলবে বিসিসিআই। কেন্দ্র যদি অনুমতি না দেয়, তাহলে বোর্ড সেই পথে হাঁটবে না। কেন্দ্রীয় সরকার যে পদক্ষেপ করবে, তা মেনে চলা হবে। ফলে ড্রিম১১-এর বিদায় সময়ের অপেক্ষা মাত্র।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে নামবেন অনিমেষ

চেন্নাই, ২৪ অগাস্ট : ইতিহাস গড়লেন অনিমেষ কুজুর। ভারতের প্রথম দৌড়বিদ হিসাবে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করলেন তিনি। চেন্নাইয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃরাজ্য অ্যাথলেটিক্সে সোনা জেতেন অনিমেষ। ২০০ মিটার দৌড় শেষ করতে সময় নেন ২০.৬৩ সেকেন্ড। সেই সঙ্গে আগামী সেপ্টেম্বরে জাপানের টোকিওতে অনুষ্ঠিত হতে চলা অ্যাথলেটিক্স বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ছাড়পত্র পেয়ে গিয়েছেন ছত্তিশগড়ের ২২ বছর বয়সি অ্যাথলিট। দেশের প্রথম পুরুষ স্প্রিন্টার হিসাবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের মঞ্চে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন তিনি।

ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সে ইতিহাস

অনিমেষের এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত তাঁর কোচ মার্টিন ওয়েনস। তবে টোকিওতে ছাত্রের থেকে পদকের আশা করছেন না। ওয়েনসের সহজ স্বীকারোক্তি, 'পদকের কোনও প্রত্যাশাই রাখছি না। বিশ্ব মঞ্চে সাফল্য পেতে হলে আরও অনেক উন্নতি করতে হবে। এবার অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য নামবে অনিমেষ। বিশ্বের সেরাদের সঙ্গে লড়ার সুযোগ। পরেরবার নিশ্চিতভাবে পদকের লক্ষ্যেই দৌড়াবে।' কিছুদিন আগেই গ্রিসে অনুষ্ঠিত এক প্রতিযোগিতায় ১০.১৮ সেকেন্ডে ১০০ মিটার দৌড়ে জাতীয় রেকর্ড গড়েছেন অনিমেষ কুজুর। সেই নিয়ে কোচ ওয়েনস বলেছেন, 'মরশুমের শুরুতে ১০০ মিটারে জাতীয় রেকর্ড একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল। এবার বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপেও জায়গা করে নিল। কঠোর পরিশ্রমের ফল পাচ্ছে অনিমেষ।'

ডুরান্ড কাপ জয়ের পর বাবা-মায়ের সঙ্গে আশির আখতার।

ডুরান্ড জয়ের প্রেরণা জন, বলছেন আশির

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : টানা দ্বিতীয়বার ডুরান্ড কাপ জিতে ইতিহাস গড়েছে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি। রক্ষণ সামলে ফাইনালে গোল করেছেন আশির আখতার।

শনিবার গ্যালারিতে ছিলেন আশিরের মা-বাবা। গতবারও ফাইনাল দেখতে তাঁরা যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে এসেছিলেন। তবে আশিরের কাছে এবারের ফাইনালটা 'স্পেশাল'। বলেছেন, 'পরপর দুইবার ট্রফি জেতার অনুভূতি দুর্দান্ত। দুইবারই গ্যালারিতে আমার পরিবার ছিল। তবে এবার ওদের সামনে গোল করতে পারা বিশেষ মুহূর্ত।' আরও একজনের কথা উল্লেখ করতে ভুললেন না। দলের অন্যতম কর্ণধার জন আব্রাহাম।

আশির বলেছেন, 'জন বলেছিলেন আমরা ট্রফি জিততেই কলকাতায় এসেছি। সেই বার্তাই আমাদের আরও অনুপ্রাণিত করেছে।'

গতবার মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিরুদ্ধে জয়, নাকি এবার ডায়মন্ড হারবার এফসি-কে হারানো, কোনটাকে এগিয়ে রাখবেন? আশিরের স্পষ্ট উত্তর, 'ফাইনালে মোহনবাগানকে হারানোটা আরও বেশি চ্যালেঞ্জিং ছিল। ওদের আরও বেশি সমর্থক ছিল। ২ গোলে পিছিয়ে পড়ে প্রত্যাবর্তনটা একেবারেই সহজ হয়নি। তবে সেদিনও আমরা বিশ্বাস হারাইনি।' একই সঙ্গে কিবু ভিকুনার দলের প্রশংসাও করলেন ইস্টবেঙ্গলের এই প্রাক্তনী। বলেছেন, 'ডায়মন্ড হারবার ভালো খেলেছে। ডুরান্ড অভিষেকেই ফাইনাল খেলে ইতিহাস গড়েছে ওরা। এটাই ওদের সাফল্য। তবে আমাদের জন্য দ্বিতীয় ডুরান্ড জয়টা আরও বেশি ঐতিহাসিক। এই সাফল্য আমাদের দলকে আরও আত্মবিশ্বাস দেবে।'

> গতবছর ফাইনালে মোহনবাগানকে হারানোটা আরও বেশি চ্যালেঞ্জিং ছিল। ওদের আরও বেশি সমর্থক ছিল। ২ গোলে পিছিয়ে পড়ে প্রত্যাবর্তনটা একেবারেই সহজ হয়নি। তবে সেদিনও আমরা বিশ্বাস হারাইনি।
>
> **আশির আখতার**

বাগানের পঞ্চবাণে নায়ক শিবম

**মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট- ৫
(শিবম-৩, আদিত্য অধিকারী,
করণ)
বিএসএস- ২ (রোমিন, তুহিন)**

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : কলকাতা ফুটবল লিগের ম্যাচে বিএসএস স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে ৫-২ গোলে জয়। হ্যাটট্রিক করে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে জয়ের রাস্তা দেখালেন শিবম মুন্ডা।

সুরুচি সংঘের বিরুদ্ধে ড্রয়ের পর রবিবার বিএসএসের বিরুদ্ধে বাড়তি তাগিদ নিয়েই মাঠে নেমেছিল মোহনবাগান। ম্যাচের শুরু থেকেই মিংমা শেরপা, করণ রাইদের খেলায় তার স্পষ্ট প্রতিফলন। ২৯ মিনিটে পালতোলা নৌকোয় হাওয়া লাগালেন শিবম মুন্ডা। ৪২ মিনিটে দ্বিতীয় গোল তাঁর পা থেকেই। কর্নার থেকে শিবমের বাঁক খাওয়ানো শট সরাসরি জালে জড়িয়ে যায়। যা বিশ্ব ফুটবলে 'অলিম্পিকো গোল' বলে পরিচিত। হ্যাটট্রিক তো অনেকেই করেন। কিন্তু এমন গোল সচরাচর দেখা যায় না। তাও আবার কলকাতা লিগের মঞ্চে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে আচমকাই ছন্দপতন। মিনিট দুয়েকের ব্যবধানে রক্ষণের ভুলে দুই গোল হজম করে মোহনবাগান। ৫৪ মিনিটে তৃতীয় গোল করে বাগানকে জয়ের পথ দেখিয়ে দিলেন সেই শিবম। সবুজ-মেরুনের বাকি দুই গোলের একটি করলেন পরিবর্ত নামা আদিত্য অধিকারী ও অপরটি করণ।

মোহনবাগানের এদিনের জয়ের নায়ক সদ্য ১৯-এ পা দেওয়া বসিরহাটের শিবম। বছর তিনেক আগে বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমির পাঠ শেষ করে যোগ দেন সায়ন্তন দাসরায়ের অ্যাকাডেমিতে। সেদিন প্রতিভা চিনতে ভুল করেননি সায়ন্তন। যত্নে আগলে রেখেছেন শিবমকে। এদিন ম্যাচের পর 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-কে তিনি বলেছেন, 'কর্নার থেকে গোল করাটা ওর সহজাত। দক্ষ ফ্রি কিকেও।' সায়ন্তন বলছিলেন, 'কঠোর পরিশ্রমই আজ শিবমকে এই জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে। খেপের মাঠ বাঙালি ফুটবলারদের যেভাবে আকৃষ্ট করেছে সেখানে শিবম ব্যতিক্রমী চরিত্র। বাংলা তথা ভারতীয় ফুটবলে ভবিষ্যতের সম্পদ ও।'

আগের বেশ কিছু ম্যাচে অনভ্যস্ত পজিশন ডান প্রান্তে মানিয়ে নিতে সমস্যা হচ্ছিল। হতাশও হয়েছেন। এদিন বাঁদিকে খেলার সুযোগ পেতেই জ্বলে উঠলেন। ম্যাচ শেষে শিবম বলেছেন, 'প্রিয় ক্লাবের হয়ে এমন পারফরমেন্স স্বপ্নপূরণ।' জানালেন, আরও ভালো খেলে সিনিয়ার দলে জায়গা করে নেওয়াই লক্ষ্য।

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট : দীপ্রভাত, লিওয়ান, বিলাল (সাহিল), আদিত্য মণ্ডল, রোশন (আদিল), নিশার (রোহিত), গোগোচা (আদিত্য অধিকারী), মিংমা, শিবম (পীযূষ), তুষার ও করণ।

হ্যাটট্রিক করে উচ্ছ্বাস শিবম মুন্ডার।

নজির গড়েও স্বপ্নভঙ্গ রোনাল্ডোর

হংকং, ২৪ অগাস্ট : নজির গড়লেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। আবার খেতাবও হাতছাড়া করলেন।

সৌদি সুপার কাপ ফাইনালে আল আহলির বিরুদ্ধে আল নাসেরের জার্সিতে শততম গোলটি করেছেন পর্তুগিজ মহাতারকা। বিশ্বের প্রথম ফুটবলার হিসেবে চারটি ভিন্ন ক্লাবের হয়ে শততম গোল করার নজির গড়েছেন তিনি। কিন্তু তিনি নজির গড়লেও আল নাসের ফাইনালে হেরে গিয়েছে। সুপার কাপ ফাইনালে ৪১ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন রোনাল্ডো। তবে সংযোজিত সময়ে গোল করে আল আহলিকে সমতায় ফেরান ফ্রাঙ্ক কেসি। ৮১ মিনিটে মার্সেলো ব্রোজোভিচের গোলে ফের লিড নেয় আল নাসের। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। ৮৯ মিনিটে রজার ইবানেজ সমতায় ফেরান আল আহলিকে। শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকারে ৫-৩ ফলে হেরে খেতাব হাতছাড়া হয় রোনাল্ডোদের। আপাতত আল নাসেরের হয়ে আরব ক্লাব চ্যাম্পিয়ন্স কাপ ছাড়া কোনও খেতাব জিততে পারেননি পর্তুগিজ মহাতারকা।

ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো নিজের ফুটবল কেরিয়ারে একমাত্র স্পোর্টিং লিসবন ছাড়া বাকি সব ক্লাবের হয়ে 'গোলের সেঞ্চুরি' করেছেন। রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে ৪৫০টি, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের জার্সিতে ১৪৫ ও জুভেন্তাসের হয়ে ১০১টি গোল করেছেন তিনি। পর্তুগালের জার্সিতেও গোলের সেঞ্চুরি রয়েছে রোনাল্ডোর। পর্তুগালের হয়ে ১৩৮টি গোল করে আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বাধিক গোলদাতা এখন ক্রিশ্চিয়ানোই।

ভুটানকে আট গোল ভারতের

থিম্পু, ২৪ অগাস্ট : অনূর্ধ্ব-১৭ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের তৃতীয় ম্যাচে ভুটানকে ৮-০ গোলে হারাল ভারত। হ্যাটট্রিক করেন অনুষ্কা কুমারী। জোড়া গোল করেন আভিস্তা বাসনেট। ভারতের হয়ে বাকি গোলগুলি করেন পার্ল ফার্নান্ডেজ, দিব্যানী লিন্ডা ও ভালানিয়া ফার্নান্ডেজ। আপাতত তিন ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে লিগশীর্ষে ভারত।

চামুর্চির জয়

বানারহাট, ২৪ অগাস্ট : ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে তরুণ সংঘের আয়োজিত প্ল্যাটিনাম জুবিলি কাপ ফুটবলে রবিবার চামুর্চি মন্দির ইলেভেন ৩-১ গোলে অসমের গ্লোবাল ফুটবল ক্লাবকে হারিয়েছে। ম্যাচের সেরা চামুর্চির স্ট্যানলি। শনিবার উর্লাবাড়ি ফুটবল ক্লাব ৬-০ গোলে শামুকতলার মোংরা ফুটবল ক্লাবের বিরুদ্ধে জয় পায়। হ্যাটট্রিক সহ চার গোল করেন আশিস চাপাগাইন।

প্রোগ্রেসিভের ফুটবল শুরু

ক্রান্তি, ২৪ আগস্ট : রবিবার ক্রান্তি প্রোগ্রেসিভ ফুটবল ইউনিটের আবু বক্কর সিদ্দিকি ও নিত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ ট্রফি ডুয়ার্স কাপ ফুটবল শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে শিলিগুড়ির ব্রাইট স্পোর্টিং ক্লাব ৩-২ গোলে ঝাড়খণ্ডের ক্রেডা ভারতীকে হারিয়েছে। দেবীঝোড়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে জোড়া গোল করেন ম্যাচের সেরা পরিবেশ ছেত্রী।

জিতল নিধি

ধূপগুড়ি, ২৪ আগস্ট : ধূপগুড়ি ফুটবল ক্লাবের ১২ দলীয় এসআরএমবি কাপ ফুটবল রবিবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে জলপাইগুড়ি নিধি একাদশ ৩-২ গোলে ধূপগুড়ি জাগৃতি সংঘকে হারিয়েছে। পৌর ফুটবল মাঠে নিধির অসীম কার্জি ও তাপস রায় গোল করেন। তাদের অন্য গোলটি আত্মঘাতী। জাগৃতির গোলস্কোরার রাশেদ আলম এবং ম্যাচের সেরা বাবলা ওরাওঁ।

জয়ী বাগ্রাকোট

মালবাজার, ২৪ অগাস্ট : ডামডিম ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের ভীম বাহাদুর দার্নাল, বাঞ্ছারাম সাহা ও পবিত্র কুমার দে ট্রফি ফুটবলে রবিবার বাগ্রাকোট এফসি ১-০ গোলে হারিয়েছে শিলিগুড়ি বাগচী ব্রাদার্স দলকে। একমাত্র গোলটি আমনের।

রাজ্য ক্যারাটেতে সুস্মিতা, বৃষ্টি

বেলাকোবা, ২৪ অগাস্ট : কলকাতার সল্টলেকে ২৬-২৯ অগাস্ট রাজ্য স্কুল ক্যারাটে অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৪ বিভাগে সুযোগ পেয়েছে বেলাকোবা বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সুস্মিতা রায়। অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে নামবে একই স্কুলের বৃষ্টি দেবনাথ। দলের সঙ্গে যাবেন কোচ তানিয়া রায় ও শম্ভু রায়। সোমবার কলকাতার উদ্দেশ্যে তারা রওনা দেবেন বলে জানিয়েছেন কোচ শম্ভু রায়।

সিএবির ইউনিফর্ম কোচিংয়ে ১০৫

জলপাইগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় এবং সিএবি-র পরিচালনায় জেওয়াইএমএ মাঠে রবিবার অনূর্ধ্ব-১৮ ছেলেদের ইউনিফর্ম কোচিং প্রোগ্রামের বাছাই পর্বে ১০৫ জন খেলোয়াড় অংশ নিয়েছিল। সংস্থার ক্রিকেট যুগ্মসচিব শিলাদিত্য মিত্র জানিয়েছেন, শনিবার এবং রবিবার মিলিয়ে বাছাই পর্বে যে ২৫ জন সুযোগ পেয়েছে তাদের নাম সোমবার ঘোষণা করা হবে। সোমবার থেকে অনূর্ধ্ব-১৮ ও ১৫ বিভাগে বাছাই হওয়া ক্রিকেটারদের ট্রেনিং শুরু হবে। ট্রায়ালের দায়িত্বে ছিলেন সিএবি-র কোচ মিঠুন মজুমদার।

সেমিতে রামসাই

মৌলানি, ২৪ অগাস্ট : বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের ডুয়ার্স কাপ ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল রামসাই অঞ্চল চা পাতি ব্যবসায়ী সমিতি একাদশ। রবিবার দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ২-১ গোলে বিন্নাগুড়ি টিএফএ-কে হারিয়েছে। রামসাইয়ের মহম্মদ রোহন ও দিলীপ সোরেন গোল করেন। বিন্নাগুড়ির গোলটি অলোক ওরাওঁয়ের।

মঙ্গলবার খেলবে বীরপাড়ার তুলসীপাড়া ওয়ারিয়র ও গজলডোবার রিয়াল মাদ্রিদ।

জয়ী নাগরাকাটা

চালসা, ২৪ অগাস্ট : কলাবাড়ি জ্যোতি সংঘের বিনোদিনী রায় ও শচীন রায় ট্রফি ফুটবলে রবিবার নাগরাকাটা সিবিসি টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে জিতেছে মালবাজার এফসি-র বিরুদ্ধে। নির্ধারিত সময়ে স্কোর ছিল ১-১। নাগরাকাটার রাহুল বড়ুয়া ও মালবাজারের দেবায়ন মজুমদার গোল করেন। সোমবার হলদিবাড়ি জলন্ধর ব্রাদার্স খেলবে জীবন জ্যোতি এফসি-র বিরুদ্ধে।

ম্যাচের সেরার ট্রফি হাতে আশিস চপাগন। ছবি : অনুপ সাহা

কোয়ার্টারে ঝাপা এফসি

ওদলাবাড়ি, ২৪ অগাস্ট : মিলন সংঘ ক্লাবের বাইতুল আলম ও রামবাহাদুর থাপা ট্রফি ১৬ দলীয় ফুটবলে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল নেপালের ঝাপা এফসি। রবিবার দ্বিতীয় প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ২-১ গোলে কালিম্পং পুলিশকে হারিয়েছে। দক্ষিণ ওদলাবাড়ির শান্তি কলোনি মাঠে গোল করেন বিবেক সোনম এবং ম্যাচের সেরা আশিস চপাগন। কালিম্পংয়ের গোলটি আশিস তামাংয়ের।

জেতালেন সৌমেন

ময়নাগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : জরদাভ্যালি স্পোর্টিং ক্লাবের গোল্ড কাপ ফুটবলে রবিবার উত্তর ২৪ পরগনা নিমতা মিলন স্মৃতি ১-০ গোলে কালিম্পং জর্জিয়ান এফসি-কে হারিয়েছে। গোল করেন ম্যাচের সেরা সৌমেন মণ্ডল। মঙ্গলবার খেলবে বলরাম সুপার কিংস শিলিগুড়ি ও শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা ফুটবল ক্লাব।

ম্যাচের সেরা হয়ে সৌমেন মণ্ডল। ছবি : অভিরূপ দে

সেরা সুলকাপাড়া, সকার

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

২৪ অগাস্ট : জেলা পুলিশের পুলিশ-পাবলিক ফ্রেন্ডশিপ কাপ ফুটবলে রবিবার নাগরাকাটা থানার খেলায় পুরুষ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল সুলকাপাড়া এফসি। রবিবার ফাইনালে তারা সাডেন ডেথে ১-০ গোলে জলঢাকা স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। ফাইনালের সেরা সুলকাপাড়ার বিকি লামা। প্রতিযোগিতার সেরা সুলকাপাড়ার সুজিত শা। সেরা গোলকিপার সুদেশ থাপা।

মহিলাদের চ্যাম্পিয়ন ইউনাইটেড সকার অ্যাকাডেমি। ফাইনালে তারা ৬-০ গোলে ডুয়ার্স বাল কল্যাণ সমিতির বিরুদ্ধে জয় পায়। হ্যাটট্রিক সহ চার গোল করেন ফাইনালের সেরা জ্যোতি বড়ুয়া। প্রতিযোগিতার সেরা ইউনাইটেডের জ্যোতি বারলা। সেরা গোলকিপার অনীশা বারলা।

কোতোয়ালি থানার খেলায় পুরুষ বিভাগে ফাইনালে উঠল সদর টাউন 'বি' টিম। চড়কডাঙ্গি ফুটবল মাঠে সেমিফাইনালে তারা ১-০ গোলে খারিজা বেরুবাড়ি জিপি-র বিরুদ্ধে জয় পায়। ওদলাবাড়ি বিধানপল্লি মাঠে গ্রিন ওদলাবাড়ি দল ৪-১ গোলে কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েত দলকে হারিয়েছে। হ্যাটট্রিক করেন সুজিত মুন্ডা। চারেরবাড়ি ফুটবল মাঠে সেমিফাইনালে উঠল বার্ণিশ গ্রাম পঞ্চায়েত। কোয়ার্টার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৫-৩ গোলে সাপ্টিবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে জয় পায়। বিদ্যাশ্রম হাইস্কুল মাঠে ধূপগুড়ি পুরসভার 'এ' দল টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে মাগুরমারি-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতকে হারিয়েছে।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ইউনাইটেড সকার অ্যাকাডেমি। -শুভজিৎ দত্ত

ডেফ অ্যাথলিটদের সম্মান

জলপাইগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : জেলা ডেফ ক্রীড়া সংস্থা উদ্যোগে সংস্থা সভাঘরে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হল। জাতীয় ও রাজ্যস্তরে ভালো পারফরমেন্স করা ডেফ অ্যাথলিটদের সম্মান জানানো হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন- জাতীয় অ্যাথলিট প্রশান্ত হালদার, মহিলা ক্রিকেটার সোনালি বিশ্বাস, বিদ্যা সরকার, সায়ন্তনী রায় ও ভগবতী রায়। তাছাড়াও এবার ডেফ রাজ্য ফুটবলে বিজয়ী দলের ফুটবলার বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের মঞ্চে জানানো হয়, গুজরাটের নাদিয়াদে এবার জাতীয় ডেফ ভলিবল প্রতিযোগিতায় বাংলা দলের হয়ে খেলতে যাচ্ছে জলপাইগুড়ির দিলীপ শা ও প্রকাশ রায়।

মায়ের সঙ্গে দেবাকেশ রায়।

জাতীয় কিক বক্সিংয়ে দেবাকেশ

ময়নাগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : চেন্নাইয়ে ২৭-৩১ অগাস্ট জাতীয় কিক বক্সিং অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে ময়নাগুড়ির ব্লকের ধওলাগুড়ি গ্রামের দেবাকেশ রায়। ফুলবাড়ি নারায়ণা স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির দেবাকেশ স্কুলের তরফেই শিলিগুড়িতে একাধিক কিক বক্সিংয়ে অংশ নিয়েছিল। সেখান থেকেই দেবাকেশ জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে।

সেরা যুগনিডাঙ্গা

বেলাকোবা, ২৪ অগাস্ট : শিমুলগুড়ি রানিং সংঘের বিজন নন্দী ও পতাং রায় ট্রফি ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল যুগনিডাঙ্গা ক্লাব। শিমুলগুড়ি সিএসকে প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে ফাইনালে তারা ২-১ গোলে হারিয়েছে নেপালি বস্তি বয়েজ ক্লাবকে। ফাইনালের সেরা নেপালি বস্তির সজেন ছেত্রী। প্রতিযোগিতার সেরা যুগনির সুজন রায়। সেরা গোলকিপার একই দলের পলাশ রায়।

রেফারিদের পরীক্ষা

মালবাজার, ২৪ অগাস্ট : জলপাইগুড়ি জেলা রেফারি সংস্থার উদ্যোগে মাল আদর্শ বিদ্যাভবনে জেলাস্তরের রেফারিদের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হল। পরীক্ষায় ৪৭ জন অংশ নিয়েছিল। যার মধ্যে ৬ জন মহিলা।

ট্রফি নিয়ে উল্লাস জলপাইগুড়ি বিএসপিসি দলের। ছবি : অনীক চৌধুরী

চ্যাম্পিয়ন বিএসপিসি

জলপাইগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : এসআরএমবি চ্যাম্পিয়নশিপ এবং পল্টু মোদক ও রজত ঘোষ ট্রফি ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল জলপাইগুড়ি বিএসপিসি। রবিবার ফাইনালে তারা ৩-০ গোলে ইউনাইটেড আফ্রিকান একাদশকে হারিয়েছে। ফাইনালে জোড়া গোল করে ম্যাচ এবং প্রতিযোগিতার সেরা হন জিতু মাধুলি। টাউন ক্লাব ময়দানে অন্য গোলটি দীনবন্ধু রায়ের। ফেয়ার প্লে ট্রফি পেয়েছে অসমের রাইমোনা এফসি।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বীরপাড়া-এর এক বাসিন্দা

বাসিন্দা বিসোত খারিয়া - কে 06.05.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 98B 45343 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমাকে কোটিপতি হওয়ার এই সুন্দর একটি সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে শুধুমাত্র ধন্যবাদ জানাবো না। আমি এখন আর্থিক সমস্যা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত, আমি এবং আমার পরিবারের সুন্দর একটি ভবিষ্যত পরিকল্পনার জন্য উৎসাহিত।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ, বীরপাড়া - এর একজন

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

বছরের পর বছর ধরে এক বিশ্বস্ত নাম

B Tex Ointment Mfg. Co.
C/16-17, Udyog Nagar,
Navsari-396445, Gujarat, INDIA.

FREE FROM IRRITATION
RVP
B-TEX
WHITE OINTMENT
RVP
বি-টেক্স
সাদা মলম